ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-210 ■ 11 May, 2025 ■ আগরতলা ১১ মে, ২০২৫ ইং ■ ২৭ বৈশাখ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সংঘর্ষ বিরতিতে সম্মতি জানিয়ে ডিগবাজি পাকিস্তানের

কড়া হুঁশিয়ারি ভারতের যেকোন উস্কানির জবাব হবে কঠোর

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ১০ মে ।। সংঘর্ষ বিরতিতে সম্মতি জানানোর কয়েক ঘন্টার মধ্যেই প্রত্যাশিত ভাবে ডিগবাজি খেল পাকিস্তান। সন্ধ্যার পর শ্রীনগরে পাকিস্তানি সৈন্য ড্রোন হামলায় বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। ভারত এই ঘটনায় তীব্র বিষোদগার প্রকাশ করেছে। বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রি বলেন, পাকিস্তানের এই আচরণ কোনও ভাবেই মেনে নেওয়া যায়না। ভারত কঠোর ব্যবস্থা নেবে।

প্রসঙ্গত, ভারত ও পাকিস্তান বিকেল ৫টা থেকে সংঘর্ষ বিরতিতে সম্মত হলেও, ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেতারা "সম্পূর্ণ প্রস্তুত এবং সদা সজাগ" রয়েছে। পাকিস্তান যদি ভবিষ্যতে কোনো প্রকার উস্কানি দেয়, তবে তাৎক্ষণিক এবং কঠোর জবাব দেওয়া হবে।

আজ ভারত সরকারের এক প্রেস ব্রিফিংয়ে কমান্ডার রঘু আর নায়ার বলেন, "আজকের সমঝোতা অনুযায়ী সংঘর্ষ বিরতিতে সম্মত হলেও, আমরা আমাদের মাতৃভূমির সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষায় সম্পূর্ণভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পাকিস্তানের প্রতিটি দুঃসাহসিক কর্মকাণ্ডের উপযুক্ত জবাব অতীতেও দেওয়া হয়েছে, ভবিষ্যতেও দেওয়া হবে। জাতির সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় যে কোনো অপারেশন চালানোর জন্য ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী প্রস্তুত রয়েছে।" সাথে তিনি যোগ করেন, পহেলগামের সন্ত্রাসী হামলার পর ভারতের প্রতিক্রিয়া ছিল "পরিমিত" এবং "দায়িত্বশীল"। পাশাপাশি তিনি পাকিস্তানের পক্ষ থেকে প্রচারিত "ভুয়া তথ্য ও গুজব"-এর বিরুদ্ধেও সরব হন ।ভারতীয় সেনাবাহিনীর মুখপাত্র কর্নেল সোফিয়া কুরেশি জানান, পাকিস্তান দাবি করেছে যে তাদের জেএফ-১৭ বিমান ভারতের এস-৪০০ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং ব্রহ্মোস ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটিতে আঘাত হেনেছে। "এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন," তিনি বলেন।

তিনি আরও জানান, "পাকিস্তান দাবি করেছে ভারতীয় বিমানঘাঁটি এবং গোলাবারুদের গুদামে ক্ষতি হয়েছেএটি ভুয়া প্রচারণা। এমনকি তারা দাবি করেছে, ভারতীয় বাহিনী মসজিদে হামলা করেছেযা অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর ও মিথ্যা। ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, এবং আমাদের সশস্ত্র বাহিনী সংবিধানের মূল মূল্যবোধ অনুসরণ করে। আমরা পাকিস্তানের স্থল ও আকাশঘাঁটিতে ব্যাপক ক্ষতি করেছি।"

উইং কমান্ডার ব্যোমিকা সিং বলেন, ভারতীয় বাহিনীর প্রতিক্রিয়া ছিল কেবল সন্ত্রাসবাদী ঘাঁটি এবং ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত সুবিধাগুলিকে লক্ষ্য করে। "পাকিস্তান আমাদের ঘাঁটিতে বিনা উস্কানিতে হামলা চালায়। আমরা কঠোর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছি, যার ফলে পাকিস্তানের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিমানঘাঁটিতে বড় ক্ষতি

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১০ মে ।। ভারত ও পাকিস্তান সংঘর্ষ বিরতিতে সম্মত হতেই উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে বসেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বর্তমান এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার লক্ষ্যেই ওই বৈঠক বলে জানা গেছে।

প্রসঙ্গত, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ নতুন দিল্লিতে ৭, লোককল্যাণ মার্গে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল, সিডিএস জেনারেল অনিল চৌহান, সেনাবাহিনীর প্রধানগণ এবং অন্যান্য শীর্ষ আধিকারিকরা। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে এক্স পোস্টে জানানো হয়েছে, "৭ লোককল্যাণ মার্গে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সভাপতিত্ব করেন। বৈঠকে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা হলেন, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে অবস্থানে কোন পরিবর্তন নেই ঃ জয় শংকর

নয়াদিল্লি, ১০ মে।। ভারত ও পাকিস্তান শনিবার বিকেল ৫টা থেকে সংঘর্ষ বিরতিতে সম্মত হলেও, সন্ত্রাসবাদ নিয়ে ভারতের কঠোর অবস্থানে কোনো পরিবর্তন আসেনি বলে স্পষ্ট জানালেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর। তিনি বলেন, "ভারত সব সময় সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কঠোর ও আপসহীন অবস্থান নিয়েছে এবং ভবিষ্যতেও সেই অবস্থান বজায় থাকবে।" দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে এই সামরিক বিরতি বিরল সমঝোতার একটি মুহূর্ত হলেও, এটি ভারতের কৌশলগত নীতিতে কোনো রকম শিথিলতা এনেছে এমন বার্তা নয়। নয়াদিল্লির অবস্থান স্পষ্টশান্তির পথে হাঁটা যাবে, তবে নীতির সঙ্গে আপস করে নয়।

জয়শঙ্কর বলেন, "ভারত ও পাকিস্তান আজ গোলাগুলি ও সামরিক কার্যক্রম বন্ধ করার বিষয়ে একটি বোঝাপড়ায় পৌঁছেছে।" পররাষ্ট্র সচিব বিক্রম মিস্রি জানান, শনিবার বিকেল ৩টা ৩৫ মিনিটে পাকিস্তানের ডিরেক্টর জেনারেল অব মিলিটারি অপারেশনস ভারতের ডিরেক্টর জেনারেল অব মিলিটারি অপারেশনস-কে ফোন করেন। তার পরই দ্রুত দুই পক্ষের মধ্যে একটি সমঝোতা হয়। "উভয় পক্ষ সম্মত হয়েছে যে, স্থল, আকাশ এবং সমুদ্রপথে সব ধরনের গোলাগুলি ও সামরিক কার্যক্রম শনিবার বিকেল ৫টা থেকে বন্ধ থাকবে," বলেন মিস্রি।

তিনি জানান, উভয় দেশের সেনাবাহিনী ইতিমধ্যেই এই যুদ্ধবিরতি কার্যকর করার নির্দেশ জারি করেছে। পরবর্তী ঙ্গওঞ্জ স্তরের আলোচনা হবে ১২ মে দুপুর ১২টায়। পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার জিও নিউজকে জানান, এই যুদ্ধবিরতি "সম্পূর্ণ ও পূর্ণমাত্রার"। তিনি দাবি করেন, এই চুক্তিতে "তিন ডজন দেশের কূটনৈতিক প্রচেষ্টা জড়িত ছিল।"

যদিও ভারতের বক্তব্য এ বিষয়ে ভিন্ন। নয়াদিল্লির তরফে এই পদক্ষেপকে কেবল কৌশলগত উত্তেজনা প্রশমনের একটি সাময়িক পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। এটি কোনো দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উষ্ণতা নয়, বরং একটি সীমিত ও বাস্তবমুখী সামরিক

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শ্রীনগরে বিস্ফোরণ চটে লাল ওমর আব্দুলাহ

নয়াদিল্লি/শ্রীনগর, ১০ মে ।। সংঘর্ষ বিরতিতে সম্মতি জানানোর কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ডিগবাজি খেল পাকিস্তান। শ্রীনগরে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। এর জন্য পাকিস্তানই দায়ি বলে বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রি তীব্র ভাষায় বিষোদগার করেছেন। জম্মু কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী উমর আব্দুলাহও এক্স বার্তায় সংঘর্ষ বিরতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। শ্রীনগরকে নিরাপদে রাখা তার চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে অসহায়ত্বের প্রকাশ করেছেন।

দুই দেশের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আজ বিকাল ৫টা থেকে সংঘর্ষ বিরতিতে ভারত-পাক সম্মত হয়েছে। গত দুই দিনের টানটান উত্তেজনার পর আজ কাশ্মীর উপত্যকায় জনগণ এই খবর শুনে নিশ্চিন্ত, নিরাপদ এবং আনন্দিত

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রয়াত বুর্বমোহন ত্রিপুরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে।। প্রয়াত হলেন করবুক বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক বুর্ব মোহন ত্রিপুরা। তাঁর প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা। তাছাড়া, তাঁর প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ, মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, বিধায়ক দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা। তাছাড়া, আজ সকালে তাঁর মরদেহ বিধানসভা প্রাঙ্গনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে তাঁর নশ্বর দেহে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তাঁর মন্ত্রী, বিধায়ক এবং সহকর্মীরা।

রাজ্য বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক বুর্ব মোহন ত্রিপুরা আকস্মিক প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, তাঁর প্রয়াণে আমি গভীরভাবে মর্মাহত। আমি উনার বিদেহী আত্মার সদগতি কামনা করি এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি উনার পরিবার প্রিয়জনকে যাতে এই বিয়োগ ব্যাথা সহ্য করার শক্তি প্রদান করেন।

তাঁর প্রয়াণে সামাজিক মাধ্যমে শোক প্রকাশ করেছেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ। তিনি লেখেন, রাজ্যের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চক্ষু শিবিরের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী

প্রবীণদের প্রতি সম্মান, ভালোবাসা সহমর্মিতার ক্ষেত্রটি প্রশস্ত করতে হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে।। প্রবীণ নাগরিকগণ আমাদের সমাজের বোঝা নয়। প্রবীণদের প্রতি আমাদের সম্মান, ভালোবাসা এবং সহমর্মিতার ক্ষেত্রটি প্রশস্ত করতে হবে, যাতে সমাজে আর কোনও বৃদ্ধাশ্রম গড়ে না উঠে। সামাজিক দায়িত্ব হিসেবে প্রবীণ নাগরিকদের পাশে দাঁড়াতে হবে। আজ আগরতলার শান্তিপাড়াস্থিত বিবেকানন্দ আবাসনে শান্তিপাড়া প্রবীণ নাগরিক সংঘ এবং অশ্বিনী নেত্রালয়ের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত চক্ষু চিকিৎসা শিবিরের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। তিনি বলেন, নবীনদের তুলনায় প্রবীণদের স্বতঃস্ফূর্ততা কোনও অংশে কম নয়। সমাজের প্রতি কিছু করার তাগিদ তাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। এই ধরনের চক্ষু চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় উদ্যোগ। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সাধারণত চোখের সমস্যা এড়াতে নাগরিকদের ৪০ বছর বয়সের পরে নিয়মিত চোখের পরীক্ষা করা প্রয়োজন। তবে বর্তমান ডিজিটাল যুগে মোবাইল, ইন্টারনেট অতিরিক্ত ব্যবহারের কারণে আজকাল শিশুদের মধ্যেও চোখের সমস্যা দেখা যায়।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ৭০ বছর ও তার বেশি বয়স্ক সব প্রবীণ নাগরিকদের তাদের আয় নির্বিশেষে আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জনআরোগ্য যোজনায় ৫ লক্ষ টাকা স্বাস্থ্য বীমার আওতায় আনার সিদ্ধান্ত গত ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়েছে। পাশাপাশি রাজ্যেও মুখ্যমন্ত্রী জনআরোগ্য যোজনায় নাগরিকদের জন্য স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে।

তিনি বলেন, রাজ্যের বর্তমান সরকার সামাজিক ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি করে ২ হাজার টাকা করেছে। ২০২৪-

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বুদ্ধ পূর্ণিমা রাজ্যপালের শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে।। আগামী ১২ মে বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে রাজ্যবাসীকে উষ্ণ অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। শুভেচ্ছাবার্তায় রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু বলেন, "ভগবান বুদ্ধের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে বুদ্ধ পূর্ণিমা উৎসব উদযাপন করা হয়। ভগবান বুদ্ধ নৈতিকতা এবং প্রজ্ঞার অনুশীলের মধ্য দিয়ে মানুষের জীবনের পথ দেখিয়েছেন। যা সম্যক বাক্য, সম্যক জীবিকা, সম্যক কর্ম, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক চিন্তা ও সম্যক বোঝাপড়ার মাধ্যমে বর্ণনা করা যায়। ভগবান বুদ্ধের শান্তি, সংহতি এবং অহিংসার নীতি বর্তমানে খুবই প্রাসঙ্গিক। বিশেষ করে যখন পৃথিবীর কিছু অংশ নিষ্ঠুর হিংসা ও রক্তপাতের শিকার হচ্ছে। এই উৎসব ত্রিপুরাবাসীর মধ্যে আনন্দ, ভালোবাসা, সৌভ্রাতৃত্ব এবং খুশি বয়ে আনুক।"

১৭ মাস পর

বাংলাদেশ থেকে বিলোনিয়া দিয়ে ফিরল পশ্চিমবঙ্গের যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,১০ মে ।। অবশেষে বাংলাদেশের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে দেশে ফিরলেন পশ্চিমবঙ্গের এক যুবক। আজ বিজিবি ভারত ও বাংলাদেশের ইমিগ্রেশন এবং পুলিশ কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে ওই যুবককে বিএসএফের কাছে হস্তান্তর করেছে। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গত ২০২৩ সালের ১১ ডিসেম্বর দীপঙ্কর দাস (৩৩) ও তাঁর মাকে বাংলাদেশ প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ আইনের ৪ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তাঁদের বাড়ি, পশ্চিমবঙ্গের কালিনগরের মুহুরিঘাট এলসিএস। তাঁদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করে বাংলাদেশ পুলিশ। ৭ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। কিন্তু আইনী বেড়াজালের কারণে ছেলে দীপঙ্কর দাসকে ১৭ মাস পর মুক্তি দেওয়া হয়েছে। তাঁর মা এখনো জেল হেফাজতে আছেন। আজ ১১.০০ টা থেকে ১১.৩০ টা পর্যন্ত বিএসএফের ৪৩ নং ব্যাটেলিয়ান এবং বিজিবির ৪ নং ব্যাটেলিয়ানের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কাছে মুহুরিঘাট কাস্টম অফিসের কাছে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

তাঁকে দক্ষিণ ত্রিপুরার মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে ভারতে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। আজ পরশুরাম থানা (বিডি) কারাগারে বন্দী মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে দক্ষিণ ত্রিপুরার থানা বিলোনিয়ায় হস্তান্তর করেন। বর্তমানে সে বিলোনিয়া থানার আছেন।

এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিলোনিয়া থানার পরিদর্শক সুকান্ত ত্রিপুরা। পরিদর্শক এসএইচ. এলএম হাকিপ (বিলোনিয়া বিএসএফ ক্যাম্পের কোর কমান্ডার) এবং বিলেনিয়া থানার অর্নগত অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা। তাছাড়া, উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ থানার এএসআই- রাকিব মিয়া, পরশুরাম থানায় উপপরিদর্শক সহিদ হোসেন এবং অন্যান্য বিজিবি কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন।

বধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে।। এক গৃহবধূর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। গৃহবধুর বাড়ির লোকজনের অভিযোগ, তাকে মেরে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। ওই ঘটনায় মেলাঘর থানার অন্তর্গত মেলাঘর চর এলাকার তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ঘটনার বিবরণে গিয়েছে, মেলাঘর থানার অন্তর্গত মেলাঘর চর এলাকার বিশ্বজিৎ বর্মনের স্ত্রী পার্বতী বর্মন দেবনাথ শনিবার দুপুরে স্বামীর বাড়িতে পরিবারের অন্যান্যদের উপস্থিতিতে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করে। এই গৃহবধূর স্বামী সহ দুই ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে। পরবর্তী

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চার ছেলে থাকা সত্ত্বেও অবহেলিত বাবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে।। কাঞ্চনমালা এলাকায় বাবার এবং মায়ের উপর অমানবিক নির্যাতন করছে কিছু সন্তানরা। এমনই ঘটনা ওই এলাকায় আবার হয়েছে। চার ছেলে থাকা সত্ত্বেও অবহেলিত বাবা। প্রসঙ্গত, সত্যিই এই সমাজ নাকি সভ্য সমাজ, আর এই সভ্য সমাজে বসবাস করে কিছু কিছু সন্তানরা তাদের মা বাবার উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের মাধ্যমে নিজেদের অসভ্যের পরিচয় দিচ্ছে। তাও আবার এই ধরনের ঘটনা বারবার বেশিরভাগ একই এলাকার থেকে উঠে আসছে। গোলাঘাটে বিধানসভার অন্তর্গত কাঞ্চনমালা এলাকায় এই ধরনের একাধিক ঘটনা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের প্রকাশিত হয়েছিল তারপরেও শিক্ষা নিচ্ছে না কিছু স্বার্থলোভী সন্তানরা। এই কাঞ্চনমালা এলাকায় কখনো বাবার উপর অমানবিক নির্যাতন কখনো মায়ের উপর অমানবিক নির্যাতন করে আসছে কিছু সন্তানরা। বারবার কাঞ্চনমালা এলাকায় এই ধরনের ঘটনা ঘটার পরেও এই সভ্য সমাজ একেবারেই চুপ। এই ধরনের ঘটনা বন্ধ করতে সমাজের মানুষগুলি কোন পদক্ষেপই করছে না।

সেই কাঞ্চনমালা এলাকার বৃদ্ধ অনাথ কর্মকার, উনার চার পুত্র সন্তান থাকা সত্ত্বেও আজ যেন তিনি সত্যিই অনাথ। ওনার স্ত্রী বেশ কয়েক বছর আগে মারা যান তখন তিনি ভেবেছিলেন যেহেতু চার ছেলে আছে নিশ্চয়ই তারা তাদের বৃদ্ধ বাবাকে সেবা যত্ন করবে এবং তাদের কাছে আগলে রাখবে কিন্তু সন্তানদের নিয়ে উনার এই ভাবনাটাই যেন উল্টো হয়ে গেছে। চার ছেলের মধ্যে রঞ্জিত কর্মকার নামে মাত্র উনার বাবাকে মাঝেমধ্যে একটু দেখাশোনা করেন এবার আর বাকি তিন ছেলে তাদের বাবার প্রতি কোন দায়িত্ববোধ এবং কর্তব্য নেই।

অনাথ কর্মকার শনিবার দুপুরে সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে উনার এই অসহায়ত্বের কথা তুলে ধরতে গিয়ে বলেছেন কত

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিশু সহ বাংলাদেশী দম্পতিকে আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে।। সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর চোখে ধুলো দিয়ে ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশের দায়ে শিশু সহ এক বাংলাদেশী দম্পতিকে আটক করে ইরানি থানার পুলিশ। তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় প্রতিনিয়তই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ চলছে। সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী কঠোর নজরদারি থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ বন্ধ করা যাচ্ছে না। দালালদের মারফতে কাঁটাতারের বেড়া অতিক্রম করে রাজ্যে বাংলাদেশের অনুপ্রবেশ এর ঘটনা নিত্যদিনের হয়ে দাঁড়িয়েছে। গতকাল সন্ধ্যায় ঢেপাছড়া এলাকা থেকে একজন মহিলা এবং পুরুষকে গ্রেফতার করেছে।

এদিন এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ৯ মে রাতে ইরানি থানার খবর

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগামী দুই দিন তীব্র দাবদাহের সতর্কতা জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে।। আগামী দুই দিন গরম এবং আর্দ আবহাওয়ার সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর।

আজ আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আংশিক মেঘলা আকাশ, অধিক আপেক্ষিক আদ্রতা এবং উচ্চ সৌর রশ্মির কারণে, ত্রিপুবার সব জেলায় দিনের তাপমাত্রা ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার বেশি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী ২ দিন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে ৩ থেকে ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। দফতর থেকে আর্দ আবহাওয়ার প্রভাব কমানোর জন্য সর্তকতামূলক পরামর্শ জারি করেছে, রোদে বের হওয়া এড়িয়ে চলতে, তৃষ্ণা না পেলেও পর্যাপ্ত জল এবং যতবার সম্ভব পান করতে , হালকা ওজনের, হালকা রঙের, ঢিলেঢালা এবং ছিদ্রযুক্ত সুতির কাপড় পরিধান করতে, প্রতিরক্ষামূলক চশমা ব্যবহার করতে , ভ্রমণের সময় সাথে পানি নিয়ে যান, ওআরএস ব্যবহার করুন, ঘরে তৈরি পানীয় যেমন লস্যি, তোরানি (ভাতের পানি), লেবুর পানি, বাটার মিল্ক ইত্যাদি। তাছাড়া, লেবুর জল

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রহস্যময় আগুনে অগ্নিদগ্ধা হয়ে মৃত্যু বৃদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে।। বাড়ির সদস্যদের অনুপস্থিতিতে রহস্যময় আগুনে অগ্নিদগ্ধা হয়ে মৃত্যু হয়েছে এক বৃদ্ধার। ওই ঘটনায় বাইখোড়ার পশ্চিম চড়কবাই এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গতকাল রাতে বাইখোড়া থানার অধীনে পশ্চিম চড়কবাই এলাকায় রেনুবালা কুড়ী (৮৩) নামে এক বৃদ্ধা মহিলা তাঁর বাড়ীর কিছু পরিত্যক্ত জিনিস পুড়িয়ে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা,১১ মে, ২০২৫ ইং
২৭ বৈশাখ, রবিবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

জঙ্গি কার্যকলাপ যুদ্ধের সমান

সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপকে ভারত কোনদিনই বরদাস্ত করিবে না। সন্ত্রাসবাদি কার্য্যকলাপকে যুদ্ধের শামিল বলিয়া মনে করে ভারত। সেই কারণেই ভারত সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপ সম্পূর্ণভাবে স্তব্ধ করিতে বদ্ধপরিকর।পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের আবহে বড় সিদ্ধান্ত ভারতের। ভবিষ্যতে ভারতে ঘটানো যে কোনও ধরনের জঙ্গি হামলা দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইবে। সেই মতো পদক্ষেপ করিবে ভারত।সরকারি সূত্রে এই সিদ্ধান্তের কথা জানা গিয়াছে।পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ পরিস্থিতির পর্য্যালোচনা করিতে শনিবার প্রধানমন্ত্রী নেতৃত্বে তাঁহার বাসভবনে হইয়াছে উচ্চ পর্য্যায়ের বৈঠক। সেই বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল এবং ভারতীয় সেনার চিফ অফ ডিফেন্ট স্টাফ এবং তিন বাহিনীর প্রধানরা। সেখানে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়া আলোচনা হইয়াছে বলিয়া সূত্র মারফত জানা গিয়াছে: ২২ এপ্রিল কাশ্মীরের পহেলগামের বৈসরন ভ্যালিতে ঘুরিতে যাওয়া পর্য্যটকদের উপর গুলি চালায় পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিরা। সেই ঘটনায় মোট ২৮ জন প্রাণ হারান। এই ঘটনার জবাবে মঙ্গলবার গভীর রাতে অপারেশন সিঁদুরের মাধ্যমে পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরের ৯টি জায়গায় হামলা চালাইয়া জঙ্গি ঘাঁটি গুড়াইয়া দেয় ভারত।তারপরে নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর ব্যাপক গুলিগোলা বর্ষণ শুরু করে পাক সেনা। ড্রোন ও মিসাইলের মাধ্যমে ভারতের একাধিক জায়গায় হামলার চেষ্টা চালায়। যদিও ভারতের শক্তিশালী এয়ার ডিফেন্স সেই পাক হামলাকে প্রতিহত করিয়াছে। তবুও গুলি বর্ষণের জেরে কাশ্মীরের সাধারণ মানুষের সম্পত্তি নষ্ট এবং প্রাণহানি ঘটিয়াছে। এর পর শুক্রবার ভারতের একাধিক মিলিটারি বেসকে নিশানা করিয়াছিল পাক সেনা। মিসাইল, ড্রোন হামলাও চালাইয়াছিল। কিন্তু এ বারেও উদ্দেশ্য সফল হয়নি ইসলামাবাদের। উল্টে ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স গুঁড়িয়ে দিয়াছে পাকিস্তানের চার এয়ারবেস, মিলিটারি তাঁবু এবং একাধিক জঙ্গি ঘাঁটি। এর পরই শনিবার হইয়াছে ওই উচ্চ পর্য্যায়ের বৈঠক।তবে শুধু পহেলগাম নয়। দশকের পর দশক ধরিয়া একের পর এক জঙ্গি হামলায় রক্তাক্ত হইয়াছে ভারতের মাটি। সেই সব জঙ্গি হামলায় সেনার পাশাপাশি প্রাণ গিয়াছে প্রচুর সাধারণ মানুষের। এই তালিকা এতই দীর্ঘ যে গুনিয়াও শেষ করা যাইবে না। এই সব জঙ্গি হামলার পিছনে বার বার উঠিয়া আসিয়াছে পাকিস্তানের ভূমিকা। ভারতে হামলা চালাইয়া জঙ্গিরা থাকিয়াছে ইসলামাবাদের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে। এ রকমই এক পরিস্থিতি এই সিদ্ধান্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ হইতে পারে ভবিষ্যতের জন্য। জঙ্গি দমনে ভারত যে কোনও নমনীয়তা দেখাইবে না, তাহা এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে আরও স্পষ্ট হইলো বলিয়া মত ওয়াকিবহাল মহলের।

মণিপুরে সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি সমর্থন জানিয়ে রাজ্যপালের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় বৈঠক

ইমফল, ১০ মে : পাকিস্তানের সঙ্গে চলমান উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি সমর্থন জানাতে শনিবার মণিপুর রাজ্যপাল অজয় কুমার ভল্লার নেতৃত্বে এক সর্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজভবনের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, এই বৈঠকে রাজ্যের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর নেতারা অংশগ্রহণ করেন এবং জাতীয় সংহতির এক উল্লেখযোগ্য বার্তা দেন।

রাজভবনের ওই কর্মকর্তা জানান, "এই বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য ছিল সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি সম্মিলিত সমর্থন জানানো এবং ফ্রন্টলাইনে কর্মরত সাহসী জওয়ানদের প্রতি রাজ্যের পক্ষ থেকে অকুণ্ঠ সংহতি পুনর্ব্যক্ত করা।"

রাজ্যপাল ভল্লা বলেন, "জাতীয় সংকটের সময় সকল রাজনৈতিক দলের ঐক্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বৈঠকে দল-মত নির্বিশেষে সকলের উপস্থিতি ও সহযোগিতা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। ভারতীয় সেনার পাশে থেকে এই সমর্থন একটি শক্তিশালী বার্তা বহন করে।"

বৈঠকে যে সব রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে তাদের মধ্যে ছিল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি), কংগ্রেস, আম আদমি পার্টি (আপ), বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি), কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া (সিপিআই), সিপিআই (এম), জনতা দল (ইউ), ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনপিপি), নাগা পিপলস ফ্রন্ট (এনপিএফ) এবং রিপাবলিকান পার্টি অব ইন্ডিয়া — আঠাওয়ালে (আরপিআই—-এ)। সব দলের নেতারা একমত হয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিচক্ষণ নেতৃত্বের প্রশংসা করেন এবং বর্তমান সংকটে তাঁর কৌশলগত পদক্ষেপকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করেন।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মণিপুরের পুলিশ মহাপরিচালক (ডিজিপি) রাজীব সিং, রাজ্যপালের সচিব সুমন্ত সিং, এবং ৫৭ মাউন্টেন ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল এস. এস. কার্তিকেয়া। মেজর জেনারেল কার্তিকেয়া সীমান্ত পরিস্থিতি, চলমান সংঘাত এবং ভারতের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা দেন।

এদিকে, তাংখুল নাগা লং-এর সাত সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল, সভাপতি কিউ.আর. সোর্ড ভাশুমের নেতৃত্বে রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মণিপুরের উপজাতি সম্প্রদায়, বিশেষ করে উখরুল ও কামজং জেলার জনগণের সমস্যাগুলি নিয়ে তিনটি পৃথক স্মারকলিপি পেশ করেন। ভাশুম জানান, উপজাতিদের দীর্ঘদিনের সমস্যাগুলি দ্রুত সমাধানে প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। রাজ্যপাল ভল্লা প্রতিনিধিদলের বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং জানান, উত্থাপিত প্রতিটি বিষয়ে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করে সম্ভাব্য সমাধান খোঁজা হবে।

মিজোরামে প্রবল বৃষ্টির জেরে ভূমিধ্বস, জাতীয় সড়কে যান চলাচল ব্যাহত

আইজল, ১০ মে: মিজোরামে গত রাতের প্রবল বৃষ্টির জেরে আজ সকালে সেলিং ও কেইফাং-এর মধ্যবর্তী এলাকা চাম্পাই এবং ভারত-মায়ানমার সীমান্তের রাস্তায় পড়েছে ভূমিধ্বস। এর ফলে জাতীয় সড়ক নং ৬ এর উপর যান চলাচলে বড় ধরনের বিঘ্ন ঘটেছে।

এই সড়কটি মিজোরামের কেন্দ্রীয় অংশকে রাজ্যের পূর্বাঞ্চল ও আন্তর্জাতিক সীমান্তের সঙ্গে যুক্ত করে। ফলে এই ভূমিধ্বস রাস্তায় চলাচল ও পণ্য পরিবহণে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে।

স্থানীয় প্রশাসন ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে সড়ক পরিষ্কারের কাজ শুরু করেছে। এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। তবে কর্তৃপক্ষ এই রুটে চলাচল এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিয়েছে যতক্ষণ না সাফাই ও মেরামতির কাজ সম্পূর্ণ হয়।

বর্ষা মৌসুম শুরু হওয়ায় প্রশাসন জানিয়েছে, আগামী দিনে এমন ঘটনা আরও ঘটতে পারে। তাই যাত্রীদের সতর্ক থেকে ভূমিধ্বস প্রবণ এলাকাগুলিতে ভ্রমণ করার সময় সাবধানতা অবলম্বনের আহ্বান জানানো হয়েছে।

ভারতের গ্রীষ্মও ছিল ইংরেজদের শত্রু

নিখিল সুর

এক বার ভেবে দেখো, নাচের সময় তোমার প্রিয় সঙ্গিনীর সাজগোজ প্রচণ্ড গরমে নষ্ট হতে বসেছে, তাঁর শরীর অবসন্ন হয়ে পড়ছে, আর তুমি তাঁর কপালে ফুটে ওঠা মুক্তোর দানার মতো স্বেদবিন্দু মুছিয়ে দিচ্ছ তোমার মসলিন রুমাল দিয়ে কথাটা লিখেছিল একটা ইংরেজি পত্রিকা, উনিশ শতকের গোড়ার দিকে।

যে সব সায়েব-মেম প্রথম ভারতে আসত, তাদের কোনও ধারণাই থাকত না এ দেশের গ্রীষ্মের চেহারা সম্পর্কে। তাই বজায় রাখতে সচেষ্ট হত তাদের বিলিতি চালচলন, পোশাক-আশাক। এ দেশের মাটিতে পা দিয়ে এখানকার মানুষের আচরণ, অভ্যেসগুলি তারা যে কেবল অবাক চোখে দেখত তা-ই নয়, অমার্জিত মনে করে এড়িয়েও চলত। অনেককে দেখা যেত, বিনা ছাতায় হেঁটে চলেছে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রোদ উপেক্ষা করে। এই চূড়ান্ত বোকামির চরম মাশুল দিতে সময় লাগত না। দেখা যেত, অল্প দিনের মধ্যেই তাদের কেউ গোরস্থানেচলেছে পরিচিতজনের কাঁধে চেপে। সৌজন্যে সানস্ট্রোক, সর্দিগর্মি।

লর্ড ম্যাকার্টনে কলকাতায় এসে সায়েবদের পালকি ও ঘোড়ার গাড়িতে যাতায়াত করতে দেখে মনে করেছিলেন, সেটা বাড়াবাড়ি বিলাসিতা। তাই নিজেই কিছু দিন রোদে-তাপে হাঁটাহাঁটি করলেন এবং অসুস্থ হয়ে পড়লেন। দেখা দিল ক্ষুধামান্দ্য, ঘন ঘন মাথা ধরা। এক দিন প্রবল জ্বর নিয়ে ফিরলেন কর্মস্থল থেকে। ডাক্তার বললেন, তিনি খুবই ভুল করেছেন রোদের মধ্যে পায়ে হেঁটে। হাজার যোজন দূরে থাকা, ভারতের গ্রীষ্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ বিলেতের কর্মকর্তারা ফতোয়া জারি করেছিলেন, সিভিলিয়ানরা ঘোড়ায় সওয়ার হতে এবং পালকিতে চাপতে পারবেন না। এই নির্দেশে উদ্বিগ্ন হয়ে কলকাতার কাউন্সিল ১৭৫৫ সালের ৭ ডিসেম্বর তাঁদের কাছে আর্জি পেশ করল, অন্তত গ্রীষ্মকালটায় তাঁদের নির্দেশ মুলতুবি রাখা হোক। কর্মকর্তারা শেষ পর্যন্ত বাতিল করেন এই হুকুম, সমস্যার গুরুত্ব বুঝতে পেরে।

বিলেত থেকে যে সব সায়েব প্রথম রওনা দিত ভারতে আসার জন্য, তাদের উদ্দেশে ১৮১০ সালে টমাস উইলিয়ামসন তাঁর 'ইস্ট ইন্ডিয়া ভাদে-মেকাম' গ্রন্থে লিখেছিলেন, চার ডজন সুতির জামা সঙ্গে নেওয়া দরকার। সুতির জামা ভারতের মতো গ্রীষ্ম প্রধান দেশে অপরিহার্য। লিনেন এ দেশে স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। আর টাই একেবারেই অপ্রয়োজনীয়। সুতির জামার সঙ্গে নিতে হবে চার ডজন রুমাল। সেটা লিনেনের হতে পারে। কিন্তু তার সঙ্গে আরও চার ডজন সুতির রুমাল অপরিহার্য।

গ্রীষ্মকালে কলকাতার সায়েবরা সাধারণত দুপুরের পর দফতরে কাজকর্ম করত না। ১৭৫৪-তে একটি নির্দেশে বলা হয়েছিল, সিভিলিয়ানরা সকাল ন'টা থেকে বারোটা পর্যন্ত দফতরে উপস্থিত থাকবে। পরবর্তী কালে কাজের চাপে বাতিল হয়ে যায় এই নিয়ম। ওয়ারেন হেস্টিংস ও কর্নওয়ালিসের মতো যাঁরা খুব সকালে বিছানা ছাড়তেন, তাঁরা দুপুরে 'ডিনার' সেরে দরজা-জানালা খোলা রেখে ঘণ্টা দুয়েক দিবানিদ্রা দিয়ে শরীরটাকে চাঙ্গা করে নিতেন গরমের ঠেলায়। বলে রাখা দরকার, আঠারো-উনিশ শতকে এ দেশের সায়েবরা 'ডিনার' সেরে ফেলত বেলা দুটো নাগাদ। এ কালের 'লাঞ্চ' শব্দটার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না কোনও নথিতে। গ্রীষ্মের হাত থেকে কিছুটা রেহাই পেতে সায়েবরা কিছু ব্যবস্থা করেছিল নিজেরাই। তারা খসখসের ব্যবহার শিখেছিল এ দেশে এসে। তবে সায়েবরাই যে এই বস্তুটি প্রথম ব্যবহার করে, এমনটা নয়। ১৬৬৫-তে বার্নিয়ে যে 'কাশ কান্য'-র কথা লিখেছিলেন, তা এক ধরনের খড়ের বাড়ি, যা আসলে সুগন্ধি শেকড়। সায়েবরা এই সুগন্ধি ঘাসের শেকড় দিয়ে তৈরি করা পর্দা গ্রীষ্মকালে জলে ভিজিয়ে টাঙিয়ে রাখত দরজায়। বাইরের বাতাস ঘরে এলে ঘরটা যেমন ঠান্ডা হত, তেমনি সুগন্ধে ভরে যেত ঘর।

কলকাতার গরমে সায়েব-মেমদের কিছুটা আরাম দিত টানা-পাখা। কলকাতায় ধনী-অভিজাত মহলে সাবেকি বড় বড় তালপাতার পাখার ব্যবহার থাকলেও সায়েবরা তা গ্রহণ করেনি। টানা-পাখার জন্ম কিন্তু এ দেশে নয়। বস্তুটি বিদেশি। শোনা যায়, এটি আবিষ্কার করেন খলিফা মনসুর (৭৫৩-৭৭৪ খ্রিস্টাব্দ), তবে সুলতানি বা মোগল যুগে এর উল্লেখ পাওয়া যায় না। বাংলায় টানা-পাখার প্রচলন ঘটান সম্ভবত আঠারো শতকের শেষ দিকে চুঁচুড়ার ওলন্দাজরা। কলকাতায় এই পাখার ব্যবহার ১৭৮০-র আগে হয়নি বলেই মনে হয়। কারণ হেস্টিংস ও ফিলিপ ফ্রান্সিসের সন্দেহ ছিল টানা-পাখার কার্যকারিতা নিয়ে।

ভারতে ইংরেজ কর্মচারীদের ঘন ঘন স্থান পরিবর্তন করতে হত কাজের সুবাদে। গ্রীষ্মে তাদের কাছে অপরিহার্য ছিল শোলার টুপি। বিলিতি টুপি এ দেশের গরমে উপযুক্ত ছিল না। যারা এক বার শোলার টুপি ব্যবহার করত, তারা বুঝতে পারত, এ টুপি গ্রীষ্মের প্রখর রোদে মাথা বাঁচানোর পক্ষে শ্রেষ্ঠ উপকরণ। যত দিন এর ব্যবহার সম্পর্কে সায়েবরা অনভিজ্ঞ ছিল, তারা নানা উপায়ে মাথাটা রক্ষা করত রোদের তাপ থেকে। ক্যাপ্টেন হার্ভে লিখেছেন, তিনি একটা খড়ের বিড়ে তৈরি করতেন প্রথমে। কপি অথবা কলাপাতা দিয়ে মাথা ঢেকে তার উপর চাপিয়ে দিতেন খড়ের বিড়েটা। যারা প্রথম বিলেত থেকে আসত, সঙ্গে আনত হেলমেটের মতো টুপি। কিন্তু ভারতের মাটিতে পা দিয়েই তারা এই মস্তকভূষণ ত্যাগ করে পরে নিত শোলার টুপি। অবশ্য, মহাবিদ্রোহের আগে এই টুপি চড়েনি সায়েবদের মাথায়।

গ্রীষ্মকালে ভারতে অনেক সায়েব কষ্ট পেত নিজেদের আঁটোসাঁটো পোশাক পরিহার করতে না পারার জন্য। শাসকের জাতি তারা, নেটিভদের মতো ঢিলেঢালা পোশাক পরলে তাদের ভাবমূর্তি মলিন হবে, এই ভ্রান্ত ধারণার শিকার হয়ে গ্রহণ করতে পারত না ভারতীয় পোশাক। সদ্য আগত মাদ্রাজের সায়েবদের চোখ ধাঁধানো পোশাক দেখে তাদের আগে ভারতে আসা বন্ধুবান্ধবরা ছুড়ে দিত বিদ্রূপ মন্তব্য। লোকালয় থেকে দূরে অবস্থিত কুঠির সায়েবরাও অভ্যস্ত ছিল বিলিতি পোশাকে নিজেদের সাজিয়ে রাখতে। প্রচণ্ড গরমেও পরে থাকত ওয়েস্ট কোট ও ব্রিচেস। মাদ্রাজের এক জন আইনজীবীর ছিল একাশিটা ওয়েস্ট কোট। অথচ খোদ গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের জীবন ছিল অনাড়ম্বর। রোজ ভোরে উঠতেন। স্নান করতেন ঠান্ডা জলে। বছরে দুটো সুটের অর্ডার করতেন এবং একটা ফ্রক-কোট। একেবারে সাদামাটা পোশাক পরে যখন পায়চারি করতেন বাগানে, নিজেকে মনে করতেন বড় সুখী মানুষ। অধিকাংশ সায়েবদের জীবনদর্শন ছিল, 'খাও-দাও, ফুর্তি করো'। সেই জীবনদর্শন ভারতের মাটিতে ছিল অচল। হেস্টিংস সে পথ মাড়াননি বলে তিরিশটা বছর দিব্যি কাটিয়ে দিয়েছিলেন ভারতে। বেঁচেছিলেন পঁচাশি বছর।

১৮১০-এর দশক থেকেই সায়েবরা ভারতীয় পোশাকের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিল। উনিশ শতকের প্রথম দুই দশকেও কিছু বয়স্ক সায়েব গরমের কারণে দিনের বেলায় ভারতীয়দের মতো ঢিলেঢালা পোশাক পরে আরাম উপভোগ করতেন বারান্দায় বসে। কিন্তু সাহস করতেন না সেই পোশাক পরে বাইরে যেতে। অনেক সায়েব ঠেকে শিখেছিলেন গ্রীষ্মে নেটিভদের পোশাক পরতে। ভিক্টর জ্যাকুইমন্ট ১৮৩১-এর ১৪ মে বেশ বড়মুখ করে বলেছিলেন, "আমি ইউরোপীয় পোশাক ও ইউরোপীয় আদব-কায়দা ধরে রেখেছি, কারণ ওগুলো সমীহ আদায় করতে পারে।" কিন্তু মাত্র আড়াই মাস পরে, অগস্টের চার তারিখে বলতে বাধ্য হন, তিনি ইউরোপীয় পোশাক ত্যাগ করে পছন্দ করেছেন প্রাচ্যের পোশাক।

> ১৮৩৩-এর সেপ্টেম্বরে যে দিন কলকাতায় প্রথম বরফ আসে, সে দিনটা ছিল সায়েবদের কাছে একটা উৎসবের দিন। তবে সে বরফ বিলিতি ছিল না, ছিল আমেরিকান। বোস্টনবাসী মার্চেন্ট ফ্রেডরিক টিউডর ১৮৩৩-এর ১২ মে 'টাস্কানি' জাহাজে ভারতের জন্য রফতানি করেন ১৮০ টন বরফ। পথে অনেকটাই গলে যায়। জাহাজ আসে প্রথমে বোম্বাই বন্দরে। বন্দর কর্তৃপক্ষ রেহাই দেন আমদানি শুল্ক থেকে।

কৃষ্ণনগরে থাকার সময় স্যর উইলিয়াম জোন্স সুতির ঢিলেঢালা পোশাক পরতেন, বাঙালিদের মতো। থাকতেন কাঠ-খড় দিয়ে তৈরি একটা বাংলোয়। সাধারণ সায়েব-মেমরা এমন বাড়িতে থাকার কথা ভাবতেই পারত না। কলকাতার সায়েবদের বাড়িগুলো সুন্দর হলেও গ্রীষ্মপ্রধান দেশের উপযোগী ছিল না। বরং সে তুলনায় বোম্বাইয়ের বাংলোগুলি ছিল অনেক বেশি আরামদায়ক। বোম্বাইয়ে বিলেত থেকে সদ্য আগত এক মেমসায়েব তাঁর স্বামীর বাংলো দেখে প্রথমে হতাশ হয়েছিলেন। একতলা লম্বা একটা বাড়ি। খড়ের ছাউনি। মনে হয়েছিল ইংল্যান্ডের কোনও গোয়ালঘর। কিন্তু ভিতরে ঢুকে মুগ্ধ নাহয়ে পারেননি।

ভারতে গ্রীষ্মের তাপের প্রভাবে মেমসায়েবরা বদলাতে বাধ্য হন বিলিতি পোশাক। ভারতে আসার আগে গাইড-বুক পড়ে ভারতে আসার সময় ভিক্টোরীয় জবড়জং রেশম ও ভেলভেটের বদলে সঙ্গে নিতেন সুতি ও মসলিনের পোশাক। অবশ্য ভুলে যেতেন না নাচের জন্য বিশাল ও ভারী বল-গাউন সঙ্গে নিতে। কিন্তু ভারতে এসে গ্রীষ্মকালে সে পোশাক পড়ে থাকত অবহেলায়। গরমে অতিষ্ঠ হয়ে বাড়িতে পরে থাকতেন কেবল শেমিজ ও পেটিকোট। ভারতে আসার পর গ্রীষ্মকালেও তাদের বিভিন্ন কারণে যেতে হত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়। রেল চালু হওয়ার আগে ভ্রমণের জন্য চাপতে হত ঘোড়া অথবা 'পনি' টানা গাড়িতে। অনেক সময় যাত্রা বিঘ্নিত হত প্রচণ্ড দাবদাহে পশুগুলো আর গাড়ি টানতে না পারলে। রেল চালু হলেও খুব একটা সুরাহা হয়নি মেমসায়েবদের। গ্রীষ্মকালে রেল ভ্রমণের সময় তারা জলে ভেজানো রুমাল দিয়ে জড়িয়ে রাখত মাথাটা। রেল চলাকালীন গরম বাতাসে মৃত্যুর সম্ভাবনা ছিল যথেষ্ট। তাই রেল কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক স্টেশনে মজুত রাখত কফিন। ভারতে আসার আগে মেমসায়েবরা এ দেশের 'লু'-এর কথা শুনেছিলেন শুধু। এ দেশে পা দিয়ে উপলব্ধি করেন, তাঁরা যেন প্রবেশকরেছেন অগ্নিকুণ্ডে।

১৮৩৩-এর সেপ্টেম্বরে যে দিন কলকাতায় প্রথম বরফ আসে, সে দিনটা ছিল সায়েবদের কাছে একটা উৎসবের দিন। তবে সে বরফ বিলিতি ছিল না, ছিল আমেরিকান। বোস্টনবাসী মার্চেন্ট ফ্রেডরিক টিউডর ১৮৩৩-এর ১২ মে 'টাস্কানি' জাহাজে ভারতের জন্য রফতানি করেন ১৮০ টন বরফ। পথে অনেকটাই গলে যায়। জাহাজ আসে প্রথমে বোম্বাই বন্দরে। বন্দর কর্তৃপক্ষ রেহাই দেন আমদানি শুল্ক থেকে। কলকাতায় সায়েবদের যখন জানানো হয় চল্লিশ টন বরফ নিয়ে একটা জাহাজ এগিয়ে আসছে কলকাতার দিকে, উত্তেজনায় ভেসে গিয়েছিল কলকাতার সায়েব-মেমরা। 'টাস্কানি' জাহাজের ক্যাপ্টেন রোজারকে গভর্নর জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্ক সম্মানিত করেছিলেন একটা সুন্দর ফুলদানি উপহার দিয়ে।

ইংরেজরা তাদের রীতিনীতি সম্পর্কে এতটাই রক্ষণশীল ছিল যে, প্রচণ্ড গ্রীষ্মেও বদলাতে চাইত না সে সব রীতিনীতি, সেটা অস্বস্তির কারণ জেনেও। শীতের দেশের মানুষ যে হেতু, তাই নিয়মিত স্নানের অভ্যেস ছিল না অনেকেরই। এ দেশে এসেও বজায় রাখার চেষ্টা করতেন সেই অভ্যেস। শেষ পর্যন্ত ১৮০৬-এ মাদ্রাজের ইউরোপীয় হাসপাতালের সার্জেন নিয়মিত স্নানের উপকারিতা সম্পর্কে রিপোর্ট দাখিল করলে মাদ্রাজে সায়েবদের সমস্ত হাসপাতালে শাওয়ারের ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৩০-এর মধ্যে দেখা যায়, সব বাংলোতে রয়েছে শোবার ঘর সংলগ্ন বাথরুম। ১৮৪৩-এ এক অজ্ঞাতনামা 'গ্রিফিন' (ভারতে নবাগত সায়েব) লিখেছিলেন, যে সব গরিব সায়েবদের সঙ্গতি ছিল না গ্রীষ্মকালে কোনও শৈলাবাসে যাওয়ার, তারা প্রচণ্ড গরমের হাত থেকে মুক্তি পেতে বাধ্য হয়ে মাঝরাতে স্নান করতঠান্ডা জলে।

তাপপ্রবাহ কেবল এ কালের দুশ্চিন্তার বিষয় নয়, সে কালেও তা কম মারাত্মক ছিল না। থিয়ন উইলকিনসন লিখেছেন, সানস্ট্রোক বা সর্দিগর্মিতে সায়েবদের মৃত্যুর ঘটনা খুব বিরল ছিল না। মাদ্রাজের গভর্নর লর্ড পিগট ১৭৭৭-এ মারা যান তাপপ্রবাহে। ১৮৫৭-তে কানপুরে স্যর জি পার্কার শিকার হন সর্দিগর্মির। সেনাদের প্যারেড করানো হত দুপুর নাগাদ। কিন্তু চড়া রোদে প্যারেড করালে বিপদের আশঙ্কায় প্যারেডের সময় পরিবর্তন করে সকালকে বেছে নেওয়া হয়। পুরনোপন্থী এক কর্ণেল এই পরিবর্তন অনুমোদন না করে তাঁর রেজিমেন্টকে হুকুম করেন ভরদুপুরে প্যারেড করার। ১৮৫৫ সালের জুলাই মাসে এক জন সেনা তাঁর বাবাকে লিখেছিলেন, "বদ্ধ উন্মাদ কর্নেল আমাদের দুপুরের পরে প্যারেড করার অর্ডার দিয়েছেন। অথচ অন্যান্য রেজিমেন্টের প্যারেডের ব্যবস্থা হয়েছে সকালে।" গ্রীষ্মের সময় সেনা ও অফিসারদের অনেক ক্ষেত্রে অবিশ্বাস্য সহ্যশক্তির পরিচয় দিয়ে মার্চ করতে হত কয়েকশো মাইল। তার মাশুল দিতে হত অনেক সময়। এক জন কম্যান্ডিং অফিসার শোকে কাতর হয়েছিলেন, "অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, আমি ক্যাপ্টেন জেমস ক্রুফোর্ডকে হারিয়েছি মাত্র দু'ঘণ্টার মধ্যে। তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন প্রচণ্ড জ্বরে।"

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে অর্থবান, সম্ভ্রান্ত সায়েবরা গ্রীষ্মের হাত থেকে রক্ষা পেতে চলে যেতেন শিমলা, দার্জিলিং-এর মতো শৈলশহরে। ব্রিটিশ ভারতের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী হিসেবে শিমলা সেজে উঠেছিল বিলিতি কায়দায়। কারণ ইংরেজরা সমতলের গ্রীষ্মের সঙ্গে পেরে উঠতে পারেনি। শিমলাকে ইংরেজরা আদর করে নাম দিয়েছিল 'ছোট বিলেত'। ১৮৬৪-তে শিমলা সরকারি ভাবে ব্রিটিশ ভারতের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী ঘোষিত হওয়ার পর কয়েক দশকের মধ্যে প্রায় পাঁচ হাজার ইংরেজ চলে যায় শিমলায়, কেবল গ্রীষ্মের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য।

গ্রীষ্মের কবল থেকে রক্ষা পাওয়াই কেবল সায়েবদের সমস্যা ছিল না। রামের দোসর সুগ্রীবের মতো গ্রীষ্মের দোসর ছিল শতেক রোগ। সায়েবদের তুলনায় মেমসায়েবরা সাধারণত এই সমস্যা থেকে কিছুটা মুক্ত ছিলেন। কারণ, সায়েবদের মতো তাঁদের প্রয়োজন হত না বাইরে রোদে-তাপে বেরোনোর। ফিলিপ ফ্রান্সিস এক চিঠিতে লিখেছিলেন, "পেটের গন্ডগোলে আমি বিপর্যস্ত। আমার ধারণা, আসল শয়তানটা হল এখানকার গরম।"

১৬৭৩-এ ভারতে আগত এক বিদেশি পর্যটক মন্তব্য করেছিলেন, ভারতে এক-একটা ঋতুকে শাসন করে এক-একটা রোগ, যেমন গ্রীষ্মকালে কলেরা। কলেরার কাছে সে কালের সায়েবরা ছিল অসহায়। তাদের সমাধিক্ষেত্রে গেলে প্রমাণ পাওয়া যায় এ কথার। মেজর হেনরি ডিবিউডের পত্নীর সমাধিতে লেখা ছিল, "ভারতে ফিরে আসার দু'মাসের মধ্যে জেন অ্যানের মৃত্যু হয়েছিল ১৮৪১-এর ২৭ ফেব্রুয়ারি কলেরার আক্রমণে, মধ্যরাতের আগেই আচম্বিতে মৃত্যু ডেকে আনত কলেরা।" ১৮৫১-তে রওলিনস তাঁর বাবাকে লিখেছিলেন, "আমি সবেমাত্র ফিরছি কুমারী ফেডরিংটনকে সমাধিস্থ করে। বেচারা অসুস্থ ছিল মাত্র ছ'ঘণ্টা। বৃহস্পতিবারে সে বল-এ নেচেছিল আমার সঙ্গে। কী উচ্ছল, প্রাণবন্ত সে দিন দেখেছিলাম তাকে। আর এক দিন পরই শনিবারে সে চলে গেল কলেরায়। কী ভয়ঙ্কর অনিশ্চিত জীবন এই ভারতে।" বস্তুত, আঠারো এবং উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ভারত ছিল সায়েব-মেমদের গোরস্থান।

আলেকজান্ডার হ্যামিলটন, শ্রীমতী কিন্ডার্সলি প্রমুখ সকলেই আঠারো শতকে কলকাতায় সায়েবপাড়ায় ব্যাপক হারে অকালমৃত্যুর জন্য দায়ী করেছেন শহরের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও জলহাওয়াকে। উনিশ শতকেও মৃত্যু-মিছিল অব্যাহত ছিল। ১৮১৪ থেকে ১৮৩৩, এই কুড়ি বছরে পার্ক স্ট্রিটের গোরস্থানে গোর দেওয়া হয়েছিল ২৬৭৫ জন সায়েবকে। তাদের মধ্যে ১১৫২ জনের বয়স ছিল একুশ থেকে তিরিশের মধ্যে। তবে এই ব্যাপক হারে মৃত্যুর জন্য অনেকাংশে দায়ী ছিল সায়েবদের জীবন-যাপনের পদ্ধতি। ভারতের মতো গ্রীষ্মপ্রধান দেশে তারা খাদ্য ও পানীয় গ্রহণের ক্ষেত্রে ছিল চরম অসংযত। এ দেশের এই উৎকট গরমে তারা গোগ্রাসে প্রচুর পরিমাণে গোমাংস, ভেড়ার মাংস এবং শূকরের মাংস গ্রহণ করত। রাজস্থান এবং মধ্য ভারতে সায়েবরা ডিনারে খেত মাখনে মুরগি সেদ্ধ করে, তার মধ্যে মশলা, কিসমিস ও বাদাম পুরে আমের আচার দিয়ে। রবিবারে রান্না হত হরিণ, ময়ূর ও খরগোশের মাংস। পরিমাণে বিপুল। পান করত পারস্য থেকে আমদানি করা সিরাজ ও আরক। ফরাসি পর্যটক বার্নিয়ে খুব অবাক হয়েছিলেন ভারতের মতো গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সায়েবদের খাবার ও আরক পানের বহর দেখে। প্রবল গ্রীষ্মে আরক-পান ছিল অত্যন্ত ক্ষতিকারক। এই বেহিসেবি ভোজন ও মদ্যপানের খেসারত হিসেবেও দিতে হত প্রাণ।

১৮০৫-এ লেখক হ্যাডলে দুটো ঘটনার উল্লেখ করেছেন। যেখানে দু'জনের মৃত্যু হয়েছিল প্রচণ্ড গরমে অতিরিক্ত পরিমাণ ভোজন ও পান করার পর।

কেউ মারা গেলে সাধারণত চেষ্টা করা হত শবদেহ রাতে গোরস্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য। দুটো কারণে দিনের রোদের তাপ এড়ানো এবং শবযাত্রা মেমসায়েবদের দৃষ্টির আড়াল করা। বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে সায়েব-মেমদের মৃত্যু এমনই নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, কোনও মৃত্যুই আর তেমন আঘাত দিত না চেতনাকে। ১৮২৬-এর ২৭ জুলাই লেডি ওয়েস্ট বোম্বাইয়ে থাকার সময় লিখেছিলেন, "এখানে যে দিন কেউ মারা যায়, পরদিন তাকে সমাধিস্থ করা হয়। তৃতীয় দিনে বিক্রি করে দেওয়া হয় তার আসবাবপত্র। চতুর্থ দিনে সকলে ভুলে যায় তাকে।"

কলকাতার গ্রীষ্মে কাহিল হওয়ার অভিজ্ঞতা স্মরণ করে অ্যাটকিনসন কলকাতার এক অকল্পিত ছবি এঁকেছিলেন তাঁর কবিতায় "কলকাতা! তুমি কেমন ছিলে তখন?/ প্রচণ্ড দাবদাহে দিবাভাগে দহনের আঁচ/ তারাখচিত রাতে উপচে পড়া আর্দ্রতা, বিছানায় অস্থিরতা;/ সন্ধের পর্যটকরা সকালে নিথর।" আঠারো-উনিশ শতকে কলকাতা সায়েবদের দিয়েছে যেমন, নিয়েছেও তেমনই তাঁদের কাছ থেকে। কলকাতার এ নেওয়া বড় নির্মম। বড় মর্মান্তিক। গ্রীষ্মে কলকাতা ভয়ঙ্কর হয়ে মৃত্যুর থাবা বসিয়ছিল অনেক সায়েবের জীবনে। যারা মৃত্যুর সঙ্কেত পেয়ে স্বদেশে ফিরে গিয়েছিল তড়িঘড়ি, তারা অনেকেই মাটি নিয়েছিল সেখানে। ভারতে অদৃশ্য শত্রু গ্রীষ্মের কাছে হার মেনে ভারতকে তারা অভিশাপ দিয়েছিল কি না, সে কথা লেখা নেই ইতিহাসে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শনিবার আগরতলায় অনুষ্ঠিত হয় লোকস আদালত।

আগামী ১৭ ও ১৮ মে অনুষ্ঠিত হবে গুড্ডিবাজের পঞ্চম বর্ষের ঘুড়ি ওড়ানো প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে: ঘুড়ি ওড়ানো প্রতিযোগিতা ফিরছে ৫ ম বর্ষের মাধ্যমে। ছয় বছরের আকাশছোঁয়া উৎসব উদযাপন করা হবে। ২০২০ সালের লকডাউনের সময় একদল ঘুড়ি প্রেমীর উদ্যোগে শুরু হওয়া একটি ছোট প্রয়াস আজ পরিণত হয়েছে একটি বহুল প্রতীক্ষিত বার্ষিক উৎসবে-শিল্প, ঐতিহ্য ও সম্প্রদায়ের মিলনের প্রতীক হিসেবে। ত্রিপুরার প্রধান ঘুড়ি ওড়ানো সংগঠন গুড্ডিবাজ ঘোষণা করেছে গুড্ডিবাজ ঘুড়ি ওড়ানো প্রতিযোগিতা সিজন ৫, যা অনুষ্ঠিত হবে ১৭ ও ১৮ মে, মাতৃপল্লি, বাধারঘাটের কৃষি মাঠে। মহামারির কঠিন সময় ঘুড়ি ওড়ানোর হারানো আনন্দকে ফিরিয়ে আনতে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থেকে গুড্ডিবাজের যাত্রা শুরু। ধীরে ধীরে এটি রূপ নেয় একটি সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণের প্রতীক হিসেবে এবং এখন এটি ত্রিপুরার বার্ষিক ক্যালেন্ডারে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নিয়েছে। ২০২৫ সালে গুড্ডিবাজ উদযাপন করছে এর ছয় বছরের যাত্রা, এবং এবারের ইভেন্টে থাকছে রঙিন আকাশ, প্রাণবন্ত প্রতিযোগিতা এবং আনন্দঘন পরিবেশ। আপনি যদি অভিজ্ঞপ্রতিযোগী হন কিংবা নতুন আগ্রহী, গুড্ডিবাজ ঘুড়ি ওড়ানো প্রতিযোগিতা আপনাকে আমন্ত্রণ জানায় এই ঐতিহ্যবাহী এবং সৃজনশীল যাত্রায় অংশ নিতে।

'তাৎক্ষণিক সংঘর্ষ বিরতিতে' ভারত-পাকিস্তান সম্মত দাবি ট্রাম্পের, ভারত বলছে দ্বিপাক্ষিক সিদ্ধান্ত

নয়াদিল্লি, ১০ মে : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শনিবার ঘোষণা করেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় ভারত ও পাকিস্তান একটি "সম্পূর্ণ ও তাৎক্ষণিক সংঘর্ষ বিরতিতে" সম্মত হয়েছে। ট্রাম্প এই বার্তাটি সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেন এবং বলেন, "দীর্ঘ আলোচনার পর ভারত ও পাকিস্তান বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে সংঘর্ষ বিরতিতে পৌঁছেছে। উভয় দেশকেই অভিনন্দন।" মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সও এই পোস্ট শেয়ার করেন। যদিও তিনিই আগে বলেছিলেন, "এটি এমন একটি সংঘাত যা মূলত আমাদের বিষয় নয়, তাই আমেরিকার সরাসরি জড়িত হওয়া উচিত নয়।"

এদিকে, ভারতের পররাষ্ট্র সচিব বিক্রম মিশ্রি বলেন, এই সংঘর্ষ বিরতি সরাসরি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে আলোচনা থেকেই এসেছে। তিনি কোনো মার্কিন মধ্যস্থতার কথা স্বীকার করেননি। তিনি জানান, আগামী ১২ মে পাকিস্তানের সঙ্গে পরবর্তী দফার আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে।

মিশ্রি বলেন, "আজ বিকেলে পাকিস্তানের ডিরেক্টর জেনারেল অব মিলিটারি অপারেশনস ভারতের ডিরেক্টর জেনারেল অব মিলিটারি অপারেশনস-কে ফোন করেন। উভয় পক্ষ সম্মত হয়েছে, আজ বিকেল ৫টা থেকে স্থল, আকাশ ও সমুদ্রপথে সমস্ত ধরনের গুলিবর্ষণ ও সামরিক কার্যক্রম বন্ধ থাকবে।"পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার এক টুইটে বলেন, "পাকিস্তান ও ভারত তাৎক্ষণিক সংঘর্ষ বিরতিতে সম্মত হয়েছে। আমরা সবসময়ই শান্তি ও নিরাপত্তার পক্ষে কাজ করেছি, তবে আমাদের সার্বভৌমত্ব ও ভূখণ্ডগত অখণ্ডতার প্রশ্নে কোনো আপস করিনি।"

এদিকে, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও জানান, গত ৪৮ ঘণ্টায় তিনি ও জেডি ভ্যান্স ভারত ও পাকিস্তানের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে কথা বলেছেন, যার মধ্যে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর, সেনাপ্রধান আসিম মুনির, এবং দুই দেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টারাঅজিত ডোভাল ও আসিম মালিক।রুবিও বলেন, "ভারত ও পাকিস্তান শুধু তাৎক্ষণিক সংঘর্ষ বিরতিতেই নয়, বরং একটি নিরপেক্ষ স্থানে বিস্তৃত বিষয়ে আলোচনায় বসতেও সম্মত হয়েছে। আমরা দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর বিচক্ষণতা ও রাষ্ট্রনায়কসুলভ মনোভাবের প্রশংসা করছি।" এই শান্তি উদ্যোগকে ঘিরে আন্তর্জাতিক মহলে স্বস্তির বার্তা ছড়ালেও, ভারত সরকারের তরফে স্পষ্ট করে জানানো হয়েছেএই সিদ্ধান্ত কোনো তৃতীয় পক্ষের নয়, এটি দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার ফল।

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে চলমান উত্তেজনার আবহে আসাম সরকার প্রশাসনিক খরচ হ্রাসের সিদ্ধান্ত

গুয়াহাটি, ১০ মে: ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে চলমান উত্তেজনার আবহে আসাম সরকার প্রশাসনিক খরচ হ্রাসের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা শনিবার জানান, সাময়িকভাবে সেমিনার, সরকারি অনুষ্ঠান ও বিদেশ সফরের খরচ বন্ধ রাখা হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "বর্তমান পরিস্থিতিকে মাথায় রেখে আমরা সেমিনার, অনুষ্ঠান ও অন্যান্য সরকারি কার্যক্রমে ব্যয় কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এই সময়কালে কোনও মন্ত্রী বা সরকারি আধিকারিক বিদেশ সফরে যাবেন না সরকারী খরচে।"

তিনি আরও জানান, সরকার নতুন গাড়ি কেনা বন্ধ রাখবে, শুধুমাত্র পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর জন্য এই নিয়মের ব্যতিক্রম থাকবে। বড় মাপের বৈঠক ও অনুষ্ঠান এড়িয়ে ভার্চুয়াল মাধ্যমে মিটিং করার উপর জোর দেওয়া হবে।

একইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, ডিব্রুগড় বিমানবন্দরের নামকরণ করা হবে প্রখ্যাত সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও ভারতরত্ন ডঃ ভূপেন হাজারিকার নামে। তিনি জানান, "আসাম সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ডিব্রুগড় বিমানবন্দরকে 'ডঃ ভূপেন হাজারিকা বিমানবন্দর' নামে উৎসর্গ করা হবে। আগামী মাসে বিধানসভায় একটি দিনব্যাপী বিশেষ অধিবেশন ডেকে এই সিদ্ধান্তকে অনুমোদন দেওয়া হবে।"

চা শিল্পের ২০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে রাজ্য সরকার একটি কল্যাণমূলক প্রকল্পও ঘোষণা করেছে। 'এটি কলি দুটি পাতা' নামের এই প্রকল্পে আসামের সমস্ত স্থায়ী ও অস্থায়ী চা বাগানের শ্রমিকদের এককালীন ৫০০০ করে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে।

এদিকে গুয়াহাটির লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদলৈ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, যা উত্তর-পূর্ব ভারতের একমাত্র আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, তা সম্পূর্ণভাবে সচল রয়েছে। তবে বিমানবন্দরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।

বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, "বিমানবন্দর সচল রয়েছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার থাকায় যাত্রীদের সময়মতো এসে সমস্ত চেকিং প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।"

আদানি গোষ্ঠী পরিচালিত এই বিমানবন্দর থেকে যাত্রীদের জন্য নির্দেশিকা প্রকাশ করে জানানো হয়েছে, নির্ধারিত সময়ের আগেই বিমানবন্দরে পৌঁছাতে হবে, নিরাপত্তা চেকিংয়ের জন্য অতিরিক্ত সময় রাখতে হবে এবং নিরাপত্তা কর্মীদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে।

ভারত-পাকিস্তান উত্তেজনার প্রেক্ষিতে অমৃতসরে ড্রোন ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি

অমৃতসর, ১০ মে: ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে চলমান সামরিক উত্তেজনার প্রেক্ষিতে পাঞ্জাবের অমৃতসর জেলায় ড্রোন বা যেকোনো ধরনের মানববিহীন উড়ন্ত যান ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে জেলা প্রশাসন।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাক্ষী সাওয়নির স্বাক্ষরিত এক আদেশে বলা হয়েছে, অমৃতসর জেলার আওতাধীন এলাকায় ড্রোনের ব্যবহার জননিরাপত্তা, আইন-শৃঙ্খলা এবং নিরাপত্তার জন্য সম্ভাব্য হুমকি সৃষ্টি করছে।

আদেশে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, "বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে যে, কিছু অসামাজিক ও দুষ্কৃতিকারী ব্যক্তি নজরদারি, চোরাচালান, সংবেদনশীল স্থাপনাগুলোর ছবি তোলা কিংবা জনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত করার মতো কাজে এই মানববিহীন উড়ন্ত যান-এর অপব্যবহার করতে পারে।"

এই পরিস্থিতিতে জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং জেলায় শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে তাৎক্ষণিক প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

নির্দেশ অনুযায়ী, অমৃতসর জেলার পূর্ণ সীমার মধ্যে যেকোনো আকার বা ধরনের ড্রোন উড়ানো, পরিচালনা করা বা ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই নিষেধাজ্ঞা পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

তবে সরকারি কর্তব্যে নিযুক্ত আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, সশস্ত্র বাহিনী এবং অন্যান্য সরকারি সংস্থার পরিচালিত ড্রোন, অথবা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রশাসনের অনুমোদিত কর্মকর্তার পূর্ব লিখিত অনুমতি নেওয়া ড্রোন এই নিষেধাজ্ঞার আওতার বাইরে থাকবে।

নিষেধাজ্ঞা অমান্যকারীর বিরুদ্ধে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা, ২০২৩ ও অন্যান্য প্রযোজ্য আইনের অধীনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

উমাকান্ত স্কুল এলামনীর উদ্যোগে কবিগুরুর জন্মজয়ন্তী পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে: আগরতলা শহরের উমাকান্ত স্কুল একাডেমি প্রাঙ্গনে উমাকান্ত স্কুল এলামনীর উদ্যোগে কবিগুরুর মর্মর মূর্তির পাদদেশে কবিগুরুর জন্মজয়ন্তী যথাযোগ্য মর্যাদায় শ্রদ্ধায় মননে পালন করা হয়। উমাকান্ত স্কুল একাডেমির প্রাঙ্গনে বসানো হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তি। আজ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন উপলক্ষে উমাকান্ত এলামনির উদ্যোগে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন উদযাপন করা হয়। এদিন উমাকান্ত একাডেমির প্রাক্তন ছাত্ররা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মর্মমূর্তির পাদদেশে সমবেত হয়ে কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। প্রতিবছর উমাকান্ত স্কুল এলামনির পক্ষ থেকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিনে কবিগুরির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

উত্তর জেলা ট্রাফিক পুলিশ ও আর্থকি ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে ট্রাফিক সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১০ মে:উত্তর জেলার ধর্মনগর শহরের প্রাণকেন্দ্রে আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ ট্রাফিক সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয় উত্তর জেলা ট্রাফিক পুলিশ ও আর্থকি ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে।

এই সচেতনতামূলক কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ছিল শহরের সাধারণ মানুষের মধ্যে ট্রাফিক বিধিনিষেধ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সড়ক দুর্ঘটনা রোধে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর জেলার ট্রাফিক দপ্তরের জেলা আধিকারিক দীপ্তনু বিশ্বাস, যিনি বলেন,'নিয়ম মেনে চললে প্রাণ বাঁচে। আমরা চাই ধর্মনগরের প্রতিটি মানুষ ট্রাফিক নিয়মের গুরুত্ব বোঝুক এবং তা পালন করুক। এই ধরনের সচেতনতামূলক শিবিরের মূল উদ্দেশ্য এটাই।

ট্রাফিক পুলিশ সদস্যরা হেলমেট ও সিটবেল্ট ব্যবহারের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। পথচারীদের মাঝে সচেতনতামূলক বার্তা দেন। আর্থকি ফাউন্ডেশনের স্বেচ্ছাসেবীরা, সর্বদাই জনসচেতনতা বাড়াতে সচেষ্ট ভূমিকার পালন করে আসছেন।

ইম্ফলে রাজ্যপালের কাছে অভিযোগপত্র জমা রিমস-এর পড়ুয়াদের

ইম্ফল, ১০ মে: ইম্ফলের রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেসের ছাত্রছাত্রীরা শনিবার রাজভবনে মণিপুরের রাজ্যপাল অজয় কুমার ভল্লার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁদের অসন্তোষ ও অভিযোগ সম্বলিত একটি স্মারকলিপি জমা দিয়েছেন। রাজ্যপাল তাঁদের আশ্বস্ত করেন, শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা, কল্যাণ এবং একাডেমিক বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। একইসঙ্গে তিনি শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মনোযোগী থাকার ও ক্যাম্পাসে শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানান।

এমবিবিএস, বিডিএস, এমএলটি ও বিএসসি নার্সিং বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা গত বুধবার রাত থেকে আন্দোলনে নেমেছেন। তাঁদের দাবি, রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেসের ডিরেক্টর, ডিন ও সাব-ডিনকে পদত্যাগ করতে হবে।

অভিযোগ, ২৪ এপ্রিল কলেজের একটি অনুষ্ঠানে ওই কর্তারা অশ্লীল মন্তব্য করেন, ছাত্রীদের হয়রানি করেন, ৩০ এপ্রিলের এক পিকনিকের জেরে অতিরিক্ত জরিমানা চাপানো হয় এবং হোস্টেল খালি করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

এই ঘটনার জেরে ক্যাম্পাসে পুলিশের উপস্থিতিও দেখা যায়। আন্দোলনকারীরা স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, তাঁদের দাবি না মানা হলে আরও বড় আন্দোলনের পথে যাবেন।

অন্যদিকে, রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেসের কর্তৃপক্ষ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ছাত্রদের শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কলেজের ক্লাস এড়িয়ে পিকনিকে যাওয়ার আগে তাদের বারবার সতর্ক করা হয়েছিল। শাস্তির মধ্যে ছিল ১৫ দিনের সাসপেনশন, জরিমানা এবং বাড়িতে থাকার নির্দেশ।

রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে:কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে এক বর্ণময় সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়। ৩৪টি সাংস্কৃতিক সংস্থার শিল্পীরা অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র নৃত্য, গান, আবৃত্তি পরিবেশন করেন।

সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য, রাজ্যভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত চক্রবর্তী এবং বিশিষ্ট রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী কমল বরণ চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন এবং অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেন।

জিরো দ'ইতালিয়ার প্রথম স্টেজ জিতে ম্যাগলিয়া রোসা দখলে ম্যাডস পেডারসেন, দুর্ঘটনায় ছিটকে গেলেন মিকেল লান্ডা

তিরানা, ১০ মে: ডেনমার্কের ম্যাডস পেডারসেন দুর্দান্ত দলীয় কৌশলের সুফল তুলে প্রথম স্টেজ জিতে ২০২৫ জিরো দ'ইতালিয়ার প্রথম ম্যাগলিয়া রোসা (গোলাপি জার্সি) অর্জন করেছেন। লিডল-ট্রেক দলের নেতৃত্বে চালানো অসাধারণ টেম্পোতে শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়েন জেনারেল ক্লাসিফিকেশন (জিসি) প্রতিযোগী থাইমেন আরেন্সম্যান। অপরদিকে, একটি ভয়াবহ দুর্ঘটনায় টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে পড়েন স্প্যানিশ তারকা মিকেল লান্ডা।

লিডল-ট্রেক দলের কৌশলগত চালনায় দুটি খাড়া আরোহণ শেষে ছোট্ট প্যাকেট তৈরি হয়, যেখানে পেডারসেন তার সতীর্থ ম্যাথিয়াস ভাসেক-এর চাকা থেকে লঞ্চ করে শেষ বাঁক ঘুরেই জয়ের দিকে ছুটে যান। বেলজিয়ামের ওয়াউট ভ্যান আর্ট (ভিসমা-লিজ এ বাইক) শেষ মুহূর্তে লড়াই জমিয়ে তুললেও, পেডারসেন জয়ের হাসি হাসেন। ভেনেজুয়েলার ওরলুইস আওলার (মোভিস্টার) তৃতীয় এবং ব্রিটেনের টম পিডকক (কিউ৩৫.৬) পঞ্চম স্থানে শেষ করেন।

স্টেজের শেষ ৫ কিমি-র একটি তীব্র ঢালু ঢাল পথে ঘটে যায় বড় দুর্ঘটনা। সেখানেই ল্যান্ডা ল্যাম্পপোস্টে ধাক্কা খেয়ে গুরুতর আঘাত পান এবং স্ট্রেচারে করে হাসপাতালে নেওয়া হয়। একই দুর্ঘটনায় পড়েন অস্ট্রেলিয়ার জে ভাইন (ইউএই এমিরেটস-এক্সআরজি), যিনি পরে পেডারসেনের থেকে চার মিনিট পিছিয়ে ফিনিশ করেন।

আইনোস গ্রেনাডিয়ার্স-এর আরেন্সম্যান ১ মিনিট ৩৫ সেকেন্ড পিছিয়ে শেষ করেন, আর কানাডার ডেরেক জি (ইজরায়েল-প্রিমিয়ার টেক) হারান ৫৭ সেকেন্ড। স্পেনের পেলো বিলবাও পাঁচ মিনিটেরও বেশি সময় পিছিয়ে পড়েন। তবে প্রাথমিক বিপত্তি কাটিয়ে স্প্যানিশ ডেবিউ্যান্ট হুয়ান আইউসো মূল প্যাকের সাথেই ফিনিশ করেন, যেখানে ছিলেন রেড বুল-বোরা হ্যানসগ্রোহর প্রিমোজ রোগলিচ, জাই হিন্ডলি এবং ইয়েটস ভাইয়েরা।

পাহাড়ি এলাকা ক্রাসেন-এ প্রথম ক্যাটাগরি-২ আরোহণে সিলভাঁ মনিকে (কোফিদিস) জিতে নেন দিনের প্রথম ম্যাগলিয়া আজজুরা (পাহাড়ি শ্রেষ্ঠ)। অন্যদিকে, এই টেম্পোতে ছিটকে পড়েন স্যাম বেনেট, ওলাভ কুয়েই এবং কেডেন গ্রোভস-এর মতো স্প্রিন্টাররাও।

পেডারসেন বলেন, 'পরিকল্পনা ছিল পাহাড়ে টেম্পো বাড়িয়ে ছোট দল গঠন করে স্প্রিন্টে যাওয়া। দল দুর্দান্ত কাজ করেছে, আর আমি তাদের এই পরিশ্রমের সুফল দিতে পেরে গর্বিত।' নিজের ৫১তম ক্যারিয়ার জয়ের পর তিনি আরো বলেন, 'এটি আমার প্রথম কোনো গ্র্যান্ড ট্যুরের লিডার জার্সি, সত্যিই অসাধারণ অনুভূতি।'

রোববার ১৩.৭ কিমি ইন্ডিভিজুয়াল টাইম ট্রায়াল-এ ভ্যান আর্টের কাছে সুযোগ থাকবে চার সেকেন্ডের ব্যবধান ঘুচিয়ে গোলাপি জার্সি নিজের করে নেওয়ার।

ত্রিপুরা "ল" ক্লার্কস অ্যাসোসিয়েশনের ৫৬ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে: আগরতলা ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে শুক্রবার এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরা ''ল'' ক্লার্কস অ্যাসোসিয়েশনের ৫৬ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়। ত্রিপুরা ল ক্লার্কস অ্যাসোসিয়েশনের ৫৬ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয় আজ। আগরতলা ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীকে সামনে রেখে আয়োজিত হয় সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান। পতাকা উত্তোলন করেন সংস্থার সভাপতি বাদল ঘোষ। পরবর্তীতে সংস্থার সদস্য যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সভাপতি সম্পাদকসহ অন্যান্য সদস্যরা।

সৌদি আরবের মধ্যস্থতায় ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা প্রশমনের উদ্যোগ

রিয়াদ, ১০ মে: ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে চলমান সামরিক উত্তেজনার মধ্যে সৌদি আরব শনিবার সকালে নিশ্চিত করেছে যে, তারা দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে উত্তেজনা প্রশমনে মধ্যস্থতার চেষ্টা চালাচ্ছে। সৌদি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে জানানো হয়, সৌদি আরবের নেতৃত্বের নির্দেশে দেশটির পররাষ্ট্র বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী, মন্ত্রিসভা সদস্য ও জলবায়ু দূত আদেল আল-জুবেইর ৮ ও ৯ মে তারিখে ভারত ও পাকিস্তান সফর করেন। বিবৃতিতে বলা হয়, "এই সফর সৌদি আরবের শান্তি ও উত্তেজনা হ্রাসের প্রচেষ্টার অংশ।"

সূত্র জানায়, আল-জুবেইরের নয়াদিল্লি সফর ছিল পূর্বনির্ধারিত নয়। তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পাকিস্তান সফরকালেও তিনি দেশটির শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করেন বলে জানা গেছে।

সৌদি আরবের এই উদ্যোগ এমন এক সময়ে এসেছে, যখন দুই পারমাণবিক শক্তিধর প্রতিবেশীর মধ্যে সীমান্তে সশস্ত্র সংঘাত এবং পাল্টা বিমান হামলার পর আন্তর্জাতিক মহলে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

আগরতলা কলেজটিলার আগরতলা ক্লাবে সিলেটি ইন্টারন্যাশনালের বৈঠক এবং সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে: আগরতলা কলেজটিলার আগরতলা ক্লাবে শুক্রবার ক্লাব সিলেটি ইন্টারন্যাশনালের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। শুক্রবার ক্লাব সিলেটি ইন্টারন্যাশনাল এর পক্ষ থেকে আগরতলা কলেজটিলায় আগরতলা ক্লাবে এক বৈঠক এবং সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে ক্লাবের আগামী দিনের কর্মপদ্ধতি সহ কিভাবে ক্লাবকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় এবং কি সমস্যা রয়েছে এ সকল বিষয় নিয়ে কথা বললেন ক্লাব সম্পাদক সুজিত রায়। এই অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

International Nurses Day

Theme : "Our Nurses. Our Future. Caring for Nurses Strengthens Economies"

Sir/Madam,
Health and Family Welfare Department, Government of Tripura has taken the initiative to celebrate the "INTERNATIONAL NURSES DAY",on the occasion of the 205th Birth Anniversary of Miss Florence Nightingale, the path finder of Modern Nursing, at Rabindra Satabarshiki Bhavan, Hall No.1 on 12th May 2025 at 11 am. The programme will be graced in the presence of:

Inaugurator and Chief Guest : Prof. (Dr.) Manik Saha
Hon'ble Chief Minister of Tripura

Guest of Honour : Shri Tinku Roy
Hon'ble Minister,Social Welfare& Social Education, Youth Affairs &Sports, Labour, Govt. of Tripura

Special Guest : Shri Kiran Gitte, IAS
Secretary, Health & Family Welfare Department, Govt. of Tripura
Prof. (Dr.) Haraprasad Sarma
Director of Medical Education, Govt of Tripura
Dr. Anjan Das
Director of FWPM, Govt. of Tripura
Ms. Rebecca Darlong
Registrar, Tripura Nursing Council

Prof.(Dr.) Tapan Majumdar, Director of Health Services & President of Tripura Nursing Council will preside over the programme.

You are cordially invited to grace the occasion.

With Heartfelt Regards
Mrs. Madhumita Bhowmik
In charge, Nursing Education,
Directorate of Medical Education
Govt. of Tripura

ICA/D-181/25-26

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

কয়েক বসন্ত পেরিয়ে গেলেও পুরনো দাম্পত্যকে সতেজ রাখু

নিজেদের এবং দাম্পত্যের, দু'টি ক্ষেত্রেই যত বসন্ত পাড়ি দেওয়া হোক না কেন, সম্পর্ককে রাখাই যায় চিরনতুন ও চিরসবুজ ।

দাম্পত্যে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক এগিয়ে যায় টানাপড়েন এবং ওঠানামার মধ্যে দিয়ে। একসঙ্গে দীর্ঘ সময় কাটানোর পর দু'জনের মধ্যে যত্ন ও ভালবাসার বন্ধন তৈরি হয়।

নিজেদের এবং দাম্পত্যের, দু'টি ক্ষেত্রেই যত বসন্ত পাড়ি দেওয়া হোক না কেন, সম্পর্ককে রাখাই যায় চিরনতুন ও চিরসবুজ ।

দাম্পত্যে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক এগিয়ে যায় টানাপড়েন এবং ওঠানামার মধ্যে দিয়ে। একসঙ্গে দীর্ঘ সময় কাটানোর পর দু'জনের মধ্যে যত্ন ও ভালবাসার বন্ধন তৈরি হয়।

নিজেদের এবং দাম্পত্যের, দু'টি ক্ষেত্রেই যত বসন্ত পাড়ি দেওয়া হোক না কেন, সম্পর্ককে রাখাই যায় চিরনতুন ও চিরসবুজ ।

বিয়ের পর তিন বা চার দশক কাটিয়ে ফেললেও নিজেদের মধ্যে হাসতে ভুলবেন না। পুরনো স্মৃতিকে মনে এনেও মজা বা রসিকতা করতেই পারেন একে অন্যের সঙ্গে। এর ফলে দাম্পত্য থাকবে সতেজ ও জীবন্ত।

বিয়ের পর তিন বা চার দশক কাটিয়ে ফেললেও নিজেদের মধ্যে হাসতে ভুলবেন না। পুরনো স্মৃতিকে মনে এনেও মজা বা রসিকতা করতেই পারেন একে অন্যের সঙ্গে। এর ফলে দাম্পত্য থাকবে সতেজ ও জীবন্ত।

একে অন্যের স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখুন। আপনার জীবনসঙ্গীর মধুমেহ, উচ্চরক্তচাপ, হৃদরোগ, অনিদ্রা, হাড়ের অসুখের মতো কোনও সমস্যা থাকে, তাহলে তাঁকে নিয়ে যান নিয়মিত চেকআপে। সঙ্গে যত্ন নিন নিজেরও।

একে অন্যের স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখুন। আপনার জীবনসঙ্গীর মধুমেহ, উচ্চরক্তচাপ, হৃদরোগ, অনিদ্রা, হাড়ের অসুখের মতো কোনও সমস্যা থাকে, তাহলে তাঁকে নিয়ে যান নিয়মিত চেকআপে। সঙ্গে যত্ন নিন নিজেরও।

মানসিক উদ্বেগ যে কোনও সময়েই স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক। তাই সব সময় জীবনসঙ্গীর সঙ্গে কথা বলুন খোলাখুলি। এতে মন হাল্কা হবে। স্ট্রেসের আশঙ্কাও কমবে।

মানসিক উদ্বেগ যে কোনও সময়েই স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক। তাই সব সময় জীবনসঙ্গীর সঙ্গে কথা বলুন খোলাখুলি। এতে মন হাল্কা হবে। স্ট্রেসের আশঙ্কাও কমবে।

কোনও কারণে আপনার স্বামী বা স্ত্রী রেগে গেলে, বিরক্ত থাকলে বা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত থাকলে তাঁকে স্পেস দিন। তাঁর সমস্যা বোঝার চেষ্টা করুন। প্রশ্ন করে অযথা বিরক্ত করবেন না।

কোনও কারণে আপনার স্বামী বা স্ত্রী রেগে গেলে, বিরক্ত থাকলে বা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত থাকলে তাঁকে স্পেস দিন। তাঁর সমস্যা বোঝার চেষ্টা করুন। প্রশ্ন করে অযথা বিরক্ত করবেন না।

বিয়ে পুরনো হলেও প্রতি বছর বিশেষ দিনে একে অন্যকে উপহার দিন। যত ছোট বা সামান্যই হোক না কেন উপহার, সেই মুহূর্ত এবং দাম্পত্যকে প্রাণবন্ত করে তুলবে।

বিয়ে পুরনো হলেও প্রতি বছর বিশেষ দিনে একে অন্যকে উপহার দিন। যত ছোট বা সামান্যই হোক না কেন উপহার, সেই মুহূর্ত এবং দাম্পত্যকে প্রাণবন্ত করে তুলবে।

দেহের জন্য উপকারী কাজু বাদাম

কাঠ-বাদামের মতো কাজু বাদামও দেহের জন্য উপকারী। ওজনও বাড়ায় না। মজাদার কাজু বাদাম উচ্চ প্রোটিন, আঁশ ও স্বাস্থ্যকর চর্বি সমৃদ্ধ। এছাড়াও এতে রয়েছে প্রচুর ভিটামিন ও খনিজ উপাদান যা শরীরকে সুস্থ রাখতে ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করে। বিভিন্ন গবেষণার বরাত দিয়ে 'ইট দিস ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে কাজুবাদাম খাওয়ার উপকারিতা সম্পর্কে জানানো হল।

ওজন কমাতে পারে: ওজন কমাতে চাইলে কাজু বাদাম খাওয়া যেতে পারে, এটা কম ক্যালরি ও উচ্চ চর্বি-জাতীয় খাবার। ২০১৭ সালে ব্রাজিলের গোইআইস ফেডারেল ইউনিভার্সিটি'র 'ক্লিনিকাল অ্যান্ড স্পোর্টস নিউট্রিশন রিসার্চ ল্যাবরেটরি'র 'ফ্যাকাল্টি অফ নিউট্রিশন'য়ের করা গবেষণায় দেখা গেছে, যারা নিয়মিত বাদাম খান তাদের ওজন অন্যদের তুলনায় নিয়ন্ত্রিত থাকে। এটা প্রোটিন, আঁশ ও চর্বির ভালো উৎস হওয়ায় পেট ভরা রাখে ফলে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ হয়।

কাজু অতি সুস্বাদ হলেও এতে অন্যান্য বাদামের তুলনায় চর্বি ও ক্যালরি কিছুটা কম। এক পরিবেশন কাজু বাদামে গড়ে ১৩৭ ক্যালরি থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের বেল্টসভল হিউম্যান নিউট্রিশন রিসার্চ সেন্টার'য়ের ২০১৯ সালের করা গবেষণার ফলাফল বলে, মানব দেহ এই ক্যালরির ৮৪ শতাংশ পর্যন্ত শোষণ করতে পারে। কারণ এর বাকিটা বাদামের ত্বকেই আটকে থাকে। রক্ত চাপ হ্রাস পেতে পারে: আমেরিকার প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যাই উচ্চ রক্তচাপে ভোগেন। ২০১৯ সালের 'কারেন্ট ডেভেলপমেন্টস ইন নিউট্রিশন'য়ের সমীক্ষা অনুযায়ী, কাজু বাদাম খাওয়া উচ্চ রক্তচাপ কমায়। স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাক, হৃদরোগ ইত্যাদি সৃষ্টিকারী চর্বি 'ট্রাইগ্লিসারাইড'য়ের মাত্রা কমাতে কাজু বাদাম সহায়তা করে। তবে, লবণযুক্ত কাজুবাদাম না খাওয়া ভালো, এতে রক্তচাপ বাড়ে। কোলেস্টেরলের মাত্রা উন্নত হতে পারে: দুই ধরনের কোলেস্টেরলের মধ্যে রয়েছে 'এলডিএল' ও 'এইচডিএল'। এলডিএল, ধমনীতে ক্ষতিকারক চর্বি জমাট বাঁধায় এবং এইচডিএল এই ক্ষতিকারক চর্বি এলডিএলকে যকৃতের দিকে বহন করতে সাহায্য করে। আদর্শগতভাবে, এলডিএল'য়ের মাত্রা কম আর 'এইডিএল'য়ের মাত্রা বেশি থাকা দরকার। আর এখানেই কাজু বাদাম কার্যকর হতে পারে।

২০১৭ সালে 'আমেরিকান জার্নাল অব ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশন'য়ে প্রকাশিত গবেষণার ফলাফলে বলা হয়, কাজু বাদাম খাওয়া খারাপ কোলেস্টেরল 'এলডিএল'য়ের মাত্রা কমায়। শুধু তাই নয়, ২০১৮ সালে 'জার্নাল অব নিউট্রিশন'য়ে প্রকাশিত গবেষণা অনুযায়ী কাজুবাদাম সমৃদ্ধ খাবার ভালো কোলেস্টেরল 'এইচডিএল'য়ের মাত্রা বাড়াতেও সহায়তা করে।

হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে পারে:২০০৭ সালে, 'ব্রিটিশ জার্নাল অব নিউট্রিশন'ইয়ে প্রকাশিত পর্যালোচনা থেকে দেখা গেছে, সপ্তাহে চারবারের বেশি কাজুবাদাম খাওয়া হৃদরোগের ঝুঁকি ৩৭ শতাংশ পর্যন্ত কমায়। ২০১৮ সালের 'জার্নাল অব নিউট্রিশন'য়ের করা সমীক্ষা থেকে জানা যায়, টানা ১২ সপ্তাহ লবণ ছাড়া ৩০ গ্রাম কাঁচা কাজু বাদাম খাওয়া টাইপ ২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমায়। এছাড়াও, এটা হৃদরোগ, রক্তচাপ কমাতে এবং 'এইচডিএল'য়ের মাত্রা বাড়াতে সহায়তা করে।

কাজু বাদাম মনোআনস্যাচুরেইটেড এবং পলিআনস্যাচুরেইটেড ফ্যাটি অ্যাসিডের ভালো উৎস হওয়াতে লডিএল কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সহায়তা করে।

রক্তের শর্করা নিয়ন্ত্রণ: ডায়াবেটিস বা প্রি-ডায়াবেটিস থাকলে খাবারে কাজু বাদাম যোগ করা রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ২০০৯ সালে 'ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব এন্ডোক্রিনোলজি অ্যান্ড মেটাবলিজম'য়ে প্রকাশিত সমীক্ষা থেকে জানা যায়, টাইপ ২ ডায়াবেটিসের রোগীদের মধ্যে যারা নিয়মিত কাজু বাদাম থেকে ১০ শতাংশ ক্যালরি গ্রহণ করেন তাদের ইন্সুলিনের মাত্রা অন্যদের তুলনায় কম ছিল। এতে থাকা আঁশ শর্করার মাত্রা বাড়ায় ধীরে রক্তে গ্লুকোজ নিঃসরণ করে। স্বাস্থ্যকর কপার পাওয়া যায়: শরীর সুস্থ রাখতে, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে, লোহিত রক্ত কণিকা বাড়াতে, হাড় মজবুত করতে এবং সংযোজক টিস্যু সুস্থ রাখার পাশাপাশি রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করে। কোষের ক্ষয় রোধ: বাদাম ও বীজ উপকারী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট 'ফ্রি র্যাডিকেল'য়ের কারণে হওয়া দেহের ক্ষতি কমায়। কাজু বাদাম পলিফেনল ও ক্যারোটিনয়েড আন্টিঅক্সিডেন্টের ভালো উৎস। কাচার তুলনায় ভাজা বাদামে অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের পরিমাণ বেশি থাকে।

শিশুর বই পড়ার অভ্যাস কীভাবে গড়বেন

শিশু মাতৃগর্ভে ২০ সপ্তাহ বয়স থেকেই তার অনুভূতি অর্জন করে এবং মুভমেন্টের মাধ্যমে তা প্রকাশ করে। এ কারণে গর্ভবতী মায়ের মানসিক দিকগুলো শিশুর ডেভেলপমেন্টে দারুণ প্রভাব ফেলে। তাই চিকিৎসকরা মাকে সব সময় স্ট্রেসমুক্ত থাকার উপদেশ দেন।

এখন আসি বই এর কথায়। শিশু যখন মাতৃগর্ভে থাকে তখন বেশিরভাগ মানুষ ধর্মগ্রন্থ কেন পড়েন? কারণ, বহুযুগ আগে থেকেই এটা মানুষের জানা যে গর্ভাবস্থায় মা যা করেন, যা ফেইস করেন, যে পরিবেশে থাকেন তার সবকিছুর প্রভাব শিশুর বিকাশে ভূমিকা রাখে। আর এটা বুঝতে রকেট সায়েন্স পড়া বা জানার দরকার হয় না। এ কারণে যে কোন ভাল বই-ই শিশুর জন্মের আগে এবং পরে বিকাশে দারুণ ভূমিকা রাখে।

১. গর্ভাবস্থায় মায়েরা ধর্মগ্রন্থ বা গল্প পড়ে শোনান অনাগত শিশুকে। সে তার ভাব প্রকাশ করবে একটু খেয়াল করলেই বুঝবেন।

২. বাবারা মায়ের পাশে বসে তার অনাগত শিশুকে পড়ে শোনাতে পারেন মজার মজার গল্প। এতে আপনার সঙ্গে শিশুর সম্পর্ক তৈরি হবে। সে আপনার গলার স্বর চিনে রাখবে তখন থেকেই।

৩. জন্মের পরও রোজ একই সময়ে মজার মজার ছবিসহ বইগুলো পড়ে শোনান শিশুদের মতো আদরের সুরে। আপনার এক্সপ্রেশনে শিশু তার যা বোঝার সব বুঝে নেবে। আপনার সঙ্গে ইন্টারাক্ট করবে বা বা বু বু আ আ জাতীয় শব্দ করে। এতে শিশুর শব্দ ভাণ্ডার তৈরি হবে। আজকাল যে স্পিচ ডিলের প্রবলেম অনেকেই ফেইস করেন তা করতে হবে না। শুরুতেই বইয়ের সঙ্গে শিশুর সম্পর্ক তৈরি হবে।

৪. সব সময় কালারফুল অনেক ছবি সহকারে যে বইগুলো আছে তা নির্বাচন করুন যতদিন না শিশু অক্ষর চেনা শেখে।

৫. একই বই রোজ পড়বেন না। বেশ কিছু বই রাখুন। পড়ার আগে শিশুকে দেখান কোন বইয়ের গল্প সে শুনতে চায়।

৬. ফুল, পাখি, জীবজন্তু, মাছ এসবের গল্পগুলো শিশুদের কাছে আকর্ষণীয়। তাই এ ধরনের বই রাখতে পারেন।

৭. কখনও শিশুকে ভূত কিংবা রাক্ষস-খোক্কসের গল্প পড়ে শুনিয়ে তার ভেতর পৃথিবী সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা দেবেন না।

৮. যে বইটি পড়বেন তার চরিত্রগুলো অভিনয় করে শোনান। বইয়ে বর্ণিত চারদিকের পরিবেশটা এমনভাবে বলুন যেন ঠিক তা আপনি দেখতে পাচ্ছেন।

৯. আজকাল বাজারে দারুণ সব ফ্লাশ কার্ড পাওয়া যায়। এ ফ্লাশ কার্ড দিয়ে শিশুকে বাংলা-ইংরেজি অক্ষরগুলো, কালার, বডি পার্টস, অ্যানিমেল বিভিন্ন জিনিস শেখানো শুরু করতে পারেন ২ বছর থেকে। একে বলে পিকচার রিডিং। শিশু যা দেখে এ বয়সে সবই ছবি আকারে দেখে এবং তা মনে রাখে। তাই খুব সহজে শিখে ফেলে খেলতে খেলতে।

১০. বই পড়া নিয়ে কখনই জোর করবেন না। তাকে আকর্ষণ করতে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করুন। যেমন বলতে পারেন, মা-বাবা তো পড়তে পারে না। বাবু কি একটু শেখাবে কেমন করে পড়তে হয়! কিংবা বলুন- চল চল আজকে আমরা স্কুল স্কুল খেলি। বাবু টিচার, মা স্টুডেন্ট। বুদ্ধি খাটিয়ে এমনকিছু বের করুন যেন শিশু বইয়ের প্রতি আকর্ষিত হয়। জোর করে কখনও নয়।

১১. বাসায় শিশুর জন্য ছোট্ট করে রিডিং কর্নার তৈরি করুন। যেখানে থাকবে মজার সব ছবিওয়ালা কালারফুল বই। গল্পের বই।

১২. রাতে ঘুমানোর আগে নিয়ম করে স্টোরি টাইম তৈরি করুন। প্রতিদিন মা অথবা বাবা এসময় শিশুকে পড়ে শোনান মজার আনন্দের সব গল্প।

১৩. রোজ একসঙ্গে বই পড়ার কারণে শিশুর সঙ্গে মা-বাবার একটা সুন্দর বন্ডিং তৈরি হবে।

১৪. যেসব মানুষ বই নিয়ে নেতিবাচক কথা বলবে বুঝবেন এরা তর্কের ঊর্ধে। উলুবনে মুক্ত ছড়ানোর চেষ্টা না করে নিজের কাজটি চালিয়ে যান। এরা কখনও বুঝবে না। তাই এড়িয়ে চলুন।

১৫. শিশুকে যে কোন জিনিস কিনে দিলে সঙ্গে একটি বই অবশ্যই কেনার অভ্যাস করুন। ঈদ, পূজা, ক্রিসমাসে, জন্মদিনে জামা কাপড়, খেলনার সঙ্গে বইও কিনুন।

১৬. বাড়িতে দৈনিক পত্রিকা যেমন নেন ঠিক তেমনি শিশুর জন্য কিশোর-পত্রিকা রাখুন। কমিকস রাখুন। মনে রাখবেন প্রতিটি ভাল অভ্যাস পরিবার থেকেই আসে।

বই এমন এক জিনিস যা মানুষের ভেতর তৈরি করে শত শত শব্দ ভাণ্ডার। তৈরি করে কল্পনাশক্তি। একটি ভাল বই পড়ার সময় বইয়ের চরিত্রগুলো, পরিবেশ সবকিছু ব্রেইন একটা ভিজুয়াল মুভির মতো করে চোখের সামনে উপস্থাপন করে যা আর অন্য কোন মাধ্যম করতে পারে না। এতে করে তৈরি হয় কল্পনাশক্তি। বই মানুষের মানবিক গুণাবলী সমৃদ্ধ করে। মানুষকে সত্যিকার মানুষ হতে শেখায়।

আমরা যারা বই পড়ে বড় হয়েছি তারা জানি বই কতটা আনন্দের। আজকাল শিশু-কিশোরদের উপযোগী নানা গেজেট বা ট্যাবলেট কম্পিউটার পাওয়া যায়, সেসবে খুঁজে নিতে পারেন অনলাইন বুক রিডিং সাইটগুলো। মায়ের দুধের বিকল্প যেমন কিছু হতে পারে না ঠিক তেমনি বইয়ের বিকল্প আর কোনকিছু হতে পারে না। নিজে বই পড়ুন, শিশুকে বই পড়তে উৎসাহ দিন।

অতিরিক্ত লবণ খাওয়ার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

তরকারিতে লবণ, বাইরের খাবারে লবণ। আবার অনেকে খাবারের সঙ্গে আলাদা লবণ খান। এভাবে প্রতিদিন কত পরিমাণ লবণ গ্রহণ করা হয় সেটার হিসাব আর রাখা হয় না। লবণ শরীরের জন্য প্রয়োজন। তবে অতিরিক্ত ক্ষতিকর। 'ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচার (ইউএসডিএ)'র তথ্যানুসারে প্রাপ্তবয়স্কদের প্রতিদিন ২,৩০০ মি.লি. গ্রামের বেশি সোডিয়াম বা লবণ গ্রহণ করা ঠিক নয়। যা প্রায় এক চা-চামচের সমান। 'আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন (এএইচএ)' রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রাপ্তবয়স্কদের দৈনিক ১,৫০০ মি.লি. গ্রাম পর্যন্ত সোডিয়াম গ্রহণের পরামর্শ দেয়। 'ইট দিস নট দ্যাট ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে সোডিয়াম-জাতীয় খাবার খাওয়ার পরপরই দেহে সাময়িক ও দীর্ঘমেয়াদী যেসকল পরিবর্তন দেখা দেয় তা এখানে তুলে ধরা হল। জল বা ফোলাভাবের সৃষ্টি: লবণাক্ত খাবার যেমন- চিপস, ভাজা খাবার ইত্যাদি খাওয়ার পরে পেটে ফোলাভাব দেখা দিতে পারে। কারণ সোডিয়াম-জাতীয় খাবার খাওয়ার পরে দেহে ফোলাভাব বা ভরাভাব অনুভূত হওয়া স্বাভাবিক। এমন ফোলা বা ভরা অনুভূত হওয়ার কারণ হল, বৃক্ক (কিডনি) দেহে সোডিয়াম ও জল ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য কাজ করে। বাড়তি সোডিয়ামের ঘাটতি পূরণে দেহের বাড়তি জল সংরক্ষণ করে রাখে। জলের পিপাসা: অতিরিক্ত লবণ-জাতীয় খাবার খাওয়া মুখ শুষ্ক করে ফেলে। তাই তেষ্টা বৃদ্ধি পায়। এর কারণ হল, দেহ সোডিয়ামের ভারসাম্য বজায় রাখতে জলের ঘাটতি অনুভব করে। শুধু নোনতা খাবার খাওয়াই না বরং লবণ ও গরম জল দিয়ে 'গারগল' করা হলেও কয়েক মিনিট পরে মুখে শুষ্ক অনুভব হয়।

রক্তচাপ বৃদ্ধি পেতে পারে: একবারে যথেষ্ট পরিমাণে নোনতা খাবার খাওয়া সাময়িকভাবে রক্তচাপ বাড়ায়। এর কারণ হল, সোডিয়াম-জাতীয় খাবার রক্তের চাপ বাড়ায়। ফলে ধনীর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে রক্ত প্রবাহিত হয়। তবে, নোনতা খাবার খাওরার পরে রক্ত প্রবাহের এই ওঠা-নামা সকলের মধ্যে দেখা দেয় না। তবে নিয়মিত সোডিয়াম সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া রক্তচাপ বা 'হাইপারটেনশন'য়ের ঝুঁকি বাড়ায়। তাই বাড়তি লবণ গ্রহণে সচেতন থাকা প্রয়োজন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায়: অতিরিক্ত সোডিয়াম গ্রহণের দীর্ঘমেয়াদী ঝুঁকি হিসেবে হৃদরোগের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। অতিরিক্ত লবণ খাওয়ার ফলে রক্তচাপের মাত্রা বেড়ে যায়। ফলে রক্তনালী ও ধমনী সংকুচিত হয়ে যাওয়ার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে বিভিন্ন গবেষণায়। এর ফলাফল হৃদরোগ। এমনকি অকাল মৃত্যুর ঝুঁকিও বৃদ্ধি পায়।

ওজন বাড়াতে 'বানানা শেইক'

কিছু মানুষ আছেন যারা প্রচুর খায়। তবে রোগাই থেকে যায। এদের মধ্যে অনেকেই হয়ত উপদেশ পেয়েছেন কলার স্মুদি বা 'বানানা শেইক' পান করার।

ক্যালরি ও ভোজ্য আঁশ দুটোই বেশি থাকার কারণে ওজন বাড়ানোর জন্য কলা খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। অপরদিকে ওজন কমানোর চেষ্টায় যারা আছেন তাদেরকেও ব্যায়ামের পর আদর্শ খাবার হিসেবে এই ফল খেতে বলা হয়। এই দুই ধরনের মতবাদের যে দ্বন্দ্ব সেটা দূর করার চেষ্টা করা হলো খাদ্য ও পুষ্টি-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে।

কলার পুষ্টিমান: কলা ওজন বাড়ায় বলে মনে করা হলেও আসলে তা নয়। সস্তা আর পুষ্টিগুণে ভরা এই ফলে আছে প্রচুর পরিমাণে ভোজ্য আঁশ, পটাশিয়াম। অপরদিকে চর্বির মান খুবই কম। যে কারণে ব্যায়ামের পর শরীরের কার্বোহাইড্রেইট'য়ের ক্ষুধা মেটাতে কলা অত্যন্ত কার্যকর।

তবে কলার ওজন বাড়ানোর বদনাম গড়ে ওঠার পেছনে সম্ভবত এর উচ্চমাত্রার কার্বোহাইড্রেইট, ক্যালরি ও নিম্ন মাত্রার প্রোটিন দায়ী। মাঝারি আকারের একটি কলায় থাকে ১০৫ ক্যালরি আর ২৭ গ্রাম কার্বোহাইড্রেইট। কলায় আরও আছে ভিটামিন বি সিক্স, ভিটামিন সি, 'অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট' ও 'ফাইটোনিউট্রিয়েন্ট'। তাই এর বদনাম শুনে একে খাদ্যাভ্যাস থেকে বাদ দিয়ে হারাবেন বেশ কয়েকটি প্রয়োজনীয় পুষ্টির যোগান। ওজন বাড়াতে কলার ভূমিকা যেকোনো একটি খাবার ওজন কমানো কিংবা বাড়ানোর ক্ষমতা রাখে না। স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস আর শরীরচর্চা দুটোই সমানতালে জরুরি, তা ওজন কমানো এবং বাড়ানো দুই ক্ষেত্রেই। তবে যাদের ওজন স্বাস্থ্যকর মাত্রার নিচে তারা খাদ্যাভ্যাসে কলা যোগ করলে ওজন বাড়াতে তা অবশ্যই সহায়ক হবে। কলার উচ্চ ক্যালরি তখনই ওজন বাড়াতে কাজে আসবে যখন তা সঠিক নিয়মে খাওয়া হবে। ওজন গ্রহণের জন্য এক গ্লাস ননীযুক্ত দুধ আর দুইটি কলা একসঙ্গে 'ব্লেন্ড' করে নিতে হবে। এবার তা গ্লাসে ঢেলে যোগ করতে হবে মধু ও বাদাম। গরুর দুধের পরিবর্তে 'আমন্ড মিল্ক' বা কাঠবাদামের দুধ ব্যবহার করতে পারেন, তাতে ক্যালরির মাত্রা আরও বেশি। আর পেশি বাড়াতেও 'আমন্ড মিল্ক' অপেক্ষাকৃত বেশি উপকারী। এই একই 'শেইক' ব্যায়ামের পর পরিমাণ মতো পান করলে দ্রুত পেশি গঠন করাও সম্ভব।

যেসব খাবার চল্লিশের পর স্মৃতিশক্তি ধারালো করে

মানসিক চাপ, ব্যায়াম ও পর্যাপ্ত ঘুমের অভাব মস্তিষ্কের জন্য ক্ষতিকর। আর এসব কারণে বৃদ্ধ হওয়ার আগেই স্মৃতিশক্তি কমে যাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।

তবে সঠিক খাদ্যাভ্যাস ও উপযুক্ত খাদ্যতালিকা এই গতি ধীর করতে পারে। এছাড়াও শরীরচর্চা, মানসিক চাপ কমানো, পর্যাপ্ত ঘুম ইত্যাদি স্মৃতিশক্তির তারুণ্য বজায় রাখতে সক্ষম।

বিএমজে সাময়িকীতে ২০১২ সালে প্রকাশিত ফ্রান্সের 'হোপিটাল পল ব্রুসে'র 'ইনসেরাম সেন্টার ফর রিসার্চ ইন এপিডেমিওলজি অ্যান্ড পপুলেশন হেল'য়ের করা গবেষণায় দেখা গেছে, বয়স পঁয়তাল্লিশের শুরুর পর্যায়ে জ্ঞানীয় ও স্মৃতিশক্তি হ্রাস পেতে থাকে। আর 'ইউনিভার্সিটি অফ ভার্জিনিয়া'র 'ডিপার্টমেন্ট অফ সাইকোলজি'র গবেষণা অনুযায়ী, বয়স ২০ বা ৩০'য়ের শুরুতে স্মৃতি শক্তি হ্রাস পাওয়া শুরু করে।

তবে এই নিয়ে ভয় পাওয়ারও কিছু নেই। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী কয়েকটি খাবার সম্পর্কে জানানো হল যা বয়স চল্লিশের পরে স্মৃতিশক্তি শাণিত রাখতে সহায়তা করে।

বিট: যুক্তরাষ্ট্রের পুষ্টিবিদ নিকোল স্টেফানো'র মতে, চল্লিশ বছর বয়সের পরে স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির জন্য বিট একটি দুর্দান্ত খাবার। ইটদিস ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে তিনি বলেন, "বিট প্রাকৃতিক রঞ্জক বিটালাইনস সমৃদ্ধ যা জারণের চাপ ও প্রদাহের কারণে মস্তিষ্কের অকাল বার্ধক্য ও স্মৃতিভ্রংশ হ্রাস করতে সাহায্য করে।"

তৈলাক্ত মাছ: 'দ্য স্পোর্টস নিউট্রিশন প্লেবুক'য়ের লেখক ও ডালাস-ভিত্তিক অ্যামি পুষ্টিবিদ গুডসন বলেন, "মস্তিষ্ক ওমেগা-থ্রি চর্বি ব্যবহার করে বুদ্ধি এবং স্নায়ুকোষ তৈরি করে, যা শেখার এবং স্মৃতিশক্তির জন্য অপরিহার্য।" তাই, মস্তিষ্কের উর্বরতা বাড়ানোর খাবার তালিকায় স্যামন, ট্রাউট ও টুনা মাছ শীর্ষে অবস্থান করছে।

'ডিশ অন ফিশ'য়ের নিবন্ধিত পুষ্টিবিদ এবং ব্লগার রিমা ক্লেইনারের মতে, স্যামন ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড 'ডিএইচএ' এবং 'ইপিএ'য়ের ভালো উৎস। ক্লেইনার বলেন, "ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড হৃদস্বাস্থ্য, মস্তিষ্কের সুস্থতা এবং জ্ঞানীয় কার্যকারিতা বাড়ায় এবং এর 'ইপিএ' মস্তিষ্কের কোষের প্রদাহ কমাতে সহায়তা করে।

তিসির বীজ: তিসির বীজ প্রোটিন ও আঁশের ভালো উৎস। এছাড়াও এটা স্মৃতিশক্তি বাড়াতে বেশ উপকারী। "তিসির বীজ ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড, আলফা লিনোলেনিক অ্যাসিড (এএলএ) সমৃদ্ধ" বলেন, 'টু দ্যা পয়েন্ট নিউট্রিশন ডটকম'য়ের কর্ণধার ও নিবন্ধিত পুষ্টিবিদ র্যাচেল ফাইন। তিনি আরও বলেন, "এএলএ ফ্যাটি অ্যাসিড শরীরে ইপিএ এবং ডিএইচএ, এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ ওমেগা-থ্রি তে রূপান্তরিত হয়। যা মস্তিষ্কের সুস্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।"

ফাইন আরও বলেন, "তিসি হজম করতে ও পূর্ণ গুণাগুণ পেতে তা গুঁড়া করে খাওয়া উচিত। তিসির বীজ নানা রকমের স্মুদি, প্যানকেক বা ঘোল হিসেবে খাওয়া যায়।"

কাঠ-বাদাম: ক্যালিফোর্নিয়ার নিবন্ধিত পুষ্টিবিদ অ্যাশলি লারসসেন, বিশ্বাস করেন, বাদাম ও বীজ থেকে পাওয়া স্বাস্থ্যকর চর্বি মস্তিষ্ক শাণিত করতে এবং স্মৃতিশক্তি বাড়াতে সহায়তা করে। তার মতে, "কাঠ বাদাম উচ্চ মনোআনস্যাচুরেইটেড চর্বি সমৃদ্ধ। যা কেবল কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায় না বরং জ্ঞানীয় কার্যকারিতাও সক্রিয় রাখে।" লারসেন, ৪৮০ জন বয়স্ক নারীদের ওপর 'বেথ ইসরায়েল ডিকোনেস মেডিকেল সেন্টার'য়ের করা গবেষণার কথা উল্লেখ করে বলেন, "যারা বিগত তিন বছর ধরে মনোআনস্যাচুররেইটেড অ্যাসিড খাবার তালিকায় রেখেছিলেন তাদের জ্ঞানীয় ক্ষমতা কম হ্রাস পেয়েছিল।"

ব্রকলি ও অন্যান্য কপি-ধরনের সবজি: যুক্তরাষ্ট্রের, লুজিয়ানা'র পুষ্টিবিদ লি জ্যাকসনের মতে, ব্রকলি ও কপি-জাতীয় সবজি যেমন- ফুলকপি, বাঁধাকপি, কপি ও অঙ্কুরিত ব্রাসেলস মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বাড়াতে সহায়ক ভূমিকা রাখে। "ব্রকলি উচ্চ সালফোরাফেন নামক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ যা প্রদাহের বিরুদ্ধে কাজ করে। আর দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ স্মৃতিশক্তি হ্রাস ও মস্তিষ্কের কার্যকারিতা ক্ষয়ের জন্য দায়ী" বলেন, জ্যাকসন। এছাড়াও, ব্রকলি আঁশ সমৃদ্ধ হওয়ায় তা নির্দিষ্ট কিছু ক্যান্সারের ঝুঁকি কমাতে ও ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করে বলে জানান, জ্যাকসন।

জলপাইয়ের তেল: মস্তিষ্ক সচল রাখতে মাখনের বদলে জলপাইয়ের তেল খাওয়ার পরামর্শ দেন লারসেন।

তিনি বলেন, "জলপাইয়ের তেল স্বাস্থ্যকর চর্বি ও পলিফেনল নামক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ যা মস্তিষ্কের জারণের চাপ ও ক্ষয় কমাতে সহায়তা করে।"

তিনি, সবজি বা মাংস রান্নায় অথবা সালাদ পরিবেশনের সময় জলপাইয়ের তেল ব্যবহারের পরামর্শ দেন।

শনিবার আগরতলায় এক স্বাস্থ্য শিবিরের উদ্বোধন করেন মেয়র দীপক মজুমদার।

গুয়াহাটিতে ৩,০০০ কোটির পাইপ গ্যাস প্রকল্পের উদ্বোধন, নিরাপত্তা ও সাশ্রয়ের উপর মুখ্যমন্ত্রীর জোর

গুয়াহাটি, ১০ মে: অসমের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা শনিবার গুয়াহাটিতে পাইপলাইনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক রান্নার গ্যাস সরবরাহ প্রকল্পের শুভ সূচনা করলেন। এই বৃহৎ প্রকল্পটি পূর্ব ভারতী গ্যাস প্রাইভেট লিমিটেড (ঞ্কক্ওজ্র)-এর দ্বারা বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং এতে প্রায় ৩,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে।

প্রকল্পের উদ্বোধনী দিনে, গুয়াহাটির গীতানগর এলাকায় মোট ১০১টি পরিবারকে পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ শুরু করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, শীঘ্রই এই পরিষেবা শহরের অন্যান্য এলাকায়ও সম্প্রসারিত হবে।

লোকসেবা ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "ঞ্কক্ওজ্র-এর এই পরিষেবাটি সুরক্ষিত, সুবিধাজনক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভজনক। আমি সকল নাগরিককে এই পরিষেবা গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করছি। ধাপে ধাপে আমরা এলপিজি থেকে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারে রূপান্তর ঘটাবো।" তিনি আরও জানান, ২০২৮ সালের ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে কামরূপ (মেট্রো) জেলায় পুরো প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে ৭৬৫ কিলোমিটার গ্যাস নেটওয়ার্ক পরিকল্পনার অংশ, যার মধ্যে ৪৩ কিমিতে ইতিমধ্যেই পাইপ বসানো হয়েছে। এ পর্যন্ত ৩০,০০০ পরিবার এই পরিষেবার জন্য নিবন্ধন করেছে এবং ৬,০০০ পরিবারে গ্যাস সংযোগ চালু করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ভবিষ্যতে এই গ্যাস পরিষেবা বৈহাটা চক্ষ্খন্ধ, হাজো, সুয়ালকুচি এবং রঙিয়াতেও বিস্তৃত করা হবে। একইসঙ্গে, আজ বরাক উপত্যকায় একটি নতুন কমপ্রেসড ন্যাচারাল গ্যাস (ঙ্খঞ্জ্ও) স্টেশন চালু হয়েছে। শীঘ্রই শ্রীভূমি ও হাইলাকান্দিতেও ঙ্খঞ্জ্ও স্টেশন স্থাপন করা হবে বলে জানান তিনি।

ডঃ শর্মা বলেন, "আমাদের রাজ্যে পর্যাপ্ত গ্যাস রয়েছে। আজ বরাক উপত্যকায় একটি স্টেশন চালু হয়েছে এবং আমরা চেষ্টা করব দ্রুত হাইলাকান্দি ও শ্রীভূমিতেও এই সুবিধা পৌঁছে দিতে।" বর্তমানে অসমে ২৩টি ঙ্খঞ্জ্ও স্টেশন রয়েছে এবং এগুলির সংখ্যা বাড়িয়ে জাতীয় সড়কে আরও স্টেশন স্থাপন করা হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি আরও বলেন, "গুয়াহাটিতেও এই স্টেশনের সংখ্যা বাড়ানোর পরিকল্পনা চলছে। ঙ্খঞ্জ্ও-তে রূপান্তর আমাদের অঞ্চলের বায়ু মান রক্ষা করতে সাহায্য করবে।"

এদিন, মুখ্যমন্ত্রী সুয়ালকুচি-পালাশবাড়ি সেতু ২০২৭ সালের মধ্যে এবং গুয়াহাটি-উত্তর গুয়াহাটি সেতু চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলেও জানান।

গুয়াহাটি বিমানবন্দরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার, যাত্রীদের জন্য অপেক্ষার সময় বাড়তে পারে

গুয়াহাটি, ১০ মে: উত্তর-পূর্ব ভারতের একমাত্র আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, লোকপ্রিয়া গোপীনাথ বরদলৈ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, বর্তমানে উন্নততর নিরাপত্তা ব্যবস্থার সঙ্গে চালু রয়েছে। শনিবার বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, যাত্রীদেরকে নির্ধারিত সময়ের আগেই বিমানবন্দরে পৌঁছনোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, কারণ বাড়তি নিরাপত্তা পরীক্ষা ও অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য অপেক্ষার সময় বেড়ে যেতে পারে।

আদানি গ্রুপ পরিচালিত এই বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, 'বিমানবন্দর সম্পূর্ণরূপে চালু রয়েছে। তবে নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নত করার কারণে যাত্রীদের অপেক্ষা কিছুটা দীর্ঘ হতে পারে। সকল যাত্রীদের অনুরোধ করা হচ্ছে তারা যেন আগে থেকেই পরিকল্পনা করে এবং তাদের নির্ধারিত এয়ারলাইনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন।'

বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ একটি "ডুজ অ্যান্ড ডোন্টস" তালিকাও প্রকাশ করেছে যেটিতে যাত্রীদের যথাসময়ে পৌঁছনো, নিরাপত্তা কর্মীদের সঙ্গে সহযোগিতা করা এবং কোনও প্রকার নিষিদ্ধ বা সীমিত সামগ্রী না নিয়ে আসার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও, গুয়াহাটি বিমানবন্দরের অফিসিয়াল সোশ্যাল মিডিয়া চ্যানেলগুলির সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে এবং যাচাই না করা তথ্য শেয়ার না করার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হয়েছে।

এই সতর্কতা এমন এক সময়ে জারি করা হয়েছে যখন দেশের উত্তর ও পশ্চিম ভারতের ৩২টি বিমানবন্দর আগামী ১৪ মে পর্যন্ত সব রকমের নাগরিক বিমান চলাচলের জন্য সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার নির্দেশে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

বেসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রণালয়ের শনিবার সকালের হালনাগাদ তথ্য অনুযায়ী, এই স্থগিতাদেশ ১৫ মে, ২০২৫ সকাল ৫:২৯ জ্জষ্ট পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। বন্ধ থাকা বিমানবন্দরের মধ্যে রয়েছে: অদমপুর, অম্বালা, অমৃতসর, আওয়ান্টিপুর, ভাটিন্ডা, ভূজ, বিকানের, চণ্ডীগড়, হালওয়ারা, হিন্ডন, জয়সলমের, জম্মু, জামনগর, জোধপুর, কাণ্ডলা, কাংগ্রা (গগগাল), কেশোড, কিশনগড়, কুল্লু-মানালি (ভুন্টার), লেহ, লুধিয়ানা, মুন্দ্রা, নালিয়া, পাঠানকোট, পাতিয়ালা, পোরবন্দর, রাজকোট (হিরাসর), সরসাওয়া, শিমলা, শ্রীনগর, থোইসে ও উত্তরলাই।

এছাড়াও, দিল্লি ও মুম্বই ফ্লাইট ইনফরমেশন রিজিয়ন (চজ্জট্ট)-এর আওতাধীন ২৫টি এয়ার ট্র্যাফিক সার্ভিস রুট সেগমেন্টও "অপারেশনাল কারণে" সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

ঝাড়খণ্ডে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ, বিজেপির পরিবারবাদ অভিযোগ

রাঁচি, ১০ মে ঝাড়খণ্ড সরকার ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে বীর বুধু ভগত বিশ্ববিদ্যালয় রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় রাজ্যে রাজনৈতিক উত্তাপ তীব্র হয়েছে। বিজেপি এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করেছে এবং মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের বিরুদ্ধে পরিবারবাদ চর্চার অভিযোগ তুলেছে। অন্যদিকে, ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা (ঝামুমো) সরকারের এই পদক্ষেপকে ঐতিহাসিক এবং সাহসিকতার প্রতীক হিসেবে বর্ণনা করেছে।

৮ মে মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়টি রাঁচিতে অবস্থিত এবং এর পূর্বতন নাম ছিল ভারতীয় জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নামে।

বিজেপির রাজ্য মুখপাত্র অজয় সাহ জানান, "এই সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র একজন মহান দেশভক্ত নেতার অসম্মান নয়, বরং আদিবাসী নায়কদের মর্যাদার সঙ্গেও তামাশা।" তিনি প্রশ্ন তোলেন, "যদি সরকারের সত্যিই সাহস থাকে, তবে ময়ূরাক্ষী নদীর উপর নির্মিত 'শিবু সোরেন সেতু'র নাম বদলে বীর বুধু ভগতের নামে রাখুক।"

বিজেপির অভিযোগ, হেমন্ত সোরেন সরকার রাষ্ট্রবিরোধী অবস্থান নিচ্ছে এমন সময়ে, যখন গোটা দেশ পাকিস্তান বিরোধী কড়া অবস্থানে রয়েছে। এছাড়াও, দলটি অভিযোগ করেছে যে মুখ্যমন্ত্রী নিজের পরিবারের সদস্যদের নামেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রকল্প ও স্থাপনার নামকরণ করছেনযেমন 'সোনা-সোবরন' ধুতি-শাড়ি প্রকল্প বা 'শিবু সোরেন সেতু'।

অন্যদিকে, ঝামুমো এই সিদ্ধান্তকে আদিবাসী ইতিহাস এবং সংগ্রামের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে তুলে ধরেছে। দলের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মনোজ পাণ্ডে বলেন, "যখন বীর বুধু ভগতকে সম্মান জানানো হলো, তখনই বিজেপির আসল মুখোশ খুলে গেছে।" তিনি শিক্ষামন্ত্রী সুদিব্য কুমার সোনুকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, "এটি একটি সাহসী এবং প্রগতিশীল পদক্ষেপ।" এই সিদ্ধান্তের পক্ষে এবং বিপক্ষে তীব্র রাজনৈতিক বিতর্ক চললেও, স্পষ্ট যে ঝাড়খণ্ডে নামবদল ইস্যু একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিচয়ের লড়াইয়ের প্রতীক হয়ে উঠেছে।

'অপারেশন সিন্দুর' নিয়ে বিতর্ক, পরিচালক উত্তম মহেশ্বরীর ক্ষমা প্রার্থনা "আমার উদ্দেশ্য কাউকে কষ্ট দেওয়া ছিল না"

মুম্বই, ১০ মে ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে চলমান উত্তেজনার প্রেক্ষিতে ঘোষণা হওয়া নতুন বলিউড ফিল্ম অপারেশন সিন্দুর নিয়ে শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক। ছবিটির সহ-পরিচালক উত্তম মহেশ্বরী এ নিয়ে জনসাধারণের কাছে খোলা চিঠি লিখে ক্ষমা চেয়েছেন।

নিখ্যাত প্রযোজনা সংস্থা নিক্কি-ভিকি ভগনানি ফিল্মস এর ব্যানারে নির্মিত হতে চলেছে এই ছবি, যার পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন উত্তম মহেশ্বরী এবং নীতিন কুমার গুপ্তা। ছবিটি ৯ মে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু, ছবির বিষয়বস্তু এবং সময় বেছে নেওয়া নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় সমালোচনার মুখে পড়েন নির্মাতারা।

ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে নিজের লেখা একটি বিবৃতিতে উত্তম মহেশ্বরী লেখেন, "'অপারেশন সিন্দুর' নামে যে চলচ্চিত্রের ঘোষণা করা হয়েছে, তার জন্য আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইছি। এই ছবি ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর সাহসিকতা ও আত্মত্যাগ থেকে অনুপ্রাণিত।" তিনি আরও বলেন, "আমি কোনওরকমে কারও অনুভূতিতে আঘাত দিতে চাইনি। একজন চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবে আমাদের জওয়ানদের সাহসিকতা ও ত্যাগ দেখে আমি অভিভূত। আমার উদ্দেশ্য এই শক্তিশালী কাহিনি জনসমক্ষে তুলে ধরা খ্যাতি বা অর্থের জন্য নয়, বরং দেশের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা থেকে।'

তিনি এও স্বীকার করেন যে সময়ের সংবেদনশীলতা অনেকে ভিন্নভাবে নিতে পারেন এবং সে কারণেই কেউ কষ্ট পেলে তিনি দুঃখিত। "এই ছবি শুধুই সিনেমা নয়, এটি একটি আবেগ, যা আমাদের দেশের সামাজিক চিত্র গোটা বিশ্বের সামনে উপস্থাপন করবে," বলেন উত্তম।

তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনী ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভূমিকাকেও কৃতজ্ঞতাসূচকভাবে স্মরণ করেন এবং বলেন, "আমাদের সেনাবাহিনী এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশকে সামনে রাখেন'দেশ প্রথম'। তাঁদের জন্যই আমরা গর্বিত।"

শনিবার আগরতলা বিধানসভায় প্রয়াত বুর্বমোহন ত্রিপুরার নিথর দেহে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মন্ত্রী বিধায়করা।

আদেশ অমান্য করায় পদাবনতি সুপ্রিম কোর্টের কড়া বার্তা

নয়াদিল্লি, ১০ মে আদালতের আদেশ অমান্য করার অভিযোগে অন্ধ্রপ্রদেশের এক ডেপুটি কালেক্টরকে পদাবনতি দিয়ে পুনরায় তহশিলদার পদে পাঠানোর নির্দেশ দিল ভারতের সুপ্রিম কোর্ট। এই সঙ্গে তাকে ১ লক্ষ টাকা জরিমানা গুনতে হবে। আদালতের বক্তব্য, "কেউই আইনের উর্ধ্বে নয়, উচ্চ পদে থাকা ব্যক্তিও নয়।"

ডেপুটি কালেক্টর টাটা মোহন রাও যখন গুন্টুর জেলার তহশিলদার পদে ছিলেন, তখন তিনি আদালতের নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও বস্তি উচ্ছেদ করেন। এই উচ্ছেদে বহু মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েন। বিষয়টি হাইকোর্টে গড়ায় এবং অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্ট তাকে আদালত অবমাননার দোষে দোষী সাব্যস্ত করে ২ মাসের কারাদণ্ডও দেয়। পরবর্তীতে রাও সুপ্রিম কোর্টে সেই রায় চ্যালেঞ্জ করেন।

বিচারপতি বি.আর. গাভাই এবং এ.জি. মাসিহ-এর বেঞ্চ রায় প্রদান করে জানায়, "আমাদের জানানো হয়েছে যে আবেদনকারী ২০২৩ সালে ডেপুটি কালেক্টর পদে উন্নীত হয়েছেন। আমরা অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারকে নির্দেশ দিচ্ছি যেন তাকে পুনরায় তহশিলদার পদে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।"

আদালত স্পষ্ট করে জানায়, "আদালতের আদেশের লঙ্ঘন গণতান্ত্রিক কাঠামোর মূলে আঘাত হানে। এমন আচরণ সহ্য করা যায় না।"

বিচারপতি গাভাই বলেন,"আমরা চাই এই বার্তা দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়ুক আপনি যতই উচ্চ পদে থাকুন না কেন, আপনি আদালতের আদেশ উপেক্ষা করতে পারেন না।"

আদালতের মতে, অভিযুক্তের 'একগুঁয়ে ও নির্দয় মনোভাব' দুঃস্থ বাসিন্দাদের দুর্ভোগ বাড়িয়েছে, তবে তার পরিবার যেন এই পরিস্থিতির ভুক্তভোগী না হয়। সে কারণে তাকে কারাদণ্ড না দিয়ে পদাবনতি ও অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, "আইনের শাসনের ভিত্তিকে টিকিয়ে রাখতে হলে বিচার বিভাগের মর্যাদা রক্ষা করা আবশ্যক। এমনকি সংবিধানিক পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিও আদালতের আদেশ মানতে বাধ্য।"

ভারতে মায়ের ও শিশুর মৃত্যুহার হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি, এসআরএস রিপোর্টে তথ্য প্রকাশ

নয়াদিল্লি, ১০ মে ভারত সরকার কর্তৃক ২০৩০ সালের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা পূরণের পথে দেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করছে, বিশেষত মাতৃ ও শিশুমৃত্যুর হার হ্রাসের ক্ষেত্রে। ভারতে রেজিস্ট্রার জেনারেল কর্তৃক প্রকাশিত নমুনা নিবন্ধন পদ্ধতি ২০২১ রিপোর্টে এই ইতিবাচক তথ্য উঠে এসেছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, মাতৃ মৃত্যুহার প্রতি লাখ জীবিত জন্মে ১৩০ থেকে হ্রাস পেয়ে ৯৩ হয়েছে। এটি একটি বড় সাফল্য, যা মাতৃস্বাস্থ্য পরিষেবা এবং স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নতির ইঙ্গিত দেয়।

শিশুমৃত্যুর হার ২০১৪ সালে প্রতি ১০০০ জীবিত জন্মে ৩৯ ছিল, যা ২০২১ সালে কমে ২৭ হয়েছে।

বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ নেতাদের উপর দমননীতি জোরদার, ঢাকায় ৫ জন নেতা গ্রেপ্তার

ঢাকা, ১০ মে: মোহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলে আওয়ামী লীগের ওপর দমননীতি আরও তীব্র আকার নিচ্ছে। ঢাকার বিভিন্ন এলাকা থেকে আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনের পাঁচজন নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে বাংলাদেশ পুলিশ, এমনটাই জানিয়েছে স্থানীয় সংবাদমাধ্যম। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিরা হলেনপল্লবী থানা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও প্রাক্তন এমপি ইলিয়াস মোল্লার সহযোগী রমজান আলী, মোহাম্মদপুর থানা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহ-সভাপতি মোঃ আলমগীর, গুলশান থানা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক রাসেল আল জোবায়ের, ঢাকা মহানগরীর ৬৬ নম্বর ওয়ার্ড যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান এবং কুমিল্লার মুরাদনগরের আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রাক্তন এমপি আব্দুল কাদের।

ডিএমপির এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে ঢাকার বিভিন্ন থানায় নির্দিষ্ট অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, তারা হঠাৎ মিছিল করে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি, আইনশৃঙ্খলা বিঘ্ন এবং দেশের স্থিতিশীলতা নষ্ট করার ষড়যন্ত্রে যুক্ত ছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। পুলিশের দাবি, এদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সাম্প্রতিক দিনে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে হঠাৎ মিছিল বের করার অভিযোগে আওয়ামী লীগের একাধিক নেতাকে আটক করেছে পুলিশ।

অন্যদিকে, শুক্রবার অন্তর্বর্তীকালীন সরকার জানিয়েছে, শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সংগঠন ও সাধারণ জনগণের পক্ষ থেকে যে দাবি উঠেছে, তা সরকার "গম্ভীরভাবে বিবেচনা করছে"। সরকারের এক মুখপাত্র জানান, "বিষয়টি নিয়ে আমরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছি এবং শিগগিরই আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। জাতিসংঘের আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত প্রতিবেদনের দিকটিও বিবেচনায় নেওয়া হচ্ছে।"

এছাড়া, সাবেক রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ গত বৃহস্পতিবার দেশ ত্যাগ করেছেন। শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর, কিশোরগঞ্জে ছাত্র আন্দোলনের সময় গুলিবর্ষণের ঘটনায় হাসিনা ও তাঁর পরিবারের পাশাপাশি হামিদের বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের হয়েছে। প্রসঙ্গত, গত বছর আগস্টে ক্ষমতা হারানোর পর থেকে শেখ হাসিনা, তাঁর পরিবার এবং আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে একাধিক গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে ইউনুস প্রশাসন। হাসিনার আকস্মিক পতন আন্তর্জাতিক মহলে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের জন্য বড় ধাক্কা হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার একদিকে যেমন রাজনৈতিক দমনপীড়ন জোরদার করছে, তেমনি উগ্রপন্থী ও চরমপন্থী ইসলামি সংগঠনগুলিকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে দেশি-বিদেশি মহলে ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েছে।

ভারত-পাকিস্তান উত্তেজনায় এক সপ্তাহের জন্য স্থগিত আইপিএল ২০২৫, ইংল্যান্ডে আয়োজনের সম্ভাবনা বিবেচনায়

নয়াদিল্লি, ১০ মে: ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে চলমান উত্তেজনার প্রেক্ষিতে চলমান আইপিএল ২০২৫ আসরের বাকি অংশ স্থগিত করেছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (বিসিসিআই)।

শুক্রবার বিকেলে বিসিসিআই এক বিবৃতিতে জানায়, দেশের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তার স্বার্থে এক সপ্তাহের জন্য আইপিএল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

হিমাচল প্রদেশের ধর্মশালায় বৃহস্পতিবার রাতে পাঞ্জাব কিংস ও দিল্লি ক্যাপিটালসের মধ্যে চলমান ম্যাচটি প্রথম ইনিংসেই মাঝপথে বন্ধ করে দেওয়া হয়। দর্শকদের স্টেডিয়াম ছেড়ে চলে যাওয়ার অনুরোধ জানানো হয় এবং উভয় দলকে নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে হোটেলে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। এই পরিস্থিতিতে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি) জানিয়েছে, ভারত ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থাগুলি অনুরোধ করলে আইপিএল-এর বাকি ম্যাচ ইংল্যান্ডে আয়োজনের সম্ভাবনা তারা বিবেচনা করতে পারে। যদিও দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সূচির কারণে এটি বাস্তবায়নে কিছু বাধা থাকবে বলে জানিয়েছে স্কাই স্পোর্টস।

বিসিসিআই-এর বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'এই সংকটময় সময়ে জাতির পাশে আমরা দৃঢ়ভাবে আছি। দেশের সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতা ও নিরাপত্তার প্রশ্নে ক্রিকেটের চেয়েও বড় কিছু নেই। ভারতীয় সেনাবাহিনীর 'অপারেশন সিন্ধুর'-এর সাহসী কর্মকাণ্ডে আমরা কৃতজ্ঞ।'

হিমাচল প্রদেশ ক্রিকেট সংস্থার সদস্য সঞ্জয় শর্মা এক সাক্ষাৎকারে বলেন, "ভারত-পাকিস্তানের উত্তেজনার কারণে গতকালের ম্যাচটি মাঝপথে বন্ধ করা হয়। প্রশাসন পূর্ব থেকেই বিষয়টি সম্পর্কে অবগত ছিল এবং সমস্ত দল প্রস্তুত ছিল।"

এদিকে বেঙ্গালুরুর শ্রী কান্তীরাভ স্টেডিয়ামে ২৪ মে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকা প্রথম নীরজ চোপড়া ক্লাসিক ২০২৫ অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়েছে।

সূত্র অনুযায়ী, আজ ভোরে পাকিস্তানের চারটি বিমান ঘাঁটিতে ভারতীয় বাহিনী পাল্টা হামলা চালায়।

পাকিস্তান একযোগে ভারতের ২৬টি স্থানে হামলা চালানোর পরই এই প্রতিক্রিয়ামূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, আন্তর্জাতিক সীমান্ত ও এলওসি বরাবর ২৬টি স্থানে ড্রোন শনাক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে কিছু অস্ত্রসজ্জিত ড্রোন থাকার আশঙ্কা করা হচ্ছে। এই স্থানগুলোর মধ্যে রয়েছে বারামুল্লা, শ্রীনগর, অওন্তিপুরা, নাগরোটা, জম্মু, ফিরোজপুর, পাঠানকোট, ফাজিলকা, লালগড় জাট্টা, জয়সলমের, বারের, ভুজ, কুয়ারবেট ও লাক্ষী নালা।

ভারত সর্বদা দায়িত্বশীল, সেই অবস্থানেই আছে: এস জয়শঙ্কর যুক্তরাষ্ট্রকে জানান

নয়া দিল্লি, ১০ মে: ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে উত্তেজনা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছালে, ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ও যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওর মধ্যে টেলিফোনে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। আলোচনার পরে ডঃ জয়শঙ্কর এক্স-এ (পূর্বতন টুইটার) লেখেন, "আজ সকালে মার্কো রুবিওর সঙ্গে কথা হয়েছে। ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি সব সময়েই পরিমিত এবং দায়িত্বশীল ছিল, এবং এখনও তা-ই রয়েছে।"

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র ট্যামি ব্রুস জানান, রুবিও ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা প্রশমনের উপর গুরুত্ব দেন এবং সরাসরি কূটনৈতিক সংলাপের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র এই পরিস্থিতিতে গঠনমূলক সংলাপের জন্য সহায়তা করতে প্রস্তুত।

রুবিও একইসঙ্গে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল আসিম মুনিরের সঙ্গেও ফোনে কথা বলেন এবং সংযম এবং কূটনীতি-র ওপর জোর দেন।

এই আলোচনাগুলি এমন এক সময়ে হয়েছে, যখন ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সামরিক উত্তেজনা বহু বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। সম্প্রতি ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা দুই দেশের সীমান্তবর্তী গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলিকে লক্ষ্য করে চালানো হয়েছে, যার মধ্যে বেসামরিক এলাকাও রয়েছে।

ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানায়, টানা দ্বিতীয় রাতেও পাকিস্তানের তরফে চালানো ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলার জবাবে ভারত সফল প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং কৌশলগত পাল্টা হামলা চালায়।

সূত্র অনুযায়ী, ভারত চারটি গুরুত্বপূর্ণ পাকিস্তানি বিমান ঘাঁটিতে (নূর খান, মুরিদ, রফিকি এবং একটি গোপন স্থানে) নির্ভুলভাবে হামলা চালিয়ে উল্লেখযোগ্য ক্ষয়ক্ষতি ঘটায়। ইসলামাবাদ, লাহোর সহ একাধিক শহরে বিস্ফোরণের খবর পাওয়া গেছে।

পাকিস্তানও পাল্টা হামলায় ভারতীয় অবস্থানের দিকে দীর্ঘপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে, যার একটি পশ্চিমাঞ্চলে ভারতীয় আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দ্বারা ধ্বংস করা হয়। পাক অধিকৃত কাশ্মীরের নীলম ভ্যালি ও শিয়ালকোটে ভারত রাতারাতি পাল্টা হামলা চালায়। সন্ত্রাসবাদীদের ঘাঁটি ও ড্রোন উৎক্ষেপণ কেন্দ্র ধ্বংস করা হয়েছে বলে প্রতিরক্ষা সূত্রের দাবি। বিশেষ করে জম্মু অঞ্চলের কাছে ড্রোন উৎক্ষেপণ চক্রকে নিশানা করা হয়েছে।

ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষে পাকিস্তানের সামরিক ঘাঁটিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি, রাওয়ালপিণ্ডি-সহ ৪টি এয়ারবেস ধ্বংস, এয়ারস্পেস বন্ধ

নয়াদিল্লি/ইসলামাবাদ, ১০ মে : ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যেকার চলমান সামরিক সংঘর্ষে পাকিস্তানকে বড়সড় ক্ষতির মুখোমুখি হতে হয়েছে। সূত্র অনুযায়ী, ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর পাল্টা হামলায় রাওয়ালপিণ্ডি, চকওয়াল, শোরকোট ও রাহিম ইয়ার খান-সহ চারটি গুরুত্বপূর্ণ এয়ারবেস ধ্বংস হয়েছে। পাকিস্তান সাময়িকভাবে দুপুর ১২টা পর্যন্ত তার আকাশসীমা বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছে।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ভারতীয় বাহিনীর পক্ষ থেকে চালানো হামলায় রাওয়ালপিণ্ডির নূর খান বেস, চকওয়ালের মুরিদ বেস, শোরকোটের রফিকি বেস এবং রাহিম ইয়ার খানের বেস সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পাকিস্তানের আকাশসীমা বন্ধ থাকায় ঞ্জজ্জঙ২১৮ ফ্লাইটটিকে কুয়েটার উপর আকাশে চক্কর কাটতে হয়েছে।

পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদ এবং লাহোরে জোরালো বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। পাকিস্তানি সেনা দাবি করেছে যে ভারত থেকে ছোড়া ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রগুলি তাদের সীমান্ত অতিক্রম না করে ভারতীয় ভূখণ্ডেই পতিত হয়েছে। এই বিষয়ে ভারতের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়নি।

পাকিস্তানের পক্ষ থেকে চালানো একাধিক ড্রোন হামলার পর ভারতও পাল্টা জবাব দিয়েছে। পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের নীলম উপত্যকা এবং সিয়ালকোটে ভারতীয় বাহিনী প্রবল হামলা চালিয়েছে। এই হামলায় পাকিস্তানের আরও সামরিক স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা গেছে। ভারত সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে এস-৪০০, আকাশতীর, এল-৭০, জু-২৩ এবং শিলকা সহ অত্যাধুনিক আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মোতায়েন করেছে। এগুলি পাকিস্তানের ড্রোন বা ক্ষেপণাস্ত্র দ্বারা সীমান্ত লঙ্ঘনের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিচ্ছে। সামগ্রিকভাবে, পাকিস্তানের প্রতিটি হামলার কড়া জবাব দিচ্ছে ভারত, এবং কৌশলগতভাবে আকাশ ও মাটিতে তার আধিপত্য বজায় রেখেছে।

ইসলামাবাদের হামলার পাল্টা জবাব, পাকিস্তানের একাধিক এয়ারবেস গুঁড়িয়েছে ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স

অপারেশন সিঁদুরের পর থেকেই বেপরোয়া আচরণ শুরু করেছে পাকিস্তান। ভারতের পশ্চিম সীমান্তে লাগাতার হামলা চালিয়ে যাচ্ছে তারা। ভারতের বিভিন্ন মিলিটারি বেসকেও নিশানা করছে পাকিস্তান। এই উস্কানির যোগ্য জবাব দিচ্ছে ভারতও। পাকসেনার হামলার জবাবে পাকিস্তানের রাফিকুই, মুরিদ, চাকলালা এবং রহিম ইয়ার খান এয়ারবেসে এয়ার স্ট্রাইক চালিয়েছে ভারত। পাসরুর এবং সিয়ালকোটের রেডার বেসকেও নিশানা করেছে ভারতীয় বায়ুসেনা। শনিবার সংবাদিক সম্মেলনে এ কথা জানিয়েছেন উইং কমান্ডার ব্যোমিকা সিং এবং কর্নেল সোফিয়া কুরেশি।শনিবার সংবাদিক সম্মেলনে পাক হামলার ব্যাপারে কর্নেল সোফিয়া কুরেশি বলেন, ‘ভারতের পশ্চিম সীমান্তে লাগাতার হামলা চালিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তান। ড্রোন, লং রেঞ্জ আর্টিলারি, যুদ্ধবিমানের মাধ্যম আক্রমণ করা হচ্ছে পাকিস্তানে। নিয়ন্ত্রণ রেখায় ভারী গুলিগোলা বর্ষণের পাশাপাশি ড্রোনের মাধ্যমেও হামলার চেষ্টা করছে পাক সেনা। কাশ্মীরের শ্রীনগর থেকে গুজরাটের নালিয়া পর্যন্ত ২৬-এর বেশি জায়গায় ড্রোনের মাধ্যমে হামলার চেষ্টা করেছে পাক সেনা। ভারতের সেনা অধিকাংশ হামলাই প্রতিহত করেছে।’ এই হামলার জবাবে পাকিস্তানে মিলিটারি বেসেও ‘নিয়ন্ত্রিত’ আক্রমণ করেছে ভারত। এ প্রসঙ্গে কর্নেল সোফিয়া কুরেশি ও উইং কমান্ডার ব্যোমিকা সিং বলেছেন, ‘পাক হামলার জবাবে ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স পাক মিলিটারি বেসে পাল্টা হামলা করেছে। পাক সেনার টেকনিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার, কমান্ড এবং কন্টোল সেন্টার, রেডার ইউনিট এবং অস্ত্রভাণ্ডারকে নিশানা করেছে ভারত।’

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

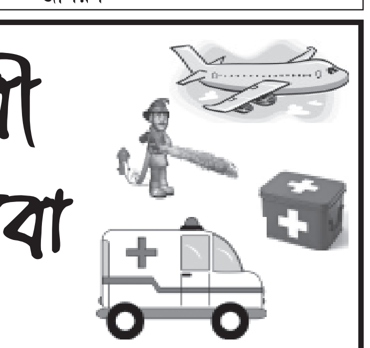

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সিয়ালকোটে জঙ্গি লঞ্চ প্যাড ধ্বংস করল বিএসএফ, পাকিস্তানের উস্কানিমূলক হামলার জবাব

জম্মু, ১০ মে : পাকিস্তান রেঞ্জারদের উস্কানিমূলক গুলিবর্ষণের পর পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী (ক্ষছচ) পাকিস্তানের সিয়ালকোট জেলার লুনি এলাকায় অবস্থিত একটি জঙ্গি লঞ্চ প্যাড সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করেছে। এই এলাকা জম্মুর আখনূর সেক্টরের বিপরীতে অবস্থিত বলে শনিবার বিএসএফ-এর এক মুখপাত্র জানান।

বিএসএফ মুখপাত্র বলেন, “লুনি (জেলা সিয়ালকোট), আখনূর সেক্টরের বিপরীত দিকে অবস্থিত জঙ্গি লঞ্চ প্যাড সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হয়েছে। ভারতের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় আমাদের অঙ্গীকার অটুট।” তিনি জানান, “০৯ মে রাত ৯টা নাগাদ পাকিস্তান রেঞ্জাররা জম্মু সেক্টরের বিএসএফ পোস্টগুলিতে বিনা উসকানিতে গুলিবর্ষণ শুরু করে। বিএসএফ যোগ্য জবাব দেয় এবং পাকিস্তান রেঞ্জারদের পোস্ট ও সামরিক অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষতি করে।”*এদিকে রাজৌরি জেলায় পাকিস্তানের নির্বিচার মর্টার শেলের আঘাতে বেশ কয়েকটি বসতবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়া উরি, কুপওয়াড়া, পুঞ্চ ও আখনূর সেক্টর থেকেও পাকিস্তানের গোলাবর্ষণের খবর পাওয়া গেছে। ভারতীয় সেনাবাহিনী উপযুক্তভাবে এই হামলার জবাব দিয়ে চলেছে এবং সীমান্তবর্তী অঞ্চলে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে।

রাজৌরিতে পাকিস্তানের গোলাবর্ষণে অতিরিক্ত জেলা কমিশনার রাজ কুমার থাপা নিহত, মৃত্যু আরও দুই

রাজৌরি, ১০ মে : শনিবার সকালে জম্মু ও কাশ্মীরের সীমান্তবর্তী জেলা রাজৌরিতে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর লক্ষ্যভেদী গোলাবর্ষণে অতিরিক্ত জেলা কমিশনার রাজ কুমার থাপা নিহত হয়েছেন। পাকিস্তান সেনা তাঁর সরকারি বাসভবনকে সরাসরি লক্ষ্য করে হামলা চালায় বলে সরকারি সূত্রে জানা গেছে।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, থাপার বাসভবনে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর থেকে নিক্ষিপ্ত আর্টিলারি শেল আঘাত হানার সময় তাঁর দুই স্টাফ সদস্য গুরুতর আহত হন। তাদের দ্রুত রাজৌরি সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে থাপা হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই মৃত্যুবরণ করেন। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁদেরও মৃত্যু হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ এই মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি এক্স-এ লেখেন, “রাজৌরি থেকে ভয়ঙ্কর খবর মিলেছে। জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসনের একজন নিবেদিতপ্রাণ অফিসারকে হারালাম। মাত্র গতকালই তিনি উপমুখ্যমন্ত্রীর সফরে সঙ্গী ছিলেন ও আমি যে অনলাইন বৈঠকটি পরিচালনা করেছিলাম, তাতেও অংশ নেন।”

তিনি আরও লেখেন, “আজ তাঁর সরকারি বাসভবনে পাকিস্তান সেনার গোলা আঘাত হানে, যার ফলে আমাদের অতিরিক্ত জেলা উন্নয়ন কমিশনার রাজ কুমার থাপা শহীদ হন। এই অকাল মৃত্যুর খবরে আমি স্তব্ধ ও শোকাহত। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।” মুখ্যমন্ত্রী আরও আবেদন জানান, *“সবাই ঘরের ভিতরেই থাকুন। গুজব ও অপ্রমাণিত খবর ছড়াবেন না। একসঙ্গে আমরা এই কঠিন সময় পার করব।” রাজ কুমার থাপা ১৯৮৯ সালে জম্মুর সরকারি মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাশ করেন। প্রশাসনের এক অনুগত ও অভিজ্ঞ কর্মকর্তা হিসেবে তিনি সুপরিচিত ছিলেন।

শনিবার ভোরে পাকিস্তান সীমান্তের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বেসামরিক এলাকাগুলিকে লক্ষ্য করে ড্রোন হামলা ও গোলাবর্ষণ চালানো হয়। রাজৌরির পুরনো শহর এলাকায় একাধিক আবাসিক বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এদিকে, শ্রীনগরে পাকিস্তান এয়ার ফোর্সের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর ভারতের বিমানবাহিনী সক্রিয়ভাবে পাল্টা জবাব দিচ্ছে। প্রতিরক্ষা সূত্রে জানানো হয়েছে, সংঘর্ষে পাকিস্তান পক্ষের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সীমান্ত জুড়ে পরিস্থিতি অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে এবং উরি, পুঞ্চ, রাজৌরি ও অন্যান্য সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে এখনও পাকিস্তানের পক্ষ থেকে ভারী গোলাবর্ষণ অব্যাহত রয়েছে। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে সীমান্তবর্তী অঞ্চলে আতঙ্ক আরও গভীর হয়েছে, সাধারণ মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে বাসভবন ছেড়ে অন্যত্র সরিয়ে যাচ্ছেন।

দাবদাহের সতর্কতা জারি

● প্রথম পাতার পর

ঘরে তৈরি পানীয় ব্যবহার করুন যা শরীরকে পুনরায় হাইড্রেট করতে সাহায্য করে বলে জানানো হয়েছে।

বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

রাজনাথ সিং, এনএসএ অজিত দোভাল, সিডিএস জেনারেল অনিল চৌহান, সেনাবাহিনীর প্রধানগণ এবং অন্যান্য শীর্ষ আধিকারিকরা।”

নেই ঃ জয় শংকর

● প্রথম পাতার পর

সংযমের পদক্ষেপ। সূত্র জানিয়েছে, ১২ মে-র বৈঠকে মূলত এই সমঝোতা কার্যকর হওয়া এবং তার বাস্তবায়ন নিয়ে আলোচনা হবে। শনিবারের এই সিদ্ধান্ত আপাত দৃষ্টিতে উত্তেজনা প্রশমনে সহায়ক হলেও, ভারতের অবস্থান স্পষ্টসন্ত্রাসবাদ প্রশ্নে কোনো ছাড় নয়। শান্তির পথে ভারত এগোতে প্রস্তুত, তবে সেটি হবে শুধুমাত্র বাস্তবতা এবং জাতীয় নিরাপত্তার শর্ত মেনে।

লাল ওমর আব্দুলাহ

● প্রথম পাতার পর

হয়েছেন। কিন্তু সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হতেই পাকিস্তান হামলা চালিয়েছে। কারণ, শ্রীনগরে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। সংঘর্ষ বিরতির চুক্তি লঙ্ঘন করে ওই হামলার জন্য ভারত সরকার নিন্দায় মুখর হয়েছে। ভারতীয় সেনাবাহিনী পাকিস্তানকে পাল্টা জবাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত বলে জানিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সংঘর্ষ বিরতি আদ্যো দুই দেশের মধ্যে কার্যকর হবে কিনা সেই প্রশ্ন এবং দুশ্চিন্তা জনমনে প্রভাব ফেলেছে।

সত্ত্বেও অবহেলিত বাবা

● প্রথম পাতার পর

কয়েকদিন আগে বৃদ্ধ বাবা অনাথ কর্মকারের কিছু রাবার গাছ রয়েছে, সেই রাবার গাছ থেকে যা কিছু আয় হয় তা দিয়েই উনি কোনরকম ভাবে উনার এই একজনের সংসার চালিয়ে আসছিলেন কিন্তু হঠাৎ বাবা অনাথ কর্মকারের রাবার বাগানের কুনজড় পড়ে ছেলে প্রদীপ কর্মকারের। উনার রাবার বাগান জোরপূর্বক বাবার কাজ থেকে দখল করে নেয় এই প্রদীপ কর্মকার। শুধু তাই নয় আরো অভিযোগ প্রদীপ কর্মকার নাকি উনার এই বৃদ্ধ বাবা অনাথ কর্মকারকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করেছেন। এতেও যেন ছেলে প্রদীপ কর্মকারের শখ মিটেনি অবশেষে বৃদ্ধ বাবার সামান্য উপার্জনের উৎস সেই রাবার বাগান টিও দখল করে নেয়। আজ ছেলের এই কর্মকাণ্ডের ফলে বৃদ্ধ বাবা অনাথ কর্মকার আজ সত্যিই যেন অনাথ হয়ে পড়েছেন। তাই তিনি সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে শনিবার দুপুরে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে দাবি জানিয়েছেন দেশে প্রদীপ কর্মকারের মতো আর কোন সন্তান যেন এভাবে মা বাবার উপর এই ধরনের নির্যাতন না করে তার জন্য মুখ্যমন্ত্রী যেন কঠুর ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের অর্থ সহায়তা পাকিস্তানকে, ভারত-পাক উত্তেজনা কমাবে না: ওমর আবদুল্লাহ

শ্রীনগর, ১০ মে : জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ শনিবার আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের পাকিস্তানকে অর্থ সহায়তা প্রদানের বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি মন্তব্য করেছেন, এই অর্থ সহায়তা ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে চলমান উত্তেজনা হ্রাসে কোনোভাবেই সহায়ক হবে না।

ওমর আবদুল্লাহ এক্স (পূর্বে টুইটার)-এ লিখেছেন, ’আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কীভাবে মনে করে উপমহাদেশে উত্তেজনা কমবে, যখন আইএমএফ মূলত পাকিস্তানকে সেই সব গোলাবারুদের জন্য টাকা দিচ্ছে, যেগুলো দিয়ে তারা পুঞ্চ, রাজৌরি, উরি, তাংধারসহ আরও অনেক এলাকায় ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে?’ শনিবার পুঞ্চ জেলার বেসামরিক এলাকায় পাকিস্তানের ভারী কামান হামলায় অতিরিক্ত জেলা উন্নয়ন কমিশনার নিহত হন।সূত্র জানিয়েছে, পাকিস্তান শ্রীনগরের বিমানঘাঁটিতে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে, যার প্রতিক্রিয়ায় ভারতীয় সেনা দুইটি পাকিস্তানি যুদ্ধবিমান গুলি করে নামিয়েছে। গুলিবিদ্ধ বিমানের পাইলটদের সন্ধান চালানো হচ্ছে বলে সূত্র জানিয়েছে, তবে সরকারি নিশ্চিতকরণ এখনো আসেনি।পাকিস্তান জম্মু শহরের রেহাড়ি আবাসিক এলাকাতেও হামলা চালিয়েছে, যেখানে একটি বাড়ি এবং বহু গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রাজৌরি ও পুঞ্চ জেলার নিয়ন্ত্রণ রেখা (জ্রদ্রঋ) বরাবর শনিবার সকালেও ভারী গোলাবর্ষণ অব্যাহত ছিল। ভারতীয় সেনা প্রতিউত্তরে পাকিস্তানের গোলাবর্ষণে বেসামরিক অবকাঠামো রক্ষায় সক্রিয়ভাবে জবাব দিচ্ছে।

গত তিনদিন ধরে পাকিস্তান জম্মু ও কাশ্মীর অঞ্চলে ধারাবাহিকভাবে ড্রোন হামলা চালাচ্ছে, যার বেশিরভাগই ভারতীয় বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে। শনিবার সকালে শ্রীনগরে দুটি শক্তিশালী বিস্ফোরণ ও জম্মুর আখনূর শহরে তিনটি বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। পুঞ্চের পুলিশ লাইন সরাসরি হামলার শিকার হলেও সেই ঘটনায় কোনো ভারতীয় প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়নি। তবে বিভিন্ন বেসামরিক ঘরবাড়ি, স্কুল, ধর্মীয় স্থানযেমন গুরুদ্বারা, মসজিদ এবং গীতা ভবনগুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গত কয়েক দিনে নারী ও শিশু সহ অন্তত ১৬ জন নিরীহ মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন এবং আরও ৫৯ জন আহত হয়েছেন। ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে কুপওয়াড়া, বারামুলা, উরি ও মেন্ধার। চলমান গোলাবর্ষণে চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে; হাজার হাজার মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে বাড়িঘর ছেড়েছেন। পুঞ্চে সব বাজার বন্ধ এবং জম্মু, সাম্বা, কাঠুয়া, রাজৌরি ও পুঞ্চ জেলার সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা হয়েছে। শুক্রবার সন্ধ্যায় জম্মুতে পুরোপুরি ব্ল্যাকআউট কার্যকর করা হয়। রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছে, ১২ মে পরিস্থিতি পর্যালোচনার আগে পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীরের সমস্ত স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকবে। শ্রীনগর বিমানবন্দর বর্তমানে ভারতীয় বিমানবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে এবং সমস্ত বেসামরিক ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। গত তিনদিন ধরে শ্রীনগর থেকে সৌদি আরবগামী হজ ফ্লাইটও স্থগিত রয়েছে।

ভারত-পাকিস্তান উত্তেজনার মাঝে যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ, উভয়পক্ষকে শান্তির পথে ফেরার আহ্বান মার্কো রুবিওর

ওয়াশিংটন, ১০ মে : ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সীমান্ত উত্তেজনার প্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও শনিবার ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর এবং পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দারের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন। তিনি দুই দেশকেই উত্তেজনা কমানোর আহ্বান জানান এবং গঠনমূলক সংলাপ শুরুতে যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তার প্রস্তাব দিয়েছেন।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ট্যামি ব্রুস বলেন, “পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস. জয়শঙ্করের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, দুই পক্ষের উচিত এখন উত্তেজনা প্রশমনের উপায় খোঁজা এবং ভুল বোঝাবুঝি এড়াতে সরাসরি যোগাযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। একইসঙ্গে, যুক্তরাষ্ট্র গঠনমূলক আলোচনার জন্য সহায়তা দিতে প্রস্তুত।”

পররাষ্ট্রমন্ত্রী জয়শঙ্কর পরে সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, *“আজ সকালে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রুবিওর সঙ্গে ফোনে আলোচনা হয়েছে। ভারত সবসময়ই সংযত ও দায়িত্বশীল অবস্থান নিয়েছে, এবং সেটিই আমাদের নীতিতে প্রতিফলিত হচ্ছে।” এরইমধ্যে রুবিও পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দারের সঙ্গেও ফোনে কথা বলেন। একই বার্তা দেন তিনিদুই দেশকেই উত্তেজনা কমানোর এবং ভবিষ্যৎ সংঘাত এড়াতে কার্যকর সংলাপের পথ খুঁজতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্র জানায়, প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সঙ্গে আলোচনায় ব্যর্থ হওয়ার পর রুবিও পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের সঙ্গেও যোগাযোগ করেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মুখপাত্র ক্যারোলাইন লেভিট বলেন, “প্রেসিডেন্ট চান, ভারত-পাকিস্তান সংঘাত দ্রুত প্রশমিত হোক। পররাষ্ট্রমন্ত্রী রুবিও ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হিসেবে তিনি এই প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে জড়িত রয়েছেন।”

মার্কিন সময় অনুযায়ী বৃহস্পতিবার রুবিও প্রথমে প্রধানমন্ত্রী শরিফ এবং পরে জয়শঙ্করের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি ‘সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতি’ পুনর্ব্যক্ত করেন। উল্লেখ্য, গত মাসে পাহেলগামে পাকিস্তানভিত্তিক লস্কর-ই-তইবার এক ছদ্ম সংগঠনের হামলায় ধর্মীয়ভাবে টার্গেট করে ২৬ জনকে হত্যা করা হয়। তারই জবাবে ভারত ”অপারেশন সিন্দুর” শুরু করে। এই হামলার পর ভারতীয় জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালই প্রথম আন্তর্জাতিক কলটি করেন মার্কো রুবিওকে, যিনি এখন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পাশাপাশি জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার দ্বৈত দায়িত্ব পালন করছেন।

বধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

সময়ে পরিবারের অন্যান্যরা পার্বতী বর্মন দেবনাথের ঝুলন্ত মৃত দেহ দেখতে পেয়ে চিৎকার শুরু করলে আশেপাশের বাড়ি ঘরের লোকজন ছুটে আসে। খবর দেওয়া হয় মেলাঘর থানায়। খবর পেয়ে মেলাঘর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে দ্রুত ছুটে এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়ে দেয়। খবর পেয়ে ছুটে আসেন মৃত গৃহবধূ পার্বতী বর্মন দেবনাথের বাবার বাড়ির লোকজন। মৃতা গৃহবধুর বাড়ির লোকজন অভিযোগ, করেন তাকে মেরে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। জানাগেছে ওই মহিলার বাবার বাড়ি উদয়পুর জগন্নাথ টিলা এলাকায়।পার্বতী বর্মন দেবনাথের ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পেয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন তার বাবার বাড়ির লোকজন সহ স্বামী ও সন্তানরা। তবে পুলিশের ধারণা সাংসারিক অশান্তির কারণেই এই আত্মহত্যার পথ বেছে নিলো গৃহবধূ পার্বতী বর্মন দেবনাথ। এই ব্যাপারে মেলাঘর থানার পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যু মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ময়নাতদন্তের পর পার্বতী বর্মন দেবনাথ এর মৃতদেহ তার পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। তবে মৃত গৃহবধূর বাবার বাড়ির লোকজন জেলা পুলিশ সুপারের নিকট উক্ত ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করার দাবী জানিয়েছেন পাশাপাশি অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবি করেছেন।

দম্পতিকে আটক

● প্রথম পাতার পর

আসে ঢেপাছড়া এলাকা বাংলাদেশী নাগরিক বসবাস করছেন। ওই খবরের ভিত্তিতে পুলিশ ওই এলাকায় অভিযান চালিয়েছে। অভিযানে শিশু সহ বাংলাদেশী দম্পতিকে আটক করেছে। তাদের কাছ থেকে ৫০০০ ভারতীয় মুদ্রা, বাংলাদেশী আইডি কার্ড এবং মোবাইল উদ্ধার করেছে।

কেন্দ্রের নতুন শিক্ষানীতি মানতে কোনও রাজ্যকে বাধ্য করা যাবে না: সুপ্রিম কোর্ট

কেন্দ্রের নতুন শিক্ষানীতি মানতে কোনও রাজ্যকে বাধ্য করা যাবে না। এক মামলার পর্যবেক্ষণে এই মন্তব্য করেছে সুপ্রিম কোর্ট।বিচারপতি জেবি পারদিওয়াল এবং বিচারপতি আর মহাদেবনের যৌথ বেঞ্চ এদিন জানায়, কেন্দ্রের নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে কোনও রাজ্যকে বাধ্য করা যাবে না। অর্থাত নতুন শিক্ষানীতি কোনও রাজ্যের উপর চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। এক মামলায় মামলাকারীর বক্তব্য ছিল, কেন্দ্রীয় নির্দেশ মেনে জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়িত করলে শিক্ষার্থীদের লাভ। কিন্তু এই নয়া শিক্ষানীতির বিরোধিতা করে রাজ্যগুলি ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষতি করছে, তাঁদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করছে। তাই সুপ্রিম কোর্টের কাছে তাঁর আর্জি ছিল, রাজ্যগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হোক কেন্দ্রের জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করার। তাঁর এও যুক্তি ছিল, নতুন শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন ঘটাতে রাজ্যগুলি সাংবিধানিক ভাবে বাধ্য। কিন্তু দেশের শীর্ষ আদালত তা মনে করছে না। সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, কেন্দ্র চাইলে নতুন শিক্ষানীতি কোনও রাজ্যের ওপর চাপিয়ে দিতে পারে না। জাতীয় শিক্ষানীতি গ্রহণ করার জন্য কোনও রাজ্যকে বাধ্য করাও যায় না। তাই এক্ষেত্রে কোনও পদক্ষেপ শীর্ষ আদালত করবে না। তবে এটাও জানানো হয়েছে, রাজ্যের পদক্ষেপ যদি নাগরিকদের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করে, তাহলে সেই পরিপ্রেক্ষিতে পদক্ষেপ করতে পারে আদালত। কেন্দ্রের নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি নিয়ে ভারতের বেশ কয়েকটি রাজ্য আপত্তি তোলে। সেই তালিকায় রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, কেরলের মতো অবিজেপি শাসিত রাজ্যগুলি। কেন্দ্রের নির্দেশে দেশের বেশ কয়েকটি রাজ্যে নতুন শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন হলেও বাংলা, তামিলনাড়ু এখনও নিজেদের পুরনো অবস্থানে রয়েছে। প্রথম থেকেই তাদের বক্তব্য ছিল, ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থা যৌথ তালিকাভুক্ত। তবে নয়া শিক্ষানীতি নিয়ে কেন্দ্র একতরফা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা সংবিধানবিরোধী। নতুন শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে আপত্তি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন মামলাকারী। তাঁর দাবি, সংশ্লিষ্ট কয়েকটি রাজ্যের শাসকদল অহেতুক নতুন শিক্ষানীতিতে রাজনৈতিক রং লাগাচ্ছে। নতুন শিক্ষানীতি কেবল শিক্ষার ক্ষেত্রে অভিন্নতা প্রদান করতে চায়। সমাজের সকল স্তরের স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য সব ভারতীয় ভাষা বিনামূল্যে শেখানো উচিত। আবেদনকারী দাবি করেন, ওড়িশা ও দিল্লিতে সরকার পরিবর্তনের পর বর্তমানে শুধু তিনটি রাজ্যতামিলনাড়ু, কেরল ও পশ্চিমবঙ্গই এই সমঝোতা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি। তাঁর মতে, এই জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের জন্য অপরিহার্য এবং এর মাধ্যমে আগামী তিন বছরে প্রায় ১৩ হাজার কোটি টাকার কেন্দ্রীয় অনুদান পাওয়া সম্ভব। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে আবেদনকারী বলেন, ‘জাতীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীর মতামত সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং অন্য ভারতীয় ভাষাভাষী শিশুদের শিক্ষার অধিকারকে লঙ্ঘন করে।’ আবেদনে আরও বলা হয়, কেন্দ্রের জাতীয় শিক্ষানীতি কার্যকর না করা বা মৌ-তে স্বাক্ষর না করা জনস্বার্থে ক্ষতিকর এবং নাগরিকদের অধিকার লঙ্ঘন করতে পারে। উল্লেখ্য, ২০২০ সালে কেন্দ্র সরকার নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষণা করে, যার উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার মানোন্নয়ন, বিকাশ, সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা ও দক্ষতা উন্নয়নে জোর দেওয়া, পাশাপাশি প্রাথমিক সাক্ষরতায় গুরুত্ব প্রদান।তবে সুপ্রিম কোর্ট ওই আইনজীবীর আবেদন খারিজ করে দিয়েছে।

অগ্নিদগ্ধা হয়ে মৃত্যু বৃদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

ফেলার উদ্দ্যেশ্যে অগ্নিসংযোগ ঘটায়। সকল পরিত্যিক্ত সামগ্রী পুড়িয়ে সময় রেনু বালা কুড়ীর শরীরে আচমকাই আগুন লেগে যায়। ওই সময় বাড়ীতে একমাত্র তাঁর অসুস্থ স্বামী মাখন কুড়ী উপস্থিত ছিলেন। বাড়ীর অন্যান্য লোকজনেরা অনত্র নিমন্ত্রনে চলে গেছে বলে জানাযায়। যার ফলে বাড়ীর লোকজনের অনুপস্থিতির ফলে অসহায় বৃদ্ধাকে আগুন থেকে কেউ রক্ষা করতে পারেনি। এতে করে অসহায় বৃদ্ধা আগুনে লেগে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। রাত্রিবেলায় ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে বৃদ্ধার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বাইখোড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গিয়েছে। শনিবার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের লোকজনেরহাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। রেনু বালা কুড়ীর অস্বাভাবিক মৃত্যুতে সমগ্র এলাকা জুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

জবাব হবে কঠোর

● প্রথম পাতার পর

হয়েছে। তাদের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও ব্যাপকভাবে ধ্বংস হয়েছে,” বলেন সিং। এদিন বিকেলে ভারত সরকারের তরফে ঘোষণা করা হয়, নয়াদিল্লি ও ইসলামাবাদ সংঘর্ষ বিরতির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে, যা কার্যকর হয়েছে বিকেল ৫টা থেকে। এর আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানান, এই চুক্তি ওয়াশিংটনের মধ্যস্থতায় হয়েছে।

পররাষ্ট্র সচিব বিক্রম মিশ্রি এক বিবৃতিতে বলেন, “ভারত ও পাকিস্তানের ডিরেক্টর জেনারেলস অব মিলিটারি অপারেশনস আলোচনা করে স্থল, আকাশ ও সমুদ্রপথে সমস্ত সামরিক কার্যক্রম বন্ধ করতে সম্মত হয়েছে।” তিনি জানান, উভয় পক্ষ ইতোমধ্যে এই সমঝোতা কার্যকর করতে বাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছে এবং ১২ মে দুপুর ১২টায় ডিজিএমও স্তরে আবার আলোচনা হবে। তবে মিশ্রি স্পষ্ট করেন, এই আলোচনার সূচনা করেছিল পাকিস্তানের ডিজিএমও।

প্রশস্ত করতে হবে

● প্রথম পাতার পর

২৫ অর্থবর্ষে ৪ লক্ষ ৮ হাজারের বেশি সুবিধাভোগীকে বিভিন্ন যোজনায় সামাজিক ভাতা প্রদান করা হয়েছে। এরজন্য ৫১৮ কোটি টাকারও বেশি ব্যয় হয়েছে। রাজ্য সরকারের এবারের বাজেটে চিফ মিনিস্টার্স স্কিম ফর মেন্টালি চ্যালেঞ্জড পার্সনস নামে একটি প্রকল্প চালু করার সংস্থান রাখা হয়েছে। এই প্রকল্পে মানসিকভাবে দিব্যাঙ্গ ব্যক্তিদের ৫ হাজার টাকা করে মাসিক ভাতা প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে বর্তমানে যারা ২ হাজার টাকা করে ভাতা পাচ্ছেন, তাদের আরও অতিরিক্ত ৩ হাজার টাকা করে মাসিক ভাতা দেওয়া হবে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো এবং পরিষেবার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগসমূহ তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, প্রবীণদের প্রচুর অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাদের অভিজ্ঞতা আগামীদিনে এগিয়ে যাবার প্রেরণা দেবে। প্রবীণ নবীন সবার সম্মিলিত প্রয়াসে সুন্দর এবং সুস্থ রাজ্য ও সমাজ গড়ে উঠবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আগরতলা পুরনিগমের কাউন্সিলার রত্না দত্ত। এছাড়া বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডা. তপন মজুমদার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী শ্যামল দেব। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন প্রবীণ নাগরিক সংঘের সভাপতি নারায়ণ চন্দ্র সাহা। শিবিরে ১১০ জন চক্ষু চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করেন।

প্রয়াত বুর্বমোহন ত্রিপুরা

● প্রথম পাতার পর

প্রাক্তন বিধায়ক এবং আমার এক সময়কার সহকর্মী বুর্ব মোহন ত্রিপুরার প্রয়াণে আমি শোকস্তব্ধ। তার শোকাহত পরিজনদের আমি সমবেদনা জানাই। পরম করুণাময়ের কাছে তাঁর আত্মার সদগতি কামনা করি।

তাঁর প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তিনি বলেন, করবুক বিধানসভা কেন্দ্রের ভারতীয় জনতা পার্টির প্রাক্তন বিধায়ক বুর্ব মোহন ত্রিপুরা প্রয়াত হয়েছেন। আজ তাঁরর পার্থিব দেহ বিধানসভা চত্বরে নিয়ে গেলে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাই। তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজন ও অনুরাগীদের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা জানিয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তাঁর আত্মা যেন পরম শান্তি লাভ করে।

তাছাড়া, তাঁর প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। তিনি লেখেন, তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজন ও অনুরাগীদের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। পরমপিতা ঈশ্বরের কাছে তাঁর বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

এ-ডিভিশন সুপার ফোর ক্রিকেটে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন কসমোপলিটন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন কসমোপলিটন ক্লাব। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত এ-ডিভিশন সুপার ফোর ক্রিকেট টুর্নামেন্টে কসমোপলিটন ক্লাব টানা ৩টি ড্র ম্যাচে প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার সুবাদে মোট ৯ পয়েন্ট পেয়ে এককভাবে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে অবস্থান করে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি ছিনিয়ে নিয়েছে। টি আই টি গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত খেলার দ্বিতীয় দিনে ওপিসি ৭৬ রানের সঙ্গে ছয় উইকেট হাতে নিয়ে খেলা শুরু করে। কিন্তু একত্রিশ ওভার খেলে ৫৭ রান যোগ করতেই বাকি ৬ উইকেট হারিয়ে ফেলে। কসমোপলিটন ক্লাব ৪৫ রানে লিড নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ২১ ওভার খেলে চার উইকেটে ৯৯ রান সংগ্রহ করে ইনিংস ঘোষণা করে দেয়। কসমোপলিটনের শকর পাল ৮২ রানে নয়টি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ব্যক্তিগত ৭৭ রানে দলের স্কোর সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। এছাড়া তন্ময় দাসের ৫০ রান এবং বাবুল দে-র ৩১ রান উল্লেখযোগ্য। বোলিংয়ে রিয়াদ হোসেন কুড়ি রানের চারটি এবং কৃষ্ণ ধন নমঃ ৯৮ রাণে চারটি করে উইকেট পেয়েছে। নিরুপম সেন চৌধুরী ৩ রানে তিনটি উইকেট পেয়েছিল।

পোলস্টারকে হারিয়ে শতদল সংঘ এ-ডিভিশন সুপার ফোর-এ রানার্স

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্দান্ত জয় শতদল সংঘের। দুই দিনের দুই ইনিংস এর খেলায় ১১৪ রানের ব্যবধানে পোলস্টার কে পরাজিত করে শতদল সংঘ এবারের মতো এ-ডিভিশন সুপারফোর ক্রিকেটে রানার্স খেতাব পেয়েছে। অনেকটা বুদ্ধি এবং কৌশল প্রয়োগ করে ব্যাটে বলে দারুন পারফরম্যান্সের বাতাবরণ তৈরি করে শতদল সংঘ আজ জয়ী হয়েছে। পোলস্টার ক্লাব ১৫৪ রানের পাশাপাশি তিন উইকেট হাতে নিয়ে আজ দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরু করে। তবে ৬.৪ ওভার খেলে ১৪ রান যোগ করেই ইনিংস শেষ করে। শতদল সংঘ ৪৩ রানের লিড নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে ২৯.৫ ওভার খেলে চার উইকেট হারিয়ে ১৮৩ রান সংগ্রহ করে ইনিংস ঘোষণা করে দেয়। জবাবে পোলস্টার ক্লাব ব্যাট করতে নেমে একপ্রকার তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ৪১.১ ওভারে ১১২ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। শতদল সংঘ ১১৪ রানের ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে টুর্নামেন্টের খেতাব পেয়েছে। ব্যাটিংয়ে শতদলের দেবরাজ দে ৭২ বল খেলে ছটি করে বাউন্ডারি ও ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ১৫১ রান এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৪৯ বলে ৫৫ রানচ্ছ সংগ্রহ করে দলের স্কোর যথেষ্ট সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। এছাড়া, বিপিন কুমার শর্মার ৫৩ রান উল্লেখযোগ্য। বোলিংয়ে শুভম সূত্রধরনের পাঁচটি, পৌরুষ মিশ্র চারটি উইকেট পেয়েছিল। এবং করন দে ২৬ রানে তিনটি উইকেট পেয়েছিল।

৩৫ বলে শতরানের পর দু'ম্যাচে দু'বলে আউট! ছক্কার নেশাই ডোবাচ্ছে বৈভবকে

বৈভব সূর্যবংশীর হয়েছে কী? গুজরাত টাইটান্সের বিরুদ্ধে ৩৫ বলে শতরান করে নজর কেড়েছিল সে। আইপিএলে আবির্ভাব হয়েছিল এক তারকার। ১৪ বছরের বৈভবের ব্যাটিং অবাক করেছিল সকলকে। পরের ম্যাচগুলিতেও নজর ছিল বৈভবের দিকে। কিন্তু পরের দুই ম্যাচে ব্যর্থ সে। প্রথমে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ও পরে কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে দু'বলের বেশি খেলতে পারেনি এই বাঁহাতি ব্যাটার। মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে করেছে শূন্য রান। কলকাতার বিরুদ্ধে প্রথম বলে চার মারলেও পরের বলে উইকেট হারাতে হয়েছে। কোথায় সমস্যা হচ্ছে বৈভবের? তার দুর্বলতা কি ধরে ফেলেছেন বোলারেরা? বৈভবের দুর্বলতা নিয়ে মুখ খুলেছেন দীপক চহর
মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে চহরের বলে আউট হয়েছে বৈভব। তার শরীর লক্ষ্য করে বল করেছিলেন চহর। বলের গতি ছিল কম। বৈভব তা বুঝতে পারেনি। সে পুল মারতে যায়। কিন্তু ব্যাটে-বলে হয়নি। মিড অনে ক্যাচ দিয়ে ফেরে বৈভব। ম্যাচ শেষে সে বিষয়ে মুখও খোলেন চহর। তিনি বলেন, "গুজরাতের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত একটা ইনিংস খেলেছিল বৈভব। প্রতিটা ব্যাটারের খেলার একটা ধরন থাকে। কোনও জায়গায় সে খুব শক্তিশালী হয়, কোথাও দুর্বল। বোলার হিসাবে আমার দায়িত্ব দুর্বল জায়গাটা খুঁজে বার করা। আমরা সব ব্যাটারের জন্যই সেই পরিকল্পনা করি। কখনও সেটা কাজে লাগে, কখনও লাগে না। এই ম্যাচে কাজে লেগেছে।"
বৈভবের কী দুর্বলতা তা না জানালেও চহরের কথা থেকে স্পষ্ট, সেই দুর্বলতা কাজে লাগিয়েই তাকে আউট করেছেন মুম্বইয়ের পেসার।
কলকাতার বিরুদ্ধে একই শট খেলতে গিয়ে আউট বৈভব-মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে পুল শট ডুবিয়েছিল বৈভবকে। সেই একই ধরনের শট খেলতে গিয়ে ইডেনেও আউট হয়েছে সে। বৈভব অরোরার প্রথম বলে কভার দিয়ে যে চার সে মেরেছিল তা মনে করিয়ে দিয়েছে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে। কিন্তু পরের বলেই আবার একই ভুল করল সে। কেকেআরের বৈভব বল করেছিল রাজস্থানের বৈভবের শরীর লক্ষ্য করে। আরও এক বার পুল শট মারতে চায় সে। ব্যাটে-বলে হয়নি। বল অনেকটা হাওয়ায় ওঠে। মিড অনে দাঁড়িয়ে থাকা অজিঙ্ক রাহানে পিছন দিকে অনেকটা দৌড়ে ভাল ক্যাচ ধরেন। আরও এক বার হতাশ হয়ে ফিরে যেতে হয় বৈভবকে। তার চোখমুখ বুঝিয়ে দিচ্ছিল, কতটা হতাশ সে। প্রতি বলে ছক্কা মারার প্রবণতা ভোগাচ্ছে বৈভবকে-১৪ বছরে নিজের জাত চিনিয়েছে বৈভব। উইকেটের সব দিকে বড় শট মারার সহজাত ক্ষমতা রয়েছে তার। কিন্তু বৈভবের সমস্যা প্রতি বলে শট মারার প্রবণতা। বোলার যেখানেই বল করুক না কেন, সে ব্যাট চালায়। শুধু ম্যাচে নয়, অনুশীলনেও একই কাজ করে সে। রবিবার ইডেনে ম্যাচের আগে শনিবার অনুশীলনেও প্রতিটা বলে ব্যাট চালাচ্ছিল বৈভব। যেগুলো লাগছিল, গিয়ে পড়ছিল গ্যালারিতে। কিন্তু অনেক বল মিস হচ্ছিল।
ম্যাচে সেই মিসতার উইকেট পতনের কারণ হতে পারে। সেটাই হয়েছে।
৩৫ বলে শতরান করার আগের ম্যাচে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে ১২ বলে ১৬ রান করেছিল বৈভব। ১২ বলের প্রতিটিতেই ব্যাট চালিয়েছিল সে। তার মধ্যে দু'টি বল লেগেছিল। সেই দু'টি গ্যালারিতে গিয়ে পড়ে। বাকিগুলো লাগেনি। যে পিচ কিছুটা শক্ত, সেখানে যে প্রতি বলে বড় শট মারার যায় না সেটা শিখতে হবে বৈভবকে। না হলে বোলারেরা তাকে বার বার সমস্যায় ফেলবে। প্রতি বলে বড় শট মারার প্রবণতার খেসারত দিতে হচ্ছে তাকে। এখনও শিক্ষা বাকি ১৪ বছরের ব্যাটারের-আইপিএলে বিশ্বের সেরা বোলারেরা খেলেন। প্রতিটি ম্যাচের আগে ব্যাটারদের দুর্বলতা খতিয়ে দেখেন তাঁরা। তার জন্য বিশেষজ্ঞ থাকে প্রতি দলে। প্রতিপক্ষ ব্যাটারদের দুর্বলতা অনুযায়ী বল করার চেষ্টা করেন তাঁরা। বৈভব আইপিএলের এই ছোট কেরিয়ারে যা করে দেখিয়েছে তাতে ওকে নিয়েও পরিকল্পনা করা শুরু করেছেন বোলারেরা। চহরের কথা থেকে তা স্পষ্ট। তাই প্রতিটি বল যে বৈভব মারার জায়গায় পাবে না সেটা ওকে বুঝতে হবে। উইকেটে সময় দিতে হবে। খারাপ বলের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। এক বার থিতু হয়ে যাওয়ার পর মারার বল সে অবশ্যই পাবে। সেটা যত তাড়াতাড়ি বৈভব বুঝবে তত ভাল। বৈভবের বয়স এখন মাত্র ১৪ বছর। এখনও শেখার অনেক সুযোগ সে পাবে। তবে কত বার ব্যর্থ হওয়ার সুযোগ বৈভব পাবে সেটাও তাকে ভাবতে হবে। গোটা দুনিয়ার নজর রয়েছে ১৪ বছরের ক্রিকেটারের কাঁধে। সেই চাপ সামলাতে হবে বিহারের ছেলেকে।

'দুষ্টু পাকিস্তানকে শিক্ষা দিক ভারত', ফুঁসছেন প্রাক্তন ক্রিকেটাররা

ভারতীয় সেনার সাহসকে কুর্নিশ জানিয়েছে ক্রিকেট মহল। পাকিস্তানের হামলার চেষ্টা কড়া হাতে দমন করছে ভারতীয় সেনা। জম্মু-কাশ্মীর, পাঞ্জাব, রাজস্থান, গুজরাটে ভারতীয় সেনাবাহিনী কঠোর জবাব দিচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে প্রাক্তন ক্রিকেটাররা ভারতীয় সেনাবাহিনীকে স্যালুট করছেন। এই তালিকায় রয়েছেন শিখর ধাওয়ান, হরভজন সিং, ভেঙ্কটেশ প্রসাদও।
প্রাক্তন ওপেনার শিখর ধাওয়ান 'এক্স'-এ লিখেছেন, 'আমাদের সাহসী সেনাদের সালাম। সীমান্তে তাঁদের দৃঢ়চেতা মনোভাবকে কুর্নিশ। তাঁরা পাকিস্তানের ড্রোন হামলা প্রতিরোধ করেছেন। জয় হিন্দ।'
প্রাক্তন অভিজ্ঞ স্পিনার হরভজন সিং লেখেন, 'জয় ভারত। জয় জওয়ান। হর হর মহাদেব।' ভেঙ্কটেশ প্রসাদ লিখেছেন, 'দুষ্টু পাকিস্তানকে শিক্ষা দিক ভারত।'
প্রাক্তন স্পিনার প্রজ্ঞান ওঝা লেখেন, 'ভারত এমনই শক্তিশালী এবং ঐক্যবদ্ধ। গোটা বিশ্ব এটা বুঝতে পারছে। আমরা সেনাবাহিনীর পাশে আছি। তারাই আমাদের রক্ষা করে।'
পহেলগাঁও হামলার পালটা হিসেবে মঙ্গলবার গভীর রাতে পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরে একাধিক জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেয় ভারতীয় সেনা। অপারেশন সিঁদুরে নিকেশ হয় অন্তত ১০০ জঙ্গি। এরপরই যুদ্ধের জিগির ওঠে। বৃহস্পতিবার জম্মু-কাশ্মীর, রাজস্থান, পাঞ্জাব, গুজরাট-একাধিক রাজ্যের বহু এলাকা লক্ষ্য করে ড্রোন এবং মিসাইল হামলা চালায় পাকিস্তান। তবে পাক সেনার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ।
সফলভাবে মিসাইল এবং ড্রোন আটকে দিয়েছে ভারতের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম। একাধিক ড্রোন এবং মিসাইল গুলি করে নামানো হয়েছে। শুধু তাই নয়, পাক বায়ুসেনার এফ ১৬ জেট গুলি করে নামিয়েছে ভারত। এছাড়াও দু'টি জে-১৭ বিমান নিকেশ করেছে ভারতের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম। বিষয়টি স্বীকারও করে নিয়েছে পাকিস্তান। জঙ্গিদমনে ভারতীয় সেনার এই অদম্য লড়াইকেই ধন্যবাদ জানালেন খেলার দুনিয়ার তারকারা।

কেরল আসছেন না মেসি!

১৪ বছর পর দ্বিতীয়বার ভারতে আসার কথা ছিল এলএম টেনের। চলতি বছর অক্টোবরে তাঁর কেরলে একটি প্রীতি ম্যাচ খেলতে আসার কথা ঘোষণা করেছিলেন কেরলের ক্রীড়ামন্ত্রী ভি আবদুরহিমান। কেবল তাই নয়, তাঁর সঙ্গে গোটা আর্জেন্টিনা দলও ভারতের মাটিতে পা দিতে চলেছে বলে জানিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সে গুড়ে বালি। কারণ, এখন মেসির ভারত সফর ঘিরে অনিশ্চয়তার খবর প্রকাশ্যে।
কেন বাতিল হতে পারে মেসিদের ভারত সফর? কারণ হিসেবে উঠে আসছে আর্থিক সংকটের কথা। এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, মেসিদের ভারত সফরের জন্য প্রয়োজন ন্যূনতম ১০০ কোটি টাকা। যা এখনও জোগাড় করাই হয়ে ওঠেনি। কেবল তাই নয়, জানা গিয়েছে আয়োজকদের সঙ্গে চুক্তির সময়সীমাও পর্যন্ত শেষ হয়ে গিয়েছে। অভিযোগ, আয়োজকরাও নাকি প্রয়োজনীয় আর্থিক প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থ হয়েছে।
অল কেরালা গোল্ড অ্যান্ড সিলভার মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশনকে স্পনসরশিপের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তারা 'ওলোপ্লো' অ্যাপে ১০০ কোটি টাকা তোলার চেষ্টাও করে। এরই মধ্যে আর্জেন্টিনা দলের উপস্থিতির জন্য খরচ হিসেবে ৭০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়। তবে সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, পরিকল্পনাটি সফল হয়নি। যখন পরিকল্পনাটি আকর্ষণ অর্জনে ব্যর্থ বলে মনে হয়েছিল, তখনই কেরল সরকার স্পনসরশিপ স্থানান্তরিত করে রিপোর্ট ব্রডকাস্টিং কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেডের হাতে তুলে দেয়। এই সংস্থাই রিপোর্টার টিভি নিউজ চ্যানেলের মালিক। এমনটাই দাবি প্রতিবেদনের।

সিনিয়র মহিলাদের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে মৌচাককে নকআউট করে ব্লাডমাউথ ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্দান্ত জয় পেয়েছে ব্লাড মাউথ ক্লাব। হারিয়েছে মৌচাক ক্লাবকে। ৫৩ রানের বড় ব্যবধানে। এই জয়ের সুবাদে ব্লাড মাউথ ক্লাব সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণমূলক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনালে প্রবেশ করেছে। স্থানীয় এমবিবি স্টেডিয়ামে সকালে অনুষ্ঠিত খেলার শুরুতে টস জিতে ব্লাড মাউথ ক্লাব প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত কুড়ি ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১১৯ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে মৌচাক ক্লাব নির্ধারিত কুড়ি ওভারে সব ক-টি উইকেট হারিয়ে ৬৬ রান সংগ্রহ করে। বিজয়ী দলের পক্ষে অনামিকা দাস ব্যাটে বলে অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সুবাদে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে। ব্যাটিংয়ে ব্লাড মাউথ ক্লাবের দেবাদ্রিতা দেবের ২৬ রান, অনামিকা দাসের ২১ রান এবং মৌচাকের প্রিয়াঙ্কা আচার্যের ২৩ রান ব্যাস উল্লেখযোগ্য। বোলিংয়ে মৌচাকের প্রিয়া সূত্রধর ১৭ রানে তিন উইকেট পেয়েছিল। নিবেদিতা দাস পেয়েছিল দুটি উইকেট। তবে ব্লাড মাউথের অন্তরা দাস নয় রানের বিনিময়ে দুটি উইকেট তুলে নেয়।

'পাকিস্তানকে যোগ্য জবাব দিচ্ছে', কুর্নিশ নীরজ-শেহওয়াগদের

পাকিস্তানের লাগাতার হামলার চেষ্টা কড়া হাতে বানচাল করে চলেছে ভারতীয় সেনা। জল-স্থল-বায়ু- তিন ক্ষেত্রেই ভারতীয় শক্তির আগে রীতিমতো ক্ষতবিক্ষত পড়শি দেশ। আর এই যুদ্ধ পরিস্থিতিতে জওয়ানরা যেভাবে দেশবাসীকে রক্ষা করতে আত্মত্যাগ করেছেন, তাঁদের সেই সাহসিকতাকে কুর্নিশ জানালেন নীরজ চোপড়া। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ভারতীয় সেনার প্রত্যাঘাতে গর্বিত শিখর ধাওয়ান, বীরেন্দ্র শেহওয়াগরাও। পহেলগাঁও হামলার পালটা হিসেবে মঙ্গলবার গভীর রাতে পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরে ৯টি জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেয় ভারতীয় সেনা। অপারেশন সিঁদুরে নিকেশ হয় অন্তত ১০০ জঙ্গি। এরপরই যুদ্ধের জিগির ওঠে। বৃহস্পতিবার জম্মু-কাশ্মীর, রাজস্থান, পাঞ্জাব, গুজরাট-একাধিক রাজ্যের বহু এলাকা লক্ষ্য করে ড্রোন এবং মিসাইল হামলা চালায় পাকিস্তান। তবে এখনও পর্যন্ত পাক সেনার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ। সফলভাবে মিসাইল এবং ড্রোন আটকে দিয়েছে ভারতের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম। একাধিক ড্রোন এবং মিসাইল গুলি করে নামানো হয়েছে। শুধু তাই নয়, পাক বায়ুসেনার এফ ১৬ জেট গুলি করে নামিয়েছে ভারত। এছাড়াও দুটি জে-১৭ বিমান নিকেশ করেছে ভারতের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম। বিষয়টি স্বীকারও করে নিয়েছে পাকিস্তান। জঙ্গিদমনে ভারতীয় সেনার এই অদম্য লড়াইকেই ধন্যবাদ জানালেন খেলার দুনিয়ার তারকারা। এদিন ভারত-পাক সংঘাতের মাঝেই গভীর রাতে এক্স হ্যান্ডেলে ভারতের সোনার ছেলে লেখেন, 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই করা সাহসী সেনাদের জন্য আমরা গর্বিত। চলুন এই পরিস্থিতিতে সুরক্ষিত থাকতে আমরাও নিজেদের দায়িত্ব পালন করি।' ভারতীয় সেনাদের সামনে ভয়ে কাঁপছে পাকিস্তান। বীরেন্দ্র শেহওয়াগ লিখেছেন, 'পাকিস্তানের কাছে শান্ত থাকার সুযোগ ছিল। কিন্তু ওরাই যুদ্ধ ডেকে এনেছে। জঙ্গিদের রক্ষা করতে চাইছিল। আমাদের সেনাও যোগ্য জবাব দিচ্ছে। যা পাকিস্তান কখনও ভুলবে না।' একইভাবে জম্মুতে লাগাতার পাক ড্রোন আক্রমণ যেভাবে ভারত রুখে দিয়েছে,

বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে এগিয়ে চল-র বিদায় দাপটের সঙ্গে তরুণ সংঘ ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে হারলো এগিয়ে চলো সংঘ। সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নিতে হলো এগিয়ে চলো কে। ডি এল এস মেথডে ১২ রানের ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে তরুণ সংঘ টুর্নামেন্টের ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে। টিসিএ আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণ মূলক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সেমিফাইনাল ম্যাচে তরুণ সংঘ এক কষে খেলে ১২ রানের ব্যবধানে হারায় এগিয়ে চলো সংঘকে। এমবিবি স্টেডিয়ামে বেলা একটায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে এগিয়ে চলো সংঘ প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত কুড়ি ওভার খেলতে পারেনি। ১৮ ওভার খেলে সব কটি উইকেট হারিয়ে ১০১ রান সংগ্রহ করে। জবাব ব্যাট করতে নেমে তরুণ সংঘ ১২.৪ ওভার খেলে ৩ উইকেট হারিয়ে ৭৬ রান সংগ্রহ করতেই বৃষ্টিতে ম্যাচ থেমে যায়।
পরবর্তী সময়ে ম্যাচ এগিয়ে নেওয়ার অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। ডি এল এস মেথডে ম্যাচ ১২.৪ ওভারে কমিয়ে আনা হলে তরুণ সংঘের সামনে টার্গেট দাঁড়ায় ৬৫ রানের। সে অবস্থায় তরুণ সংঘকে ১২ রানে জয়ী ঘোষণা করা হয়। এই জয়ের সুবাদে তরুণ সংঘ ফাইনালে প্রবেশ করেছে এবং আগামী ১২ মে টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচে তরুণ সংঘ ও ব্লাডমাউথ ক্লাব পরস্পরের মুখোমুখি হবে। আজকের ম্যাচে তরুণ সংঘের পক্ষে ইন্দ্র রানী জমাতিয়ার ৪৫ রান, শিউলি চক্রবর্তীর ২২ রান এবং এগিয়ে চলো সংঘের তানিশা দাসের ১৭' রান উল্লেখ করার মতো। বোলিংয়ে তরুণ সংঘের সুলক্ষণা রায় ২৩ রানে দুটি এবং ঝুমকি দেবনাথ ১৩ রানে একটি উইকেট পেয়েছে। এগিয়ে চলো সংঘের সেবিকা দাস পেয়েছে একটি উইকেট। অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সুবাদে শিউলি পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব।

নেতৃত্ব যেতে পারে আগেই বুঝে গিয়েছিলেন রোহিত?

বুধবার সন্ধ্যায় সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট দিয়ে টেস্ট থেকে অবসর নিয়েছেন রোহিত শর্মা। তাঁকে অধিনায়কত্ব থেকে সরানো হবে বুঝে নিয়েই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে কোনও কোনও মহলের দাবি। রোহিত কি আগে থেকেই জানতেন যে নেতৃত্ব থাকবে না? একটি সাক্ষাৎকারে তাঁর মন্তব্য ঘিরে এমনই জল্পনা তৈরি হয়েছে। সাংবাদিক বিমল কুমার রোহিতকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, আদৌ কোনও দিন ভারতের নেতৃত্ব দিতে পারবেন, এমন সন্দেহ কখনও হয়েছিল কি না। রোহিতের উত্তর, "হ্যাঁ, মনে হয়েছিল। কখনও-সখনও এমন সময় আসে, যখন সবাই তরুণ অধিনায়ক চায়। এমন এক জন যে ১০-১৫ বছর নেতৃত্ব দেবে। আমার মনে হয়েছিল কোনও দিন নেতৃত্ব পাব না। তবে সেই সুযোগ পেয়েছি। তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।"
ঘটনাচক্রে, ভারতীয় বোর্ডের ভাবনায় রয়েছেন ২৫ বছরের শুভমন গিল। আগামী দিনে তাঁকেই নেতৃত্বের ব্যাটন দেওয়া হতে পারে। রোহিতের বক্তব্যের সঙ্গে বোর্ডের ভাবনা মিলে যাওয়ায় জল্পনা তৈরি হয়েছে।
রোহিত আরও বলেছেন, "আমি জানতাম যে ১০ বছর ধরে নেতৃত্ব দিতে পারব না। তবে যতটুকু পাব, তার পুরোটা ব্যবহার করে নেব। যা-ই হোক না কেন, নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দেব।"
উল্লেখ্য, রোহিত ২০২১ সালে সাদা বলের ক্রিকেটে অধিনায়ক হন। পরের বছর টেস্টের দায়িত্ব পান। এক দিনের ক্রিকেটে এখনও অধিনায়ক তিনিই। বাকি দু'টি ফরম্যাটে তিন বছর করে নেতৃত্ব দিয়েছেন।
একই সাক্ষাৎকারে রোহিত ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন ভারতীয় ধারাভাষ্যকারদের প্রতি। নাম না করলেও তাঁর নিশানায় রয়েছেন সুনীল গাওস্কর, হর্ষ ভোগলের মতো ব্যক্তিরা, যাঁরা সুযোগ পেলেই ভারতীয় ক্রিকেটারদের সমালোচনা করেন বলে দাবি। রোহিতের ক্ষোভ এক শ্রেণির সাংবাদিকের উপরেও।
রোহিত বলেছেন, "এখনকার দিনের ধারাভাষ্যকারেরা যে ভাবে কথা বলেন তাতে আমি হতাশ। অস্ট্রেলিয়ার ধারাভাষ্যকারদের সঙ্গে আকাশ-পাতাল তফাত। এখানকার ধারাভাষ্যকারদের উদ্দেশ্য হল, এক জন ক্রিকেটারকে বেছে নাও এবং তার সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলো।"
রোহিত আরও বলেছেন, "আগে দেখতাম সাংবাদিকদের প্রতিবেদনে শুধু ক্রিকেটই থাকত। এখন লোকে চায় আরও ভিউ পেতে।
আরও বেশি লোকে যাতে প্রতিবেদন পড়ে সেটা চায়। তাই ক্রিকেট নিয়ে নিষ্ঠাভরে কথাবার্তা আর শোনাই যায় না।"
এক দিনের ক্রিকেটে অধিনায়ক আছেন বলেই রোহিত চান ২০২৭ বিশ্বকাপ খেলতে এবং জিততে। বলেছেন, "বিশ্বকাপে খেলার স্বপ্ন এখনও রয়েছে। নিজের ট্রফি ক্যাবিনেটে বিশ্বকাপ দেখতে পেলে দারুণ হবে।"

জাভির 'ওয়াচলিস্টে' আইএসএল

পেশাদার ফুটবলার হিসাবে কেরিয়ার শেষ করেছেন অনেক আগেই। আপাতত কোচ হিসাবেও কাজ করছেন না কোথাও। ফলে সারাদিনই অফুরন্ত সময় জাভি হার্নান্ডেজের হাতে। সেই সময়টা ফুটবল দেখে কাটান এই স্প্যানিশ মহাতারকা। আর বিশ্বের প্রথমসারির বিভিন্ন লিগের পাশাপাশি ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের ম্যাচও দেখেন জাভি!
সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে অবসর জীবন নিয়ে মুখ খুলেছেন জাভি। ২০১৯ সালে ফুটবলার জীবন শেষ করেন তিনি। তারপর কোচিংয়ে আসেন। ২০২৪ সালে বার্সেলোনার কোচের পদ ছাড়ার পর আর কোনও ক্লাবের দায়িত্ব গ্রহণ করেননি। বরং এখন বাড়িতে বসে বিভিন্ন ফুটবল ম্যাচ দেখে সময় কাটান তিনি। নিজেই বলছিলেন, "আমি সারাদিন ফুটবল দেখতে পারি। ২৪ ঘণ্টাই। বউ তো বিরক্ত হয়ে যায়! একদিনে আটটা ম্যাচও দেখেছি।"
ঠিক কোন কোন লিগ দেখেন জাভি? তাঁর জবাব, "সবচেয়ে বেশি লা লিগা। তারপর প্রিমিয়ার লিগ।
ফ্রেঞ্চ লিগ বেশি দেখা হয় না। তবে পিএসজি আর মার্শেইয়ের খেলা দেখি। ইতালিতে কোমো। কারণ ওখানে আমার দুই বন্ধু আছে, সেস ফাব্রেগাস ও সের্গি রবার্তো। বন্ধুত্বের জন্যই সৌদি আর কাতারের লিগ দেখি। পানামার লিগও।
আর মাঝে মধ্যে ভারতীয় লিগেও চোখ রাখি। কারণ ওখানে অনেক স্প্যানিশ কোচ রয়েছেন।"
সদ্যসমাপ্ত আইএসএলে সব মিলিয়ে জনা সাতেক স্প্যানিশ কোচ দায়িত্ব সামলেছেন। এরমধ্যে ইস্টবেঙ্গলের কার্লেস কুয়াদ্রাত ও অস্কার ব্রুজো এবং মোহনবাগানের জোসে মোলিনাও আছেন। ফলে স্প্যানিশ কোচদের সূত্রে জাভির 'ওয়াচলিস্টে' যে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানেরও নাম আছে, বলে দেওয়াই যায়।

'আফ্রিদি চরমপন্থী', প্রাক্তন পাক অধিনায়ককে বিঁধলেন কানেরিয়া

শাহিদ আফ্রিদির সঙ্গে দানিশ কানেরিয়ার বিরোধ নতুন নয়। পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়কের বিরুদ্ধে ক্রিকেটজীবন শেষ করে দেওয়া, ইসলাম গ্রহণের জন্য চাপ দেওয়ার মতো একাধিক অভিযোগ আগে করেছেন কানেরিয়া। এ বার পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলা নিয়েও আফ্রিদিকে বিঁধলেন প্রাক্তন স্পিনার।
পর্যটকদের উপর জঙ্গি হামলার দায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর উপর চাপিয়েছিলেন আফ্রিদি। তাঁর সেই মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছেন কানেরিয়া। পাকিস্তানের প্রাক্তন স্পিনার বলেছেন, "আফ্রিদি সব সময় চরমপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলে। আমার মতে আফ্রিদিকে ভারতীয় টেলিভিশন বা কোনও মঞ্চেই সুযোগ দেওয়া উচিত নয়। এই আফ্রিদিই আমায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য চাপ দেয়। আমার সঙ্গে খাবার ভাগ করে খেতেও রাজি হয়নি। ওর আচরণ আমার অত্যন্ত অপমানজনক মনে হয়েছিল।"
এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে আফ্রিদি বলেছিলেন, "ভারতে বাজি ফাটলেও পাকিস্তানের ঘাড়ে দোষ চাপানো হয়। কাশ্মীরের আট লাখ সেনা রয়েছে ভারতের। তাও এমন ঘটনা ঘটল। এক ঘণ্টা ধরে সন্ত্রাসবাদীরা হত্যালীলা চালিয়েছে।
সে সময় এক জন জওয়ানও সেখানে যায়নি। তার মানে ভারতীয় সেনা পর্যটকদের নিরাপত্তা দিতে পারেনি। পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছেই পাকিস্তানকে দোষ দিতে শুরু করে।" ভারতীয় সেনার দক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিলেন আফ্রিদি। তিনি আরও বলেছিলেন, "ভারত নিজেই সন্ত্রাসবাদ চালায়। দেশের মানুষদের হত্যা করে। তার পর পাকিস্তানের ঘাড়ে দোষ চাপায়।"
এর আগে পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলা নিয়ে পাকিস্তানের দ্বিতীয় হিন্দু ক্রিকেটার সে দেশের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফকে আক্রমণ করেন। কানেরিয়া বলেছিলেন, "পহেলগাঁও জঙ্গি হামলায় পাকিস্তানের কোনও ভূমিকা না-ই থাকে, তা হলে কেন প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ এখনও নিন্দা করলেন না? কেন আপনাদের সেনাবাহিনী হঠাৎই জেগে উঠেছে? আসলে ভিতরে ভিতরে আপনারা সত্যিটা জানেন আপনারাই জঙ্গিদের আশ্রয় দিচ্ছেন এবং লালনপালন করছেন। লজ্জা হওয়া উচিত।" তীব্র সমালোচনা করেছিলেন উপপ্রধানমন্ত্রী ইশাক দারেরও। উল্লেখ্য, পাকিস্তানের হয়ে ৬১টি টেস্ট খেলা কানেরিয়া এখন আমেরিকার বাসিন্দা।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

ভারতীয় সেনাদের সংহতি জানিয়ে মিছিল রাষ্ট্রীয় সনাতনী সেবা সংঘের

আগরতলা, ১০ মে : রাষ্ট্রীয় সনাতনী সেবা সংঘের পক্ষ থেকে শহরের রাজপথে ভারতীয় সেনাদের সংহতি জানিয়ে মিছিল সংঘটিত করা হয়েছে। এদিনের মিছিলটি রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের সামনে থেকে শুরু হয়ে সিটি সেন্টারের সামনে গিয়ে শেষ হয়েছে। মিছিল শেষে সিটি সেন্টারের সামনে এক সভার আয়োজন করা হয়েছে। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল সহ অন্যান্যরা।

এদিন সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে রামপ্রসাদ পাল বলেন, দেশের বীর সেনানিদের প্রতি শুভেচ্ছা ও শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়ে এদিন এই মিছিল সংঘটিত করে রাষ্ট্রীয় সনাতনী সেবা সংঘ। মিছিল শেষে সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল দেশের অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় এবং পাকিস্তানের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ প্রতিহত করার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে প্রত্যেক ভারতীয় জনগণের সমর্থন ও সহযোগিতা আহবান করেছেন।

দুঃস্থ পরিবারকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন এডিসি"র ইএম

আগরতলা, ১০ মে: মোহনপুর মহকুমাধীন লেফুঙ্গা ব্লকের অন্তর্গত ভগবান চৌধুরী এলাকার বাসিন্দা বিশ্ব কুমার দেববর্মা সম্প্রতি শারীরিক অসুস্থতার কারণে জি বি পি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান,খবর পেয়ে আজ তার বাড়িতে গেলেন এডিসির ই এম রুনিয়েল দেববর্মা।

পরিবারটির সার্বিক খোঁজ খবর নেন এবং বাড়িয়ে দেন আর্থিক সহায়তার হাত পাশাপশি মৃত বিশ্ব কুমার দেববর্মার দুই সন্তানকে এডিসি সদর স্থিত খুম্পুই অ্যাকাডেমিতে পড়াশোনার ব্যাবস্থা করে দেবেন বলে আশ্বাস দেন।

পাশাপাশি মৃতের বড় ভাই ধানের মেশিনে কাজ করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় হাত হারান এবং তাকেও ভাতার ব্যাবস্থা করে দেন ই এম।এই বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিস্তারিত জানান ই এম রুনিয়েল দেববর্মা।

সীমান্তে নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রীর

আগরতলা, ১০ মে: ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ আবহে নিরাপত্তা এজেন্সির সাথে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে আন্তর্জাতিক সীমান্তে নজরদারি আরও জোরদার করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, বর্তমান পরিস্থিতে কেন্দ্র সরকারের দেখানো রাস্তায় চলছে রাজ্য সরকার। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যুদ্ধ আবহে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর দেখানো দিক নির্দেশেই চলছে রাজ্য সরকার। আপাতত ত্রিপুরায় এখনো পর্যন্ত কেনো সমস্যা দেখা যায়নি। তারপরও যুদ্ধ আবহে নিরাপত্তা এজেন্সির সাথে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে আন্তর্জাতিক সীমান্তে নজরদারি আরও জোরদার করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

রাজ্যের বাইরে অধ্যয়নরত ত্রিপুরার ছাত্রদের জন্য হেল্পলাইন নম্বর জারি

আগরতলা, ১০ মে : ত্রিপুরার বাইরে অধ্যয়নরত রাজ্যের ছাত্রদের জন্য হেল্পলাইন নম্বর জারি করেছে নয়াদিল্লিস্থিত ত্রিপুরা ভবনের রেসিডেন্ট কমিশনার। নয়াদিল্লিস্থিত ত্রিপুরা ভবনের রেসিডেন্ট কমিশনারের তরফ থেকে বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে অধ্যয়নরত ত্রিপুরা থেকে বসবাসকারী সমস্ত ছাত্রদের জানানোর জন্য যে কোনও সাহায্য বা সহায়তার ক্ষেত্রে তাঁরা নয়াদিল্লিস্থিত ত্রিপুরা ভবনের যুগ্ম আবাসিক কমিশনার রঞ্জিত দাসের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। তাঁর নম্বর হল ৯৬১২৭৬৬২৩২। তাছাড়া, আপাতকালীন পরিস্থিতিতে ছাত্র ছাত্রীদের জন্য হেল্পলাইন নম্বরও জারি করেছে। টোল ফ্রি নম্বর গুলি হল, ০১১-২৩০- ১৫১৫৭, ৯৮৭১০৩৫৯৪৪। এই নম্বরগুলি যেকোনো ধরনের সহায়তার জন্য দিনরাত পাওয়া যাবে।

হর ঘর জলের বাস্তব রূপ, এন সি নগরের বাসিন্দারা পানীয় জলের তীব্র সংকটে

সোনামুড়া, ১০ মে : "হর ঘর জল" প্রকল্পের আওতায় ঘরে ঘরে পানীয় জলের সরবরাহ নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি থাকলেও, বাস্তবে তার রূপ ভিন্ন। সোনামুড়া মহকুমার অন্তর্গত বক্সনগর ব্লকের এন সি নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা বর্তমানে তীব্র জল সংকটে ভুগছেন।

স্থানীয়দের অভিযোগ, বহু বাড়িতে পাকা জল সংযোগ স্থাপন করা হলেও সেই সংযোগ থেকে জল আসছে না। বিকল্প হিসেবে গ্রামে মিনি ডিপ টিউবওয়েলের মাধ্যমে কখনো সখনো জল সরবরাহ করা হলেও তা যথেষ্ট নয় এবং তাতে নিয়মিততা নেই।

এছাড়াও, যা জল সরবরাহ করা হচ্ছে, তার মান নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, সেই জল অপরিশ্রুত এবং পানের অযোগ্য। আয়রন মিশ্রিত সেই জল দৈনন্দিন ব্যবহারেরও অনুপযুক্ত, ফলে স্বাস্থ্যঝুঁকির পাশাপাশি নিত্যদিনের কাজে চরম অসুবিধায় পড়ছেন স্থানীয় মানুষজন।

প্রতিবাদ ও সমস্যার কথা স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান ও বিধায়ককে জানিয়েও কোন কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। সীমান্তবর্তী এই অঞ্চলের মানুষের দাবি, অবিলম্বে এই সংকটের সমাধানে এগিয়ে আসুক সংশ্লিষ্ট দপ্তর। পানীয় জলের মতো একটি মৌলিক সমস্যার স্থায়ী সমাধানে দ্রুত প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের আহ্বান জানিয়েছেন এন সি নগরের বাসিন্দারা।

কৈলাসহর জেলা আদালতের লোক আদালত অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ১০ মে; আজ ঊনকোটি জেলার কৈলাসহর জেলা আদালতের লোক আদালত অনুষ্ঠিত হয়। আজ কৈলাসহরের জেলা আদালতে সমস্ত দেশের সাথে তাল মিলিয়ে দ্বিতীয় জাতীয় লোক আদালত অনুষ্ঠিত হয়েছে। এখানে যাদের নামে নোটিশ গেছে তারা সামান্য খরচে কেইস নিষ্পত্তি করতে পারবে। আজকে জাতীয় লোক আদালত দ্বারা ফ্যামিলি কেইস মোট-৫০ টি, মোটর ভেহিকেল কেইস -৬৬২ টি, জাতীয় ব্যাংক লোন -৭৯০ টি কোর্টের পেন্ডিং কেইস -১৪ টি মিলে সর্বমোট সংখ্যা-১৪১৬ টি কেইস নিষ্পত্তির জন্য আনা হয়েছে বলে জানিয়েছে, কনভেনার লোক আদালত শ্রীমতি রনজা বতি রায়।

অবশেষে গ্রেফতার নুরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপপ্রধান

আগরতলা, ১০ মে: অবশেষে ভারত বিরোধী ফেসবুকে পোস্ট করার কারণে কৈলাসহর নুরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপ প্রধানকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গতকাল ফেইসবুকে ভারত বিরোধী পোস্ট করেন কৈলাসহর গৌরনগর ব্লকের অধীনে নুরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মইনপুর ২ নং ওয়ার্ড এলাকার বাসিন্দা তথা নুরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপপ্রধান আছাদ মিয়া।

তার এই পোস্ট সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই গোটা মহকুমায় আলোড়ন সৃষ্টি হয়। আগরতলার পশ্চিম থানাতে যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আছাদ মিয়ার বিরুদ্ধে গতকাল একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। শনিবার গভীর রাতে তার নিজ বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করে আনে কৈলাসহর থানার পুলিশ। বর্তমানে সে কৈলাসহর থানার হেফাজতে রয়েছে।

এই বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমকে কৈলাসহর থানার ওসি সুকান্ত সেন চৌধুরী জানান, তার বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পাশাপাশি সেই পোস্টটি ওনার আইডি থেকে ডিলিট করা হয়েছে। অন্যদিকে আছাদ মিয়া সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন উনি যা লিখেছেন তা মোটেই ঠিক হয়নি উনার। তিনি বলেন তিনি পোস্ট করার সাথে সাথে তা ডিলিট করে দিয়েছিলেন। তবে কে বা কারা তার স্ক্রিনশট নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়, তাই তিনি সবার কাছে ক্ষমা চান।

ধর্মনগরে আর্ট অফ লিভিং-এর উদ্যোগে নতুন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শুরু

আগরতলা, ১০ মে: ধর্মনগরে আর্ট অফ লিভিং-এর উদ্যোগে শুরু হল নতুন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। ধর্মনগর শহরের পূর্ব বাজারে অবস্থিত পুরাতন গ্রামীণ ব্যাংকের উপর তলায় "দি আর্ট অফ লিভিং"-এর পক্ষ থেকে সম্প্রতি একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এদিন উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় আর্ট অফ লিপিং এর সদস্য চন্দন সোম, অভিজিৎ দে, শংকর বসু, শুভেন্দু দত্ত, মনীষ ভট্টাচার্য, রণবিকাশ দত্ত চৌধুরী প্রমুখ।উল্লেখ্য, ধর্মনগরে গত ২৫ বছর ধরে আর্ট অফ লিভিং-এর বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। বর্তমানে শহরে তিনটি কেন্দ্রে এই সংস্থার কার্যক্রম চলছেনোয়াপাড়া, নোয়াপাড়া কালীবাড়ির পাশে ও পূর্ব বাজারে নতুন কেন্দ্রটি। শ্রী শ্রী রবিশঙ্কর পরিচালিত আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'দি আর্ট অফ লিভিং' ১৯৮১ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী ১৮০টিরও বেশি দেশে শরীর, মন ও সমাজের ইতিবাচক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে। সংস্থার বিশেষ প্রশিক্ষণ পদ্ধতি 'সুদর্শন ক্রিয়া' বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিতভাবে মানসিক চাপ, অবসাদ দূর করে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতায় সহায়তা করে। ধর্মনগরের এই নতুন কেন্দ্র থেকে নিয়মিতভাবে হ্যাপিনেস কোর্স, ধ্যান, প্রানায়াম ও অন্যান্য সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচি পরিচালিত হবে। প্রতি রবিবার ফলোআপ সেশনও থাকবে। সম্প্রতি, গুরুদেবের ৬৯তম জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে ১২ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।আর্ট অফ লিভিং-এর মূল বার্তাসকলকে সঙ্গে নিয়ে ভালো থাকা, সমাজে হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে আত্মসুখের পথে এগিয়ে চলা। এই লক্ষ্যেই ধর্মনগরে নতুন কেন্দ্রের পথচলা শুরু।

রাজনগর উচ্চ বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন

আগরতলা, ১০ মে : শনিবার আগরতলার রাজনগর উচ্চ বিদ্যালয়ে এক স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই শিবিরটি অনুষ্ঠিত হয় আগরতলা পৌর নিগমের ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের মাননীয়া কাউন্সিলর নিতু দে গুহ'র উদ্যোগে এবং ধলেশ্বর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহযোগিতায়। উক্ত স্বাস্থ্য শিবিরটি পরিদর্শন করেন আগরতলার মাননীয় মেয়র ও রামনগরের বিধায়ক দীপক মজুমদার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তুষার কান্তি ভট্টাচার্য, কাউন্সিলর মনোজ কান্তি দেবরায়, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শুক্লা দামপাল, ধলেশ্বর রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ শান্তনুনন্দজী এবং অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। শিবিরে স্থানীয় বাসিন্দাদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় ওষুধ প্রদান করা হয়। ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে শিবিরটি সার্থক হয়। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মেয়র দীপক মজুমদার এই মহতী উদ্যোগের জন্য কাউন্সিলর নিতু দে গুহ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, এই ধরনের স্বাস্থ্য শিবির সাধারণ মানুষের কাছে অত্যন্ত উপকারী। আগামী দিনে আরও বেশি করে এই রকম কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে মানুষকে উপকৃত করার প্রয়োজন রয়েছে।

সামান্য বচসাকে কেন্দ্র করে যুবকের বোতলের আঘাতে গুরুতর আহত এক

আগরতলা, ১০ মে: সামান্য বচসাকে কেন্দ্র করে এক যুবকের বোতলের আঘাতে গুরুতর আহত আরেক যুবক। বর্তমানে আহত ব্যক্তি আশঙ্কা জনক অবস্থায় কমলপুর বিমল সিংহ মেমোরিয়াল হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে রয়েছে। ওই ঘটনায় শনিবার কমলপুর থানার মানিক ভান্ডার-দারাং রোডে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, দারাং গ্রামের বাসিন্দা মৃত রবীন্দ্র চক্রবর্তীর ছেলে অভিজিৎ চক্রবর্তী মদমত্ত অবস্থায় মানিক ভান্ডার দারাং রাস্তায় বিষ্ণু দাসের সঙ্গে কোন এক বিষয় নিয়ে বচসা শুরু করেন। অভিযোগ, একটা সময় বিষ্ণু দাস উত্তেজিত হয়ে মদের বোতল দিয়ে অভিজিৎ চক্রবর্তীর মাথায় আঘাত করে। তাতে গুরুতর আহত হয়ে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে অভিজিৎ। সাথে সাথে এলাকার মানুষ দমকলকর্মীদের খবর দিলে ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত অভিজিৎ চক্রবর্তীকে বিমল সিংহ মেমোরিয়াল হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে।

এস-৪০০ ধ্বংসের পাকিস্তানের মিথ্যা দাবি পুরোপুরি খারিজ করল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১০ মে : ভারত সরকারের পররাষ্ট্রসচিব বিক্রম মিশ্রি শনিবার স্পষ্ট জানিয়ে দেন, পাকিস্তানের 'মিথ্যা' দাবি ভারতের এস-৪০০ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস এবং সিসা ও সুরাট বিমানঘাঁটিতে আঘাত হানার সম্পূর্ণভাবে ভিত্তিহীন ও অসত্য। 'এই ধরনের দাবি আসলে পাকিস্তানের উস্কানিমূলক ও উত্তেজনামূলক আচরণেরই প্রমাণ,' বলেন তিনি "অপারেশন সিন্দুর" বিষয়ক সাংবাদিক সম্মেলনে। এদিকে, শনিবার ভোর থেকে জম্মু, শ্রীনগর ও উদমপুর সহ ভারতের বিভিন্ন শহরে শোনা যাচ্ছে একাধিক বিস্ফোরণের শব্দ। ভারতীয় সেনাবাহিনীর কর্নেল সোফিয়া কুরেশি জানান, পাকিস্তান একাধিকবার ভারতের পশ্চিম সীমান্তে হামলা চালিয়েছে, ড্রোন, দীর্ঘপাল্লার অস্ত্র এবং যুদ্ধবিমান ব্যবহার করে সেনা স্থাপনাগুলিকে লক্ষ্য করেছে। তবে ভারতীয় বাহিনী সফলভাবে ২৬টিরও বেশি অনুপ্রবেশের চেষ্টা রুখে দিয়েছে। উইং কমান্ডার ব্যোমিকা সিং বলেন, 'পাক সেনাবাহিনীকে সামনের পোস্টগুলোর দিকে এগোতে দেখা যাচ্ছে, যা তাদের আক্রমণাত্মক মনোভাব এবং উত্তেজনা আরও বাড়ানোর ইঙ্গিত দেয়। ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী সম্পূর্ণ সতর্ক অবস্থায় রয়েছে এবং সব শত্রু তৎপরতার জবাব যথাযথভাবে দেওয়া হচ্ছে।' শনিবার ভোরে জম্মু, শ্রীনগর ও উদমপুর সহ ভারতের বিভিন্ন শহরে একাধিক বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। রাজৌরিতে পাকিস্তানের গোলাবর্ষণে অতিরিক্ত জেলা উন্নয়ন কমিশনার রাজ কুমার থাপা নিহত হন। পরে জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ থাপ্পার বাসভবন ও ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলি পরিদর্শন করেন। বেসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ১৫ মে সকাল ৫টা ২৯ মিনিট পর্যন্ত ভারতের ৩২টি বিমানবন্দর থেকে সব বেসামরিক উড়ান স্থগিত থাকবে। দিল্লি ও মুম্বই ফ্লাইট ইনফরমেশন রিজিয়নের ২৫টি এয়ার ট্রাফিক সার্ভিস রুট সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। এর আগে শুক্রবার পাকিস্তানের চালানো নতুন ড্রোন হামলার তরঙ্গের বিরুদ্ধে ভারতীয় বাহিনী সফলভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। জম্মুর উত্তরাঞ্চল বারামুলা থেকে শুরু করে দক্ষিণের ভুজ পর্যন্ত ২৬টি স্থানে লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়েছিল। ভারতীয় সেনাবাহিনী জানায়, সব ধরনের আকাশপথের হুমকি নজরে রাখা হচ্ছে এবং প্রতিরোধ গড়ে তোলা হচ্ছে উপযুক্ত কৌশলে। ভারত ৭ মে "অপারেশন সিন্দুর" শুরু করে, যেখানে পাকিস্তান ও পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের নয়টি সন্ত্রাসী ঘাঁটিতে লক্ষ্যবস্তু নির্ভর হামলা চালানো হয়। ২২ এপ্রিল অনন্তনাগ জেলার পাহেলগামে সন্ত্রাসী হামলায় ২৬ জনের মৃত্যু হয়েছিল, তারই জবাবে এই অভিযান চালানো হয়। সবদলীয় বৈঠকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং জানান, *'অপারেশন সিন্দুর'-এ কমপক্ষে ১০০ জন সন্ত্রাসবাদী নিহত হয়েছে।

সিয়ালকোট বিমানঘাঁটি সহ পাকিস্তানে ৮ টি সামরিক ঘাঁটি ধ্বংস : বিক্রম মিশ্রি

নয়াদিল্লি, ১০ মে : পাকিস্তানের টানা ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলার প্রতিক্রিয়ায় শুক্রবার রাতেই ভারত পাকিস্তানের অন্তত আটটি সামরিক স্থাপনায় নিখুঁত হামলা চালিয়েছে বলে জানিয়েছে কেন্দ্র। 'অপারেশন সিন্দুর' সংক্রান্ত এক বিশেষ সাংবাদিক সম্মেলনে পররাষ্ট্র সচিব বিক্রম মিশ্রির নেতৃত্বাধীন একটি বিশেষ দল এই তথ্য তুলে ধরেছে। পররাষ্ট্র সচিবের পাশে ছিলেন সেনাবাহিনীর কর্নেল সোফিয়া কুরেশি ও বিমানবাহিনীর উইং কমান্ডার ব্যোমিকা সিং। তাঁরা জানান, ছয়টি পাকিস্তানি সামরিক ঘাঁটি, একটি রাডার সাইট এবং একটি এভিয়েশন বেস লক্ষ্য করে নিখুঁত বিমান হামলা চালানো হয়েছে। উইং কমান্ডার ব্যোমিকা সিং জানান, "রফিকি, মুরিদ, চকলালা, রহিম ইয়ার খান, সুক্কুর ও চুনিয়ান এই ছয়টি সামরিক ঘাঁটিকে যুদ্ধবিমান ও এয়ার-লঞ্চড প্রিসিশন গোলাবারুদের মাধ্যমে আঘাত করা হয়েছে। পাশাপাশি, পাসরুরে একটি রাডার সাইট এবং সিয়ালকোটে একটি বিমানঘাঁটিও লক্ষ্যবস্তু ছিল। এই অভিযানে আমরা ন্যূনতম বেসামরিক ক্ষতি নিশ্চিত করেছি।" তিনি বলেন, "গতরাতে পাকিস্তান উদমপুর, পাঠানকোট এবং বঠিন্ডা-সহ একাধিক ভারতীয় বিমানঘাঁটিকে ইচ্ছাকৃতভাবে লক্ষ্য করে হামলা চালায়। তারই প্রতিক্রিয়ায় ভারত টেকনিক্যাল ইনস্টলেশন, কমান্ড ও কন্ট্রোল সেন্টার, রাডার সাইট এবং অস্ত্রভাণ্ডারকে নিশানা করে আঘাত হানে।" পাকিস্তানের মিথ্যা দাবির জবাবে ভারতীয় হামলার সময় ও অবস্থান সংবলিত স্যাটেলাইট চিত্রও সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেন ব্যোমিকা সিং। তাঁরা জানিয়েছেন, পাকিস্তান বারবার সন্ত্রাসবাদীদের আশ্রয়দাতা হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে এবং তারা ইচ্ছাকৃতভাবে পরিস্থিতিকে উত্তপ্ত করার চেষ্টা করছে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে সীমান্তবর্তী এলাকায় এগোতে দেখা যাচ্ছে, যা তাদের আগ্রাসী মনোভাবের প্রমাণ। "ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী সম্পূর্ণ প্রস্তুত অবস্থায় রয়েছে। সব রকম শত্রু তৎপরতা উপযুক্তভাবে প্রতিহত ও পাল্টা আঘাতের মাধ্যমে জবাব দেওয়া হয়েছে," বলেন উইং কমান্ডার সিং।

গান, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটকের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সকলের মাঝে আসীন হয়ে আছেন: উপাধ্যক্ষ

আগরতলা, ১০ মে: তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এবং ডুকলি পঞ্চায়েত সমিতি ও শ্রীনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় শ্রীনগর কবি সুকান্ত উচ্চবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে গতকাল থেকে তিনদিনব্যাপী রবীন্দ্র উৎসব এবং বৈশাখী মেলা-২০২৫ শুরু হয়েছে। ত্রিপুরা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল তিনদিনব্যাপী এই মেলার সূচনা করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিগণ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল বলেন, গান, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটকের মধ্য দিয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সকলের মাঝে আসীন হয়ে রয়েছেন। ত্রিপুরার রাজ পরিবার থেকে শুরু করে সকল স্তরের মানুষের সাথে কবিগুরুর সম্পর্ক ছিলো। যা এখনও আমরা উপলব্ধি করি। তিনি বলেন, তিনদিনব্যাপী রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষ্যে যে মেলা আয়োজিত হয়েছে তার মধ্য দিয়ে সকলের মধ্যে মেলবন্ধন আরও সুদৃঢ় হবে। পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল বলেন, রবীন্দ্র চর্চার মধ্য দিয়ে নতুন প্রজন্মকে সংস্কৃতিমনস্ক করে গড়ে তুলতে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ঝর্ণা দেববর্মা বলেন, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে মেয়েদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাজ করছে। মেয়েদের অধিকার রক্ষায় সব অংশের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। অনুষ্ঠানে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণদের সংবর্ধনা দেওয়া হয় এবং ১০ জন মহিলাকে গৃহলক্ষ্মী রূপে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে ডুকলি পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান কিশোর ঘোষ, ডুকলি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ফুলমণি রুদ্রপাল, শ্রীনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শচীন্দ্র নম: এবং শ্রীনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সঞ্চিতা দাস উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পশ্চিম জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের সহ-অধিকর্তা মনোজ দেববর্মা।

মতিনগর সীমান্ত গ্রাম থেকে হেরোইন ও ইয়াবা ট্যাবলেট সহ এক নেশা কারবারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas